



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ভূমি ব্যবস্থাপনার
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ২৬/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ভূমি ব্যবস্থাপনার
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ২৬/২০২১

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১১
৪	শব্দ সংক্ষেপ	১৩
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৭
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে ইস্যুভিত্তিক অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করা এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৮টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards এবং Compliance Audit Guidelines অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

৩

তারিখঃ ২৬/৪/২০২২
স্বাক্ষরঃ


(মোহাম্মদ মুসলিম হোসেন)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট ক্রাইটেরিয়া হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

রেলওয়ের পরিচিতি :

বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর অধীনে পরিচালিত। বাংলাদেশ রেলপথ সরকারি মালিকানা ও সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশের একটি মুখ্য পরিবহন সংস্থা। যেহেতু দেশের এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সাথে সংযোজন করার জন্য রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল পরিবহন ব্যবস্থা, তাই রেলপথের সার্বিক উন্নতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২ জুন ১৯৮২ পর্যন্ত একজন চেয়ারম্যান ও চারজন মেম্বারসহ রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিচালিত হত। পরবর্তীতে ৩ জুন ১৯৮২ সালে, রেলওয়ে বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে এর কার্যক্রম যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং উক্ত বিভাগের সচিব বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। একই উদ্দেশ্যে দুই মহাব্যবস্থাপকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই অঞ্চলে ভাগ করা হয়। দুই অঞ্চলের দুইজন মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ১২ আগস্ট ১৯৯৫ সালে রেলপথের দৈনন্দিন কার্যক্রম মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে রেলওয়ে প্রফেশনালদের নিয়ে মহাপরিচালকের হাতে ন্যস্ত হয়।

২৮ এপ্রিল ২০১১ সালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেলপথ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে সচিব দায়িত্বপ্রাপ্ত। Allocation of Business অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী (১) রেলওয়ে এবং রেল পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, (২) রেল পরিবহণে নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া ও টোল নির্ধারণ এবং পুনর্নির্ধারণ, (৪) রেল পরিবহণ সংক্রান্ত জরিপ ও পরিবীক্ষণ, (৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা এবং (৬) মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অফিস ও সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক এবং তার অধীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এম এন্ড সিপি) এবং মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব ও পশ্চিম এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৌশল, যন্ত্র প্রকৌশল, স্টোর, সিএমই/ম্যাক, সিগন্যালিং, বৈদ্যুতিক, ভূমি, নিরাপত্তা বাহিনী, চিকিৎসা, টেলিকমিউনিকেশন, বাণিজ্যিক, পরিবহণ ও হিসাব বিভাগসমূহের সমন্বয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) এর অধীন প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পূর্ব ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পশ্চিম এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

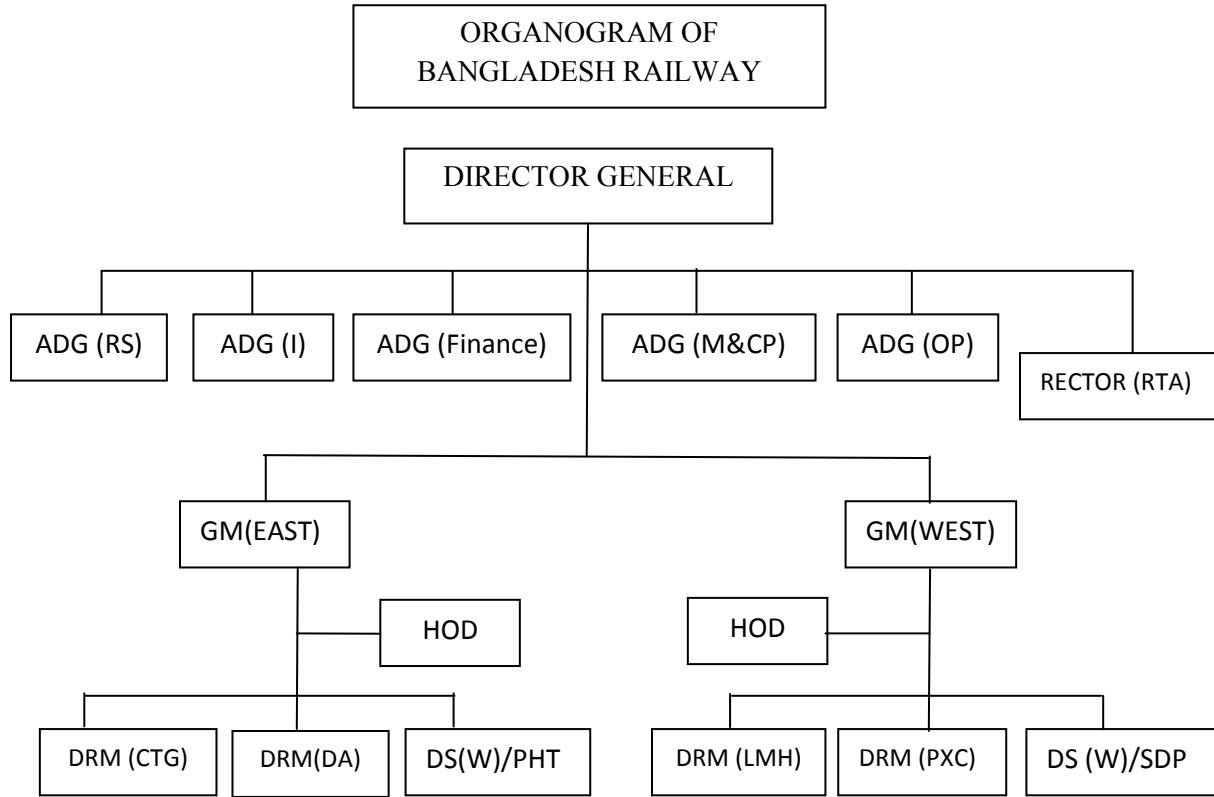
বাংলাদেশ রেলওয়ে এর জনবল কাঠামো :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল পরিসংখ্যান

ক্রমিক	শ্রেণি	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূণ্য পদসংখ্যা
১।	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৫৪৮	৪১৮	১৩০
২।	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১৩৫৬	৭৫২	৬০৪
৩।	৩য় শ্রেণি	২১৮৭৬	১৩৬২২	৮২৫৪
৪।	৪র্থ শ্রেণি	১৬৪৮৪	১১৩৪৩	৫১৪১
মোট =		৪০২৬৪	২৬১৩৫	১৪১২৯

তথ্যসূত্র: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ০১-০৫-২০১৭ খ্রি. তারিখের প্রস্তুতকৃত জনবল পরিসংখ্যান সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুযায়ী।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম



Present organogram of Bangladesh Railway after the formation of BRA

ADG = Additional Director General

RS = Rolling Stock

I = Infrastructure

OP = Operation

M&CP = Marketing & Corporate Planning

RTA = Railway Training Academy

GM = General Manager

HOD = Head of Department

DRM = Divisional Railway Manager

DS(W)=Divisional Superintendent (Workshop)

BRA= Bangladesh Railway Authority

DA= Dhaka

PHT= Pahartali

CTG= Chattogram

LMH= Lalmonirhat

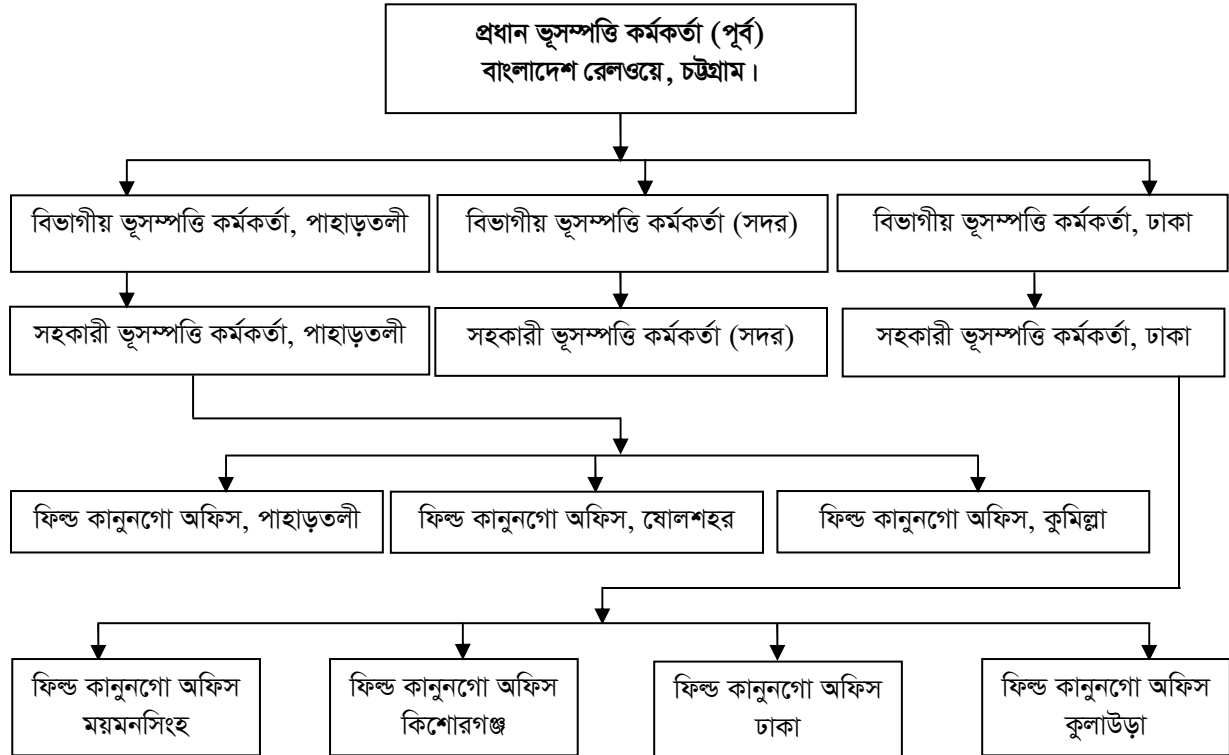
PXC = Paksey

SDP= Saidpur

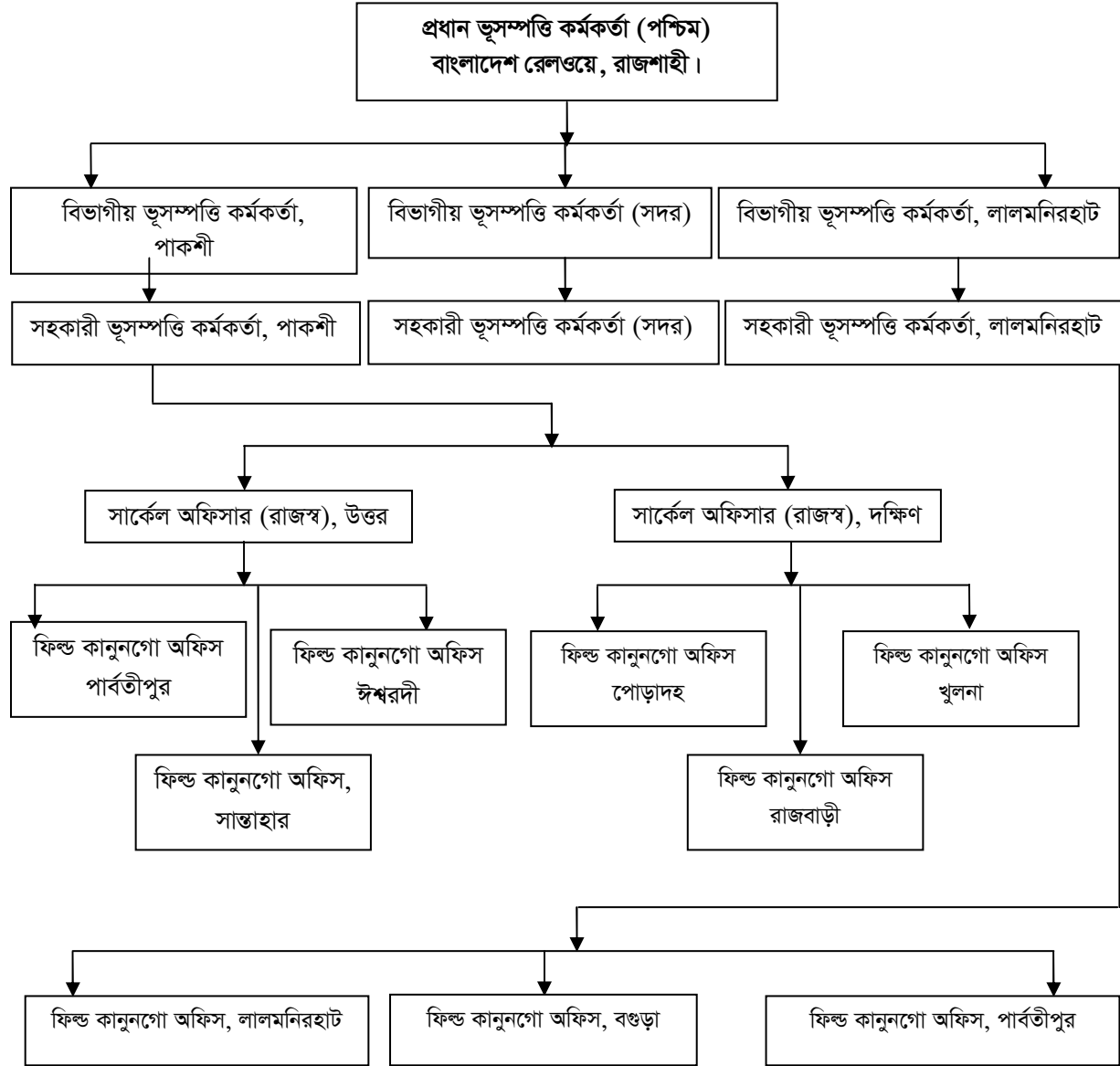
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবন, ঢাকার অধীন প্রধান ভূসম্পত্তি, কর্মকর্তা, পূর্ব/পশ্চিম কার্যালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূসম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সূষ্ঠা ও সুসংহতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে পৃথকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূসম্পত্তি বিভাগ সৃষ্টি করে। রেলপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবন, ঢাকা এর অধীন প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পূর্ব/পশ্চিম গঠিত হয়। প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম রাজশাহী এর অধীন ০৩টি বিভাগীয় অফিস রাজশাহী/পাকশী/লালমনিরহাট, ০৩টি সহকারী ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ১১টি কাচারি অফিস আছে। প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব চট্টগ্রাম এর অধীন ০৩টি বিভাগীয় অফিস ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাহাড়তলী, ০৩টি সহকারী ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ০৭টি কাচারি অফিস আছে। ভূসম্পত্তি বিভাগের মূল কাজ রেলওয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ, পকেট সেকশন বুক এর ন্যায় নক্সা প্রণয়ন, সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, স্ব স্ব স্থাপনা ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, ভূমির স্বত্ব রেকর্ড, অধিগ্রহণ ও অন্যান্য ভূমির হালনাগাদ রেকর্ড সংগ্রহ/প্রস্তুত, রেলভূমি ব্যবহারের মাস্টার প্লান প্রস্তুত, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, রেলের ভূমির সীমানা সংরক্ষণ এবং অবৈধ নির্মাণাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্টেশন এলাকার জমি কৃষি কাজে ব্যবহার ও জমির শ্রেণির পরিবর্তন, মৎস্য চাষোপযোগী ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ, পাড় ভাঙ্গা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে জমির পরিমাণ পরিবর্তন এবং স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত নতুন সেকশন নিশ্চিত করা।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) কার্যালয়ের অর্গানোগ্রামঃ



প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম:



অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) এর কার্যাবলী:

- বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগ এবং ভূসম্পত্তি বিভাগের প্রধান হিসেবে যে কোন ধরনের প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক এবং কারিগরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা তাঁর দায়িত্ব।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা এর কার্যাবলী:

- বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমুদয় রেকর্ডপত্রের মূল কপি সংগ্রহ করে বাঁধাই করে রাখা এবং মূল কপি সংরক্ষণ করা।
- পাওনা ফি আদায়ের নিমিত্ত প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক বহুল প্রচারিত খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তর কর্তৃক জমাকৃত টাকার হিসাব এফএএন্ডসিও/টিএ, চট্টগ্রাম দপ্তরের হিসাবের সাথে মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়া।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূসম্পত্তির হালনাগাদ রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা।
- জরিপ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে রেলওয়ের প্রয়োজন নেই এমন ভূসম্পত্তি লিজ দেওয়া (কৃষি ও বাণিজ্যিক)।
- লিজকৃত ভূসম্পত্তির লিজ, লাইসেন্স, মানি নির্ধারণ ও আদায়পূর্বক সরকারি তহবিলে জমা দান।
- রেলওয়ের প্রয়োজনে ভূমি হুকুম দখল করা।
- রেলওয়ের ভূসম্পত্তির ওপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।
- অধীনস্থ বিভাগীয় অফিসগুলোর কাজ তদারকি করা।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরের কার্যাবলী:

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন ভূমির সংরক্ষণ।
- রেলভূমি বৈধভাবে ভোগ দখল করার জন্য নীতিমালা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করা।
- রেলভূমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কর্মসূচীর মাধ্যমে রেলভূমি উদ্ধার করা।
- লাইসেন্স প্রদানের বিপরীতে লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে বার্ষিক লাইসেন্স ফি পে-অর্ডার/ডিডি এর মাধ্যমে খাজনা আদায় করা।
- প্রতি অর্থবছরে লাইসেন্স ফি/রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন ভূমির সংশ্লিষ্ট তফসিল অফিস হতে দাখিলকৃত বিলের দাবীতে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করা।
- রেলওয়ের প্রয়োজন নেই এমন ভূসম্পত্তির লাইসেন্স দেওয়া।

Key Performance Indicator

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমোয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ।	৪	%	২২.১৩	৬৩.১৪	৩১.২৬	২২.১৩	৬৩.৯৯	৬৮.৭৯	৬৯.০০

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম কার্যালয়ের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ

(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত পরিচালন বাজেটের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী :

অফিসের নাম	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত খরচ	প্রকৃত খরচ সংশোধিত বাজেটের (%)
১	২	৩	৪
সিইও/পূর্ব	৩৩,০৪,১২,০০০	২৭,৩৪,৬৭,৯৪৭	৮২.৭৬%
সিইও/পশ্চিম	৪৮,২০,৫৬,০০০	২২,০৩,৩৬,৮৪২	৪৫.৭০%
মোট =	৮১,২৪,৬৮,০০০	৪৯,৩৮,০৪,৭৮৯	৬০.৭৮%

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত খরচের তুলনামূলক চিত্র হতে দেখা যায় যে, পরিচালন কার্যক্রমে বাজেট এক্সিকিউশন এর হার ৬০.৭৮ শতাংশ।

(খ) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূসম্পত্তি বিভাগের আয়ের তথ্য (Income) :

পূর্বাঞ্চল:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত আয়ের পরিমাণ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত হার
০১.	সিইও/পূর্ব	১৮,৮৪,০০,০০০	৪,৯৩,৯২,০৩৪	২৬.২২%
০২.	ডিইও/চট্টগ্রাম	১৮,৪৪,০০,০০০	৩,০৬,৮৩,২৬৪	১৬.৬৪%
০৩.	ডিইও/ঢাকা	১৮,৫৪,০০,০০০	৩,০৩,১৯,৯৪০	১৬.৩৫%
	মোট =	৫৫,৮২,০০,০০০	১১,০৩,৯৫,২৩৮	১৯.৭৮%

পশ্চিমাঞ্চল:

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত আয়ের পরিমাণ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত হার
০১.	সিইও/পশ্চিম	০	০	০
০২.	ডিইও/পাকশী	৬৪,৮১,০০,০০০	১৩,৪৯,৬৮,১৭০	২০.৮৩%
০৩.	ডিইও/লালমনিরহাট	৩০,৮৫,০০,০০০	২,৪০,৫৩,৪৩৫.৪০	৭.৮০%
	মোট =	৯৫,৬৬,০০,০০০	১৫,৯০,২১,৬০৫.৪০	১৬.৬২%

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত আয়ের তুলনামূলক চিত্র হতে দেখা যায় যে, পূর্বাঞ্চলের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত হার ১৯.৭৮ শতাংশ এবং পশ্চিমাঞ্চলের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত হার ১৬.৬২ শতাংশ।

অডিটের আইনগত ভিত্তিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধিঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

অডিটের বিষয়বস্তু :

- রেলওয়ের ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণ কার্যাবলী
- রেলওয়ে হতে বিভিন্ন আয়

অডিটের কৌশল :

অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পূর্ব ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পশ্চিম এর কার্যালয়ের ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgement এর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgemental ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া রেলওয়ের ভূসম্পত্তি রেলওয়ের দখলভুক্ত রাখার ব্যবস্থাপনা, রেলভূমির রেকর্ড, ম্যাপ, চার্ট, রেজিস্টার প্রণয়ন ও সংরক্ষণ দুর্বলতা, রেলওয়ের ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়া ও অধিগ্রহণকৃত ভূমি রেলওয়ের নামে নাম জারি না হয়ে অন্য নামে হওয়ার বিষয়টি ম্যাটেরিয়ালিটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং context বিবেচনায় গুণবাচক হওয়া ম্যাটেরিয়ালিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রেলওয়ের ভূমি হতে কাজীকৃত পরিমাণ আয় অর্জন ও তা যথাযথ পদ্ধতিতে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে Materiality নির্ধারণ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল :

০৩/১০/২০২০ খ্রি. হতে ০৫/১১/২০২০ খ্রি.।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহণ অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার অধীন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধান লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৮টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৬৫৭,৮৫,৯৫,১৪৩ (কথায়: ছয়শত সাতান্ন কোটি পঁচাশি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা)। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর নির্দেশনা পরিপালন না করা।
- লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে অর্থ আদায় না করা।
- সঠিকভাবে রেলভূমির রেকর্ডভুক্ত ও সংরক্ষণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

ADG	:	Additional Director General
BRA	:	Bangladesh Railway Authority
CCS	:	Chief Controller of Stores
CEO	:	Chief Estate Officer
CME	:	Chief Mechanical Engineer
CTG	:	Chattogram
CRB	:	Central Railway Building
DRM	:	Divisional Railway Manager
DA	:	Dhaka
DS(W)	:	Divisional Superintendant (Workshop)
DEO	:	Divisional Estate Officer
FA&CAO	:	Financial Adviser and Chief Accounts Officer
GM	:	General Manager
HOD	:	Head of Department
I	:	Infrastructure
IT	:	Income Tax
LMH	:	Lalmonirhat
M&CP	:	Marketing & Corporate Planning
OP	:	Operation
PHT	:	Pahartali
PXC	:	Paksey
RS	:	Rolling Stock
RTA	:	Railway Training Academy
SDP	:	Saidpur

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	চুক্তি মোতাবেক রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	২,৭৭,২৩,০৯৩
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি	১১৬,৯৭,২০,৩৮০
৩	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	১৬৬,২০,১৯,৩৩০
৪	রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ৫,৪৪,৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায় অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬
৫	চট্টগ্রামস্থ ফয়েজ লেকের ভূমিকর কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	৮,৭৮,৩৩,৭৯৭
৬	দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট অনিয়মিতভাবে হস্তান্তর করায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি	৪১,৯৮,৭৭,৪৫২
৭	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হস্তান্তরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ১২টি মার্কেট বেদখল এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	২৬,৪১,২৯,৯০৩
৮	রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	৫,৮১,৭৬,৩৫৭
৯	বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	১১৩,৫০,৬৩,১৬৭
১০	সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধভাবে দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩
১১	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত জমির মূল্য বাবদ অর্থ বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও রেলভূমির দখল স্বত্ত্ব প্রদান করায় প্রাপ্য লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	২৭,৬৪,৫২,৩৯০
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	২,৫৪,৫৫,৭০৫
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১,৮৯,৬৮,৪৮৬
১৪	রেলওয়ের ভূমির পরিবর্তিত প্রকৃতি/ধরণ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	৬৯,৪৮,১৯৬
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৬৮.৫৭ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত এবং বেদখল হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি	৩৪,৯৪,৭৪,৯১০
১৬	রেলওয়ে ভূমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রমে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি	২০,০৩,০০০
১৭	রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি ব্যবহারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে পক্ষভুক্ত করে লিজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১,৭১,৮২,৯২৮
১৮	রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর নির্দেশনা পরিপালন না করায় রেলওয়ের প্রকৃত জমির হিসাব সংরক্ষণে অনিয়ম	-
মোট =		৬৫৭,৮৫,৯৫,১৪৩
(কথায়: ছয়শত সাতান্ন কোটি পঁচাল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা)		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম : চুক্তি মোতাবেক রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করায় ২,৭৭,২৩,০৯৩ (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার তিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) এর অধীন উপ-পরিচালক (ভূমি) কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ পরামর্শক সেবা প্রদান সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা ও চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ২,৭৭,২৩,০৯৩ টাকার বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) এর অধীন উপ-পরিচালক ভূমি কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য পরিচালনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের অধিভুক্ত ভূমির জরিপ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা প্রাপ্তির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে ৩,৮৫,৬৬,১৭২ টাকার ২ (দুই) বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় দুই বছর মেয়াদ শেষে ২৫% কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং ৯৬,৪১,৫৬৭ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৩/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি সংশোধন করে ৫৪,৫৯,১৫৩ টাকা বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৪,৪০,২৫,৪২৫ টাকায় পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ১৬/৬/২০০৯ হতে ৩০/৬/২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ২,৭৭,২৩,০৯৩ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১]।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর নির্দেশনার আলোকে জমি ব্যবস্থাপনা, লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স ফি আদায় সুসংহত করার লক্ষ্যে চুক্তিটি করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ২ (দুই) বছরের মধ্যে রেলওয়ের অধিভুক্ত ভূমি জরিপ, ভূমির প্রকৃতিসহ তথ্যনির্ভর দলিল প্রস্তুতের শর্ত থাকলেও তা করা হয়নি। নিরীক্ষাদল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কালে শেলটেক প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সম্পাদিত এরূপ কোন জরিপ বা তথ্য নির্ভর দলিল/রেকর্ড প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ও বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ৩০/০৬/২০০৯ খ্রি. শেষ হওয়ার নির্ধারিত তারিখের পর মেয়াদ বৃদ্ধি না করা এবং মেয়াদ বৃদ্ধি ছাড়াই ২০১৩ সালে পুনরায় সংশোধিত চুক্তি করা এবং অদ্যাবধি ২০২০ সাল পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উক্ত সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী (১) জনাব হাবিব আহাম্মেদ, যুগ্ম মহাপরিচালক/অবকাঠামো (২) জনাব মো: আব্দুল হাই, যুগ্ম মহাপরিচালক/অবকাঠামো।

অনিয়মের কারণ :

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নামে সম্পাদিত চুক্তি নং-রেবি/ভূ-স/জরিপ/২০০৬ তারিখঃ ০৩/০৬/২০০৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র/তথ্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলোকে ডিজিটাল রূপদান করা যা একটি কম্পিউটারাইজড পূর্ণাঙ্গ Land information system প্রণয়ন বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির perspective planning প্রণয়ন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনার সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন রেলভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন তৈরি করা GIS ভিত্তি Land information

system ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে চুক্তিপত্র নং রেবি/ভূমি/জরিপ/২০০৬; তাং-৩/৬/২০০৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩,৮৫,৬৬,২৭২ টাকা ২ বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ৩/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি সংশোধন ও চুক্তি মূল্য ৫৪,৫৯,১৫৩ টাকা বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৪,৪০,২৫,৪২৫ টাকার পুনচুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তিপত্রের সর্বশেষ মেয়াদ ৩১/১২/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত চুক্তিপত্রের সংস্থান এবং Payment Schedule এর আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের কোন আর্থিক অপচয় হয়নি।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ অনুযায়ী সকল উপজেলায় অবস্থিত রেলওয়ের সকল জমির স্বত্ব রেকর্ড ঠিক করা, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমুদয় রেকর্ডপত্রের মূল কপি সংগ্রহ করে বাঁধাই করে রাখা, মৌজাওয়ারি জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন করা, রেলভূমি উদ্ধারকার্য সম্পাদনের সাথে সাথে প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ করা, জমির হালনাগাদ রেকর্ড কৃষি/মৎস্য/বাণিজ্যিক প্রভৃতি শ্রেণিবিন্যাস ছক অনুযায়ী তৈরি করত বাঁধাই করা ইত্যাদি নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। উপরন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না করে ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্যের বেশির ভাগ টাকা পরিশোধ করায় এবং রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা না আনতে পারার কারণে রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ পরামর্শক সেবা প্রদান সংস্থা কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট/দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম : বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি ১১৬,৯৭,২০,৩৮০ (একশত ষোল কোটি সাতানব্বই লক্ষ বিশ হাজার তিনশত আশি) টাকা ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) এর অধীন উপপরিচালক (ভূসম্পত্তি) কার্যালয় এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), রেলভবন, ঢাকা কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিজমা সরাসরি রেলওয়ে কর্তৃক বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় আর্থিক ক্ষতি ১১৬,৯৭,২০,৩৮০ টাকা ।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য পরিচালনাকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিজমা সরাসরি রেলওয়ে কর্তৃক বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ রেলওয়ে কর্তৃক সরাসরি খরচের বিষয়ে অনুষ্ঠেয় সভার সারসংক্ষেপ রেবি/ভূস/০১৪/৮৯ তারিখ: ০৬/০৩/১৯৯০খ্রি. এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রেলওয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তারই আলোকে ১৩/০৭/১৯৯২ খ্রি. তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা শাখায় ‘বাংলাদেশ রেলপথের ভূসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ’ নামক একটি হিসাব খোলা হয় (চলতি হিসাব নং ৫৫৯৯) যা যুগ্ম মহাপরিচালক (অর্থ) এবং প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ।

উক্ত ব্যাংক একাউন্ট এর লেনদেন পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমাকৃত অর্থ হতে ১৯/০৭/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে প্রতিটি ৫(পাঁচ) কোটি টাকা মূল্যমানের মোট ১০ (দশ) কোটি টাকার দুটি এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট) করা হয়েছে এবং নভেম্বর/২০২০ মাস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চলতি হিসাবে ১০৬,৯৭,২০,৩৮০ টাকা জমা আছে ।

বর্তমানে সরকারের Budgetary Central Government এর অন্যান্য কার্যালয়ের মত বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রেলওয়ের চলতি হিসাবে উক্ত অর্থ জমা রাখার সুযোগ নেই। উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হলে সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনায় চাপ পড়ত না। অধিকন্তু, উল্লিখিত অর্থ হতে অন্য খাতে ব্যয় করার সুযোগ থেকে যায়। এক্ষেত্রে, চলতি হিসাবে ১০৬,৯৭,২০,৩৮০ টাকা এবং এফ ডি আর এর ১০,০০,০০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১১৬,৯৭,২০,৩৮০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে ।

জিএফআর এর বিধি-৫ মোতাবেক সরকারের পাওনা হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ অথবা সরকারের জিম্মায় অর্থ প্রদান ট্রেজারী রুলস্ অনুযায়ী সরকারের হিসাবে জমা হবে ।

ট্রেজারী রুলস্ এর বিধি-৭(১) মোতাবেক সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করতে হবে এবং সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাবে না কিংবা সরকারের হিসাবের বাহিরে অন্য কোনভাবে রাখা যাবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখতে পারবে না।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর এর বিধি-৫ পরিপালন না করা
- ট্রেজারী রুলস্ এর বিধি-৭(১) পরিপালন না করা
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্ভূত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ পরিপালন না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নিরীক্ষা চলাকালীন জবাব পাওয়া যায়নি। আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সরকারের Budgetary Central Government এর অন্যান্য মঞ্জুরি/প্রতিষ্ঠানের ন্যায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে বিধায় পৃথকভাবে ভূমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ চলতি হিসাবে জমা রাখার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনাম : গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট লাইসেন্স ফি বাবদ ১৬৬,২০,১৯,৩৩০ (একশত ছেষটি কোটি বিশ লক্ষ উনিশ হাজার তিনশত ত্রিশ) টাকা অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পূর্ব এবং প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পশ্চিম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি বাবদ সর্বমোট ১৬৬,২০,১৯,৩৩০ টাকা অনাদায় রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পূর্ব কার্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭৫টি স্টেশনে সর্বমোট ২,১৭,৯২০.৭৮ বর্গফুট খোলা জায়গা গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০১/০৭/২০০২ খ্রি. হতে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্স ফি এবং উক্ত লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% উৎসে কর অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত প্রদান না করায় ৯৬,২৯,৬৩,১৫২ টাকা অনাদায় রয়েছে যা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২(১)]। ২০১৭ সাল হতে অদ্যাবধি বকেয়া লাইসেন্স ফি হালনাগাদ হিসাব করা হয়নি এবং বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পশ্চিম কার্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী বিভাগের মোট ৪০টি স্টেশনে সর্বমোট ১,৬৬,৪১৪.২২ বর্গফুট খোলা জায়গা গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০১/০৭/২০০২ খ্রি. হতে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% উৎসে কর অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত প্রদান না করায় সর্বমোট ৬৯,৯০,৫৬,১৭৮ টাকা অনাদায় রয়েছে যা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২(২)]।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম কার্যালয়ে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সর্বমোট (৯৬,২৯,৬৩,১৫২ + ৬৯,৯০,৫৬,১৭৮) = ১৬৬,২০,১৯,৩৩০ টাকা অনাদায় রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৮(১), ৮(২) অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা এবং জিএফআর এর বিধি-২৮ পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

(১) সিইও/পূর্ব : গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী ২০০৬ সালের নীতিমালা অনুযায়ী বর্ধিত লাইসেন্স ফি প্রদানের জন্য বকেয়া টাকাসহ বর্ধিত লাইসেন্স ফি ১৩,৫৩,৭৭,২০৮ (তেরো কোটি তিনপান্ন লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত আট) টাকার লাইসেন্স ফি এর চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হলে অতিরিক্ত চাহিদা পত্রের বিরুদ্ধে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৬৮১৫/২০১০ দায়ের করা হয়। মামলাটি শুনানী অস্ত্রে বিজ্ঞ আদালত রেলওয়ের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ৩৫৪/২০২০ দায়ের করে। মামলা চলমান থাকায় গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট থেকে বর্ধিত লাইসেন্স ফি আদায় করা হচ্ছে না। অপর দিকে ভ্যাট ও আয়করের বিরুদ্ধে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৪৮৮৪/২০০৮ দায়ের করেন। মামলাটি শুনানী অস্ত্রে রেলওয়ের পক্ষে রায় হয়। মামলার রায় অনুসারে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট থেকে ভ্যাট ও আয়কর আদায় করা হচ্ছে। গ্রামীণ ফোন লিমিটেড উক্ত রায় আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএলএ নং ৩৭২০/২০১৫ দায়ের করলে ০৯-০৩-২০১৭ খ্রি. রেলওয়ের পক্ষে রায় হয়।

(২) সিইও/পশ্চিম : ২০০৬ সালে নীতিমালা জারি হওয়ার পর লাইসেন্স ফি'র রেট বৃদ্ধি পায়। অতপর গ্রামীণ ফোন লিমিটেড বাংলাদেশ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিটের বিপরীতে রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলাতে সর্বশেষ রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আদালতে পুনরায় আপীল দায়ের করা হয়েছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ রেলওয়ে ও গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত লিজ চুক্তিটি নিবন্ধন আইন ১৯০৮ অনুযায়ী কোন রেজিস্ট্রি করা হয়নি এবং লিজ চুক্তিটি ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯১ এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামীণ ফোন লিমিটেডসহ অন্যান্য লিজ গ্রহীতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে লাইসেন্স প্রদান থেকে দীর্ঘদিন বিরত রয়েছে। ফলে সরকারের ১৬৬,২০,১৯,৩৩০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় যে, মামলা পরিচালনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলা এবং মামলা পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। কারণ এই ধরনের মামলা সলিসিটরের মন্তব্য গ্রহণ সাপেক্ষ অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২৮ দিনের মধ্যে মামলা লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, লাইসেন্স ফি দাবী করা হয়েছিল ২০০৬ সাল পর্যন্ত কিন্তু গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে ২০১০ সালে। যথাসময়ে লাইসেন্স ফি আদায় না করার ফলেই জটিলতার সৃষ্টি ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট লাইসেন্স ফি বাবদ ১৬৬,২০,১৯,৩৩০ টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনাম : রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ৫,৪৪,৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায় অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ দেওয়ায় ২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬ (ছাব্বিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটশি হাজার আটশত ছেষাট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫,৪৪,৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায় অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ দেওয়ায় ২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্রায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন কালে ভূমি হস্তান্তর ও লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাই কালে দেখা যায় যে, রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ৫,৪৪,৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্টকে বাংলাদেশ রেলওয়ের মূল্যবান জমি নামমাত্র টোকেন মূল্যে লিজ দেয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১৫/৩/২০০৬ খ্রি. তারিখের জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক হারে লাইসেন্স ফি আদায় না করার ফলে লাইসেন্স ফি বাবদ ২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩] আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষতি অব্যাহত থাকলে ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে ।

উল্লেখ্য, ১৯১১ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এমপ্রুয়ীজ সোসাইটি নামে রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের আর্থিক কল্যাণার্থে ০১ টাকা বার্ষিক টোকেন ফি'তে বরাদ্দ নিয়ে সমবায় ব্যবসা চালু করে । ১৯৫২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় এর নাম পরিবর্তন করে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস কোম্পানি নামে নামকরণ করা হয় । রেলওয়ে বোর্ডের কার্যক্রম ২রা জুন/১৯৮২ খ্রি. তারিখে বিলুপ্ত করে ৩রা জুন/১৯৮২ খ্রি. তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে ডিভিশনের নিকট ন্যস্ত করা হয় । ফলে ঐ সময়কাল হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি নিঃসন্দেহে সরকারের সম্পত্তি ।

উক্ত সময়ের পর হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের আয়/ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের বাজেট মঞ্জুরির অধীনে পরিচালিত হয় । তাই ঐ সময় হতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি চাকুরে হিসাবে সরকারের বাজেট মঞ্জুরি হতে বেতন ভাতা পেনশন গ্রাচুয়িটি ইত্যাদি সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করায় অতিরিক্ত কোন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় । রেলওয়ের তথা সরকারি সম্পত্তি নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সাধারণ জনগনের নিকট বিক্রি করার বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্ট দায়ী । উক্ত বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে রেয়াতি সুবিধায় অনিয়মিতভাবে বরাদ্দকৃত রেলওয়ের সকল ভূমির বরাদ্দ বাতিল, বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় ও কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বেহাত হওয়া সকল ভূমি উদ্ধার করা জরুরি ।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৮(১), ৮(২) অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডকে বাংলাদেশ রেলওয়ের এ যাবৎ বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে । ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় যতদিন কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা থাকবে ততদিন কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে সুবিধা প্রদান করা হবে ।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

রেলওয়ে বোর্ডের কার্যক্রম ২ জুন তারিখে বিলুপ্ত করে ৩ জুন/ ১৯৮২ খ্রি. তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে ডিভিশনের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে ঐ সময় ১৯৮২ খ্রি. হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি নিঃসন্দেহে সরকারের সম্পত্তি।

৩ জুন/১৯৮২ খ্রি. তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে ডিভিশনের নিকট ন্যস্ত করার পর হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের আয়/ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের বাজেট মঞ্জুরির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সময় হতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি চাকুরে হিসেবে সরকারের বাজেট মঞ্জুরি হতে বেতন ভাতা, পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করায় অতিরিক্ত কোন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতায় রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫,৪৪,৫৪৭.২৭ বর্গফুট বাণিজ্যিক এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধা বাতিল করত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় করা অথবা বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশাসনের আওতায় আনা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম: চট্টগ্রামস্থ ফয়েজ লেকের ভূমিকর কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায় না করায় ৮,৭৮,৩৩,৭৯৭ (আট কোটি আটগুণ্ডর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত সাতানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলী চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে ফয়েজ লেকস্থ জমির ভূমিকর বাবদ পরিশোধিত ৮,৭৮,৩৩,৭৯৭ টাকা কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে ভূমিকর প্রদান সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ফয়েজ লেকে অবস্থিত ৩৩৬.৬২ একর রেল ভূমি ব্যবহারের জন্য ০৮/৯/২০০৫ খ্রি. তারিখে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তির ১৩ নং শর্ত অনুযায়ী সকল প্রকার কর কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধ করা হবে। কিন্তু বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলী চট্টগ্রামের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলী চট্টগ্রাম কর্তৃক ৮,৭৮,৩৩,৭৯৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ২০০৫ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৬,১৫,৭৭,৬০০ টাকা ভূমিকর পরিশোধযোগ্য ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায় না করে রেলওয়ের বাজেট হতে ৮,৭৮,৩৩,৭৯৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ৭,৩৭,৪৩,৮০৩ টাকা বকেয়া আছে। ভূমিকর বাবদ উক্ত ৮,৭৮,৩৩,৭৯৭ টাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের বাজেট হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। যা কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল করিম, ডিইও/পাহাড়তলী।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তি পত্রের ১৩ নং শর্তের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সহকারী কমিশনার (ভূমি) দপ্তরের রিটার্ন-৩ প্রস্তুতের সময় খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নামেই হিসাব বিবরণী তৈরি করা হয়। তলব বাকী রেজিস্টারে (রেজিস্টার-২) ভূমির মালিকের নামে হোল্ডিং খোলা হয় এবং হোল্ডিং এর বিপরীতে হিসাব বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়। এই হোল্ডিং এর প্রেক্ষিতে ভূমির মালিকদেরকে খাজনা পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা হয়। ভূমির মালিকগণই সংশ্লিষ্ট তহশিল অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করেন। কনকর্ডের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সকল ধরনের কর কনকর্ড পরিশোধ করবেন। একই ধারাবাহিকতায় ভূমি উন্নয়ন করও কনকর্ড কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধ করবে। প্রাপ্ত ভূমি উন্নয়ন কর সিইও/পূর্ব দপ্তর এফএএন্ডসিএও (পূর্ব)/সিআরবি এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে নগদায়ন করবেন। কনকর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ পাওনা আদায় করার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী দপ্তরকে অবহিত করা হবে। সার্বিক বিবেচনায় ডিইও/চট্টগ্রাম দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট তহশিল অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান যথাযথ ও সঠিক আছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। চুক্তি অনুযায়ী কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ভূমিকর বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ভূমিকর বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পরিশোধিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

শিরোনাম: দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৯৩৯৮ বর্গফুট জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করায় রেলওয়ের ৪১,৯৮,৭৭,৪৫২ (একচল্লিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশত বাহান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করায় রেলওয়ের বার্ষিক ৪১,৯৮,৭৭,৪৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাই ও রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৯৫২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস কোম্পানীর নামে নামকরণ করা হয়। এটি পরবর্তীতে কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত হয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এটির অংশীদার। ২রা জুন/১৯৮২ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে বোর্ডের নিকট রেলপথের ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত ছিল। রেলওয়ে বোর্ডের কার্যক্রম ২রা জুন/১৯৮২ তারিখে বিলুপ্ত করে ৩রা জুন/১৯৮২ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে ডিভিশনের নিকট ন্যস্ত করার পর হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি নিঃসন্দেহে সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগ হতে ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট জায়গা শর্ত সাপেক্ষে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেডকে পাকা ও বহুতল বিশিষ্ট সুপার মার্কেট নির্মাণের বিধিবিহীন অনুমতি প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম স্টেশন রোডস্থ দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বন্দোবস্তীয় ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট ভূমির মধ্যে ৩৩,৩৫৩ বর্গফুট ভূমির উপর বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের জন্য দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর পরিচালনা পরিষদের ১৬-১২-২০০৫ খ্রি. ও ০৫-০১-২০০৬ খ্রি. তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান নির্বাহী হিসাবে সৈয়দ সাহাবউদ্দিন (শামিম) প্রথমতঃ (ক) মেসার্স এটকো হোল্ডিংস লিমিটেড এবং (খ) রিয়েল এস্টেট প্রাঃ সিন্ডিকেট এর সাথে চুক্তি করে। পরবর্তীতে উল্লিখিত ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান দুটি বসুধা বিল্ডার্স লিমিটেডের সহিত একই উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করে। সংশ্লিষ্ট চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় সম্পত্তির মালিক ও দখলদার হিসেবে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেডকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর পক্ষে সচিব/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা হয়েছে। দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেডকে এর পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

চুক্তিপত্রের শর্ত নং-১৪ অনুযায়ী ভূমির বর্তমান স্থাপনাদির কোন পরিবর্তন/পরিবর্তন করতে পারবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করে কোন নির্মাণাদি করা হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অনুমোদিত সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল এবং শর্ত ভঙ্গের দায়ে তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স বাতিলের ক্ষমতা লাইসেন্স দাতা সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তা পরিপালন না করে বন্দোবস্তীয় ভূমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য সম্পাদিত চুক্তিগুলো সম্পূর্ণ বেআইনি, অবৈধ লিজের শর্তের পরিপন্থী এবং সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কাজে জড়িত। রেলওয়ের সরকারি সম্পত্তি নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সাধারণ জনগণের নিকট বিক্রি করে অবৈধভাবে হস্তান্তরের জন্য রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেডের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং বরাদ্দ দেওয়া সকল ভূমির লিজ বাতিল করে রেলওয়ের দখলে আনা হয়নি ফলে সাব-রেজিস্টার অফিস চট্টগ্রাম কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৪]।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তি পত্রের শর্ত নং- ১৪ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর বকেয়া আদায়ের জন্য রেলওয়ে কর্তৃক জেনারেল সার্টিফিকেট চট্টগ্রাম আদালতে সার্টিফিকেট মামলা নং ৩০/২০০৮ দায়ের করা হয়। সার্টিফিকেট মামলার বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৯০৬৬/২০১৮ দায়ের করলে উক্ত মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বসুধা বিল্ডার্স কর্তৃক মার্কেট নির্মাণ পজিশন বিক্রি দখল হস্তান্তর কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৭৭৭৫/২০১০ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত status quo এর আদেশ প্রদান করেন এবং রিট পিটিশন রেলওয়ের পক্ষে খারিজ হয়। খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ২৩৩৮/২০১৬ দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বন্দোবস্তীয় ভূমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য সম্পাদিত চুক্তিগুলো সম্পূর্ণ বেআইনি ও অবৈধ লিজের শর্তের পরিপন্থী এবং সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কাজে জড়িত। রেলওয়ের তথা সরকারি সম্পত্তি নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সাধারণ জনগণের নিকট বিক্রি করার বিধিবিহীন কাজের জন্য দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড দায়ী। বিধিবিহীন কাজের জন্য দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেলওয়ের সকল ভূমির বরাদ্দ বাতিল, বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় ও বেহাত হওয়া ভূমি উদ্ধার করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিধি বিহীনভাবে রেলওয়ের তথা সরকারি সম্পত্তি নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সাধারণ জনগণের নিকট বিক্রি করার জন্য দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেলওয়ের সকল ভূমির বরাদ্দ বাতিল, বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় ও বেদখল হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনাম : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হস্তান্তরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ১২টি মার্কেট বেদখল এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় ২৬,৪১,২৯,৯০৩ (ছাব্বিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তিন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে কর্তৃক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হস্তান্তরিত রেলওয়ের বেদখল হয়ে যাওয়ায় ১২টি মার্কেট পুনরুদ্ধার ও বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় ২৬,৪১,২৯,৯০৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন কালে প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব কার্যালয়ে রক্ষিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট বকেয়া পাওনার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২/০৭/১৯৮৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকাস্থ রেলভূমিতে অবস্থিত ৯.১৯ একর ভূমির উপর অবস্থিত হাট বাজার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক (ক) রেলভূমিতে অবস্থিত যাবতীয় হাট বাজার শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে হস্তান্তর করতে হবে। (খ) জমির মালিকানা স্বত্ব রেলওয়ের থাকবে। (গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মোট আহরিত আয়ের ৫% এককালীন বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রদান করবেন। (ঘ) পৌরসভা কর্তৃক রেলভূমির প্রকৃতি (Status) পরিবর্তন করতে পারবে না।

উক্ত রেলভূমি হস্তান্তরের পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ৩১/০৭/১৯৯৩ খ্রি. তারিখে এক কিস্তিতে শুধুমাত্র ২,৬৭,০২০ টাকা রেলওয়েকে পরিশোধ করেছে। অদ্যাবধি আর কোন টাকা পরিশোধ করেনি। তাছাড়া রেলওয়ে জমির মালিকানা স্বত্ব দাবী করে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আদালতে মামলা করা হয়েছে। রেলওয়ে ভূমিতে অবস্থিত দোকান/মার্কেট হতে মোট আহরিত আয়ের ৫% পরিশোধের শর্তে হস্তান্তর করায় এবং টাকা আদায় না হওয়ায় এবং রেলওয়ের মালিকানা স্বত্ব লঙ্ঘন হওয়ায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যা প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব কার্যালয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

অনিয়মের কারণ :

আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ১২/০৭/১৯৮৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১২-০৭-১৯৮৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মতে (ক) ঢাকা শহর এলাকায় রেল ভূমিতে অবস্থিত ১২টি হাট-বাজার শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার (খ) জমির মালিকানা স্বত্ব রেলওয়ের বহাল থাকবে (গ) হাট বাজারের বিপরীতে আয়ের ৫% বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রদান করবে (ঘ) রেলভূমির প্রকৃতি (status) পরিবর্তন করা যাবে না ইত্যাদি শর্তে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিধি বহির্ভূতভাবে তা হস্তান্তর করা হয়নি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মতেই তা হস্তান্তর করা হয়েছে। হাট বাজার হস্তান্তরের পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আংশিক টাকা পরিশোধান্তে পাওনা পরিশোধ বন্ধ রাখলে বিষয়টিতে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং উভয় সংস্থার কর্মকর্তা পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে রেলওয়ে ভূমির উপর বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সিইও/পূর্ব এর সদর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। সে আলোকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংস্থার কার্যক্রমটিও সিইও/পূর্ব এর সদর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এবং নির্দেশ মতে এ দপ্তর কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে চ২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের চ২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও লাইসেন্স ফি আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। রেলওয়ের নিজস্ব জমি সিটি কর্পোরেশনের দখলে নেওয়া হয়েছে বিধায় রেলওয়ের জমি বেদখল হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ভূমিগুলো লিজ দেওয়া হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতো।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সিটি কর্পোরেশনের দখলে থাকা দোকান/মার্কেট দখলমুক্ত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৮

শিরোনাম : রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির লাইসেন্স ফি বাবদ ৫,৮১,৭৬,৩৫৭ (পাঁচ কোটি একাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকা অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির লাইসেন্স ফি বাবদ ৫,৮১,৭৬,৩৫৭ টাকা অনাদায় রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লিয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির হিসাব এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রেলওয়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে রেলওয়ের পূর্বাধিকারের আওতায় রেয়াতি সুবিধাসহ বরাদ্দকৃত ৫,৪৪,৫৭৫.২৭ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমির লাইসেন্স ফি বাবদ ৩০/০৬/২০১০ খ্রি. পর্যন্ত ৪,৬৮,৬৮,৮৫৩ টাকা অনাদায় রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৬(১)]।

এছাড়াও দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮১৩০৬ বর্গফুট বাণিজ্যিক ও ১২৬১৬ বর্গফুট আবাসিক জমির লাইসেন্স ফি বাবদ ৩০-৬-২০১০ খ্রি. পর্যন্ত ১,১৩,০৭,৫০৪ টাকা অনাদায় রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৬(২)]।

অর্থাৎ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ সর্বমোট (৪,৬৮,৬৮,৮৫৩ + ১,১৩,০৭,৫০৪) = ৫,৮১,৭৬,৩৫৭ টাকা অনাদায় রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬]।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের পর হতে অদ্যাবধি অনাদায়ী লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় নাই। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও হালনাগাদ পাওনা হিসাব না থাকা এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৮(১), ৮(২) অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রাজস্ব আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। অন্যান্য সকল বকেয়ার ন্যায় কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট প্রাপ্য বকেয়া বিধি মোতাবেক আদায় করা হবে। দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর বকেয়া আদায়ের জন্য রেলওয়ে কর্তৃক জেনারেল সার্টিফিকেট চট্টগ্রাম আদালতে সার্টিফিকেট মামলা নং ৩০/২০০৮ দায়ের করা হয়। সার্টিফিকেট মামলার বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৯০৬৬/২০১৮ দায়ের করলে উক্ত মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বসুধা বিল্ডার্স কর্তৃক মার্কেট নির্মাণ পজিশন বিক্রি দখল হস্তান্তর কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৭৭৭৫/২০১০ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত status quo এর আদেশ প্রদান করেন এবং রিট পিটিশন রেলওয়ের পক্ষে খারিজ হয়। খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপিএলএ নং ২৩৩৮/২০১৬ দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

২০১০ সাল পর্যন্ত লাইসেন্স ফি বকেয়ার পরিমাণ শুধুমাত্র হিসাব করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া ২০১০ সালের পর বকেয়ার পরিমাণও হিসাব করা হয়নি। এক্ষেত্রে বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাণিজ্যিক জমির লাইসেন্স ফি আদায় এবং হালনাগাদ হিসাব না করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং অনাদায়ী টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং ০৯

শিরোনাম: বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় ১১৩,৫০,৬৩,১৬৭ (একশত তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত সাতষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব সিআরবি চট্টগ্রাম ও এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলী ও ঢাকা কার্যালয়ে এবং প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/লালমনিরহাট এবং পাকশী কার্যালয়ে ও বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের অধীন পার্বতীপুর কাচারিতে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় এ বাবদ ১১৩,৫০,৬৩,১৬৭ টাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলী ও ঢাকা কার্যালয়ে লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ৯/১০(নয়/দশ) বছর পর্যন্ত লাইসেন্স ফি বাবদ ৩,৫৬,০২,০৪৭ টাকা বকেয়া রয়েছে

[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭(১)]।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/লালমনিরহাট এবং পাকশী কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে বিএডিসি পার্বতীপুর, পৌরসভা পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর স্টেশনে ৬২ জন ব্যক্তি, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেড, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড, সৈয়দপুর কাচারির অধীন জনৈক ব্যক্তি জনাব আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মিস্কভিটা, বাংলালিংক এবং পাওয়ার গ্রীড কো: অব বাংলাদেশের নিকট রেলওয়ের আচ্ছাদিত এবং খোলা ভূমি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন সময় হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% উৎসে কর প্রদান না করায় সর্বমোট ১০৮,৩৮,০৪,৩৯৯ টাকা অনাদায় রয়েছে যা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-৭(২)]।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের অধীন পার্বতীপুর কাচারিতে ৭ ও ৮ নং ফিল্ড কানুনগো কাচারি কার্যালয়ের লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কাচারির অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে ৩১৯ জন লাইসেন্সধারী সর্বমোট ২০০০ সন থেকে বিভিন্ন সময় পর্যন্ত এবং সর্বশেষ ২০১১-১২ অর্থবছরের পর থেকে লাইসেন্স ফি পরিশোধ করছে না। অন্যদিকে তাদের লাইসেন্সও বাতিল করা হচ্ছে না। ফলে লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে ন্যূনতম ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৯ বছরে লাইসেন্স ফি আদায় না করায় রেলওয়ের বার্ষিক ১,৫৬,৫৬,৭২১ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-৭(৩)]।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ৫.১.১৭ অনুযায়ী লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক পরবর্তী অর্থবছরের লাইসেন্স ফি চলতি অর্থবছরে পরিশোধ করতে হবে। কোন লাইসেন্সধারী পর পর দুই বছর লাইসেন্স ফি পরিশোধ না করলে তার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্থাপনা রেলওয়ের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সহ লাইসেন্সধারীগণের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে টেন্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্লট লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় উল্লিখিত সকল কার্যালয়ের বিপরীতে লাইসেন্স ফি বাবদ সর্বমোট (৩,৫৬,০২,০৪৭ + ১০৮,৩৮,০৪,৩৯৯ + ১,৫৬,৫৬,৭২১) = ১১৩,৫০,৬৩,১৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-৭]।

অনিয়মের কারণ :

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ৫.১.১৭ পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব : বকেয়া তালিকায় বর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি রেলওয়ের পাওনা পরিশোধ করেনি বলে জানান এবং কিছু লাইসেন্স ফি আদায় প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলীর জবাব : বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকার জবাব : লাইসেন্সধারীগণ নিয়মমতে পাওনা পরিশোধ করে লাইসেন্স নবায়নের তাগিদে অত্র বিভাগের সকল মাঠ কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যবসা মন্দা এবং লাইসেন্সধারীগণের অনীহার কারণে পাওনা পরিশোধক্রমে যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়নে ব্যর্থ হলে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বিধান মতে জরিমানাসহ পাওনা আদায় করে লাইসেন্স নবায়নের সুযোগ রাখা আছে। আপত্তির সাথে প্রদত্ত তালিকা মতে সরেজমিনে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশীর জবাব : ৭ নং ও ৮ নং কাচারির দুই বছরের অধিক বকেয়া লাইসেন্সধারীগণের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পত্র নং-ল্যান্ড/কা:-৮/পার্বতীপুর/বকেয়া লাইসেন্সধারীর তালিকা/বাতিল/২০২০/৪৭ তারিখ ৯/০৮/২০২০ খ্রি. এ বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বাতিল আদেশ জারি হলে পরবর্তী সকল প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানানো হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয় জানান যে, বিএডিসি প্রতিষ্ঠান অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বতীপুর পৌরসভার নিকট বকেয়া পরিশোধের জন্য সিইও (পশ্চিম) রাজশাহী দপ্তর থেকে পার্বতীপুর পৌরসভার অনুকূলে একাধিক চাহিদাপত্র জারি করা হয়েছে। পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর স্টেশনে ৬২ জন অবৈধ দখলদারের নিকট দখলকালীন সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিদাপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত চাহিদা পত্রের সর্বমোট ৪,১৪,৮৩,১৪৫ টাকা অনাদায়ি থাকায় জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার দিনাজপুরের সার্টিফিকেট আদালতে ৩৪ জনের এবং জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার নীলফামারী সার্টিফিকেট আদালতে ২৯ জনের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেড এর নিকট বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য চাহিদা পত্র জারি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল) এর নিকট পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য একাধিক চাহিদা পত্র প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকাকালীন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

জনাব জয়নাল আবেদীনের নিকট ১১৫৮০ বর্গফুট রেলওয়ে ভূমি লাইসেন্স ফি বাবদ পাওনা টাকা আদায়ের জন্য জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার নীলফামারীকে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা চলমান আছে।

বাংলালিংক লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% উৎসে কর আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে চাহিদাপত্র দেওয়া হয়েছে ও আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

হার্ডিঞ্জ রেল সেতুর উপর বিদ্যমান ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ভাঙার জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) শুধুমাত্র লাইসেন্স ফি'র টাকা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দপ্তরে জমা দিয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আইটি'র টাকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে (ভ্যাট ও আয়কর বিভাগ) তারা পরিশোধ করে থাকে।

বিস্তারিত জবাব [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭(৪)] এ বর্ণিত রয়েছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

দুই বছরের অধিককাল পর্যন্ত লাইসেন্স ফি বকেয়া থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স বাতিল করে পুনলাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় করা হয়নি। এক্ষেত্রে পূর্বেই সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীগণের লাইসেন্স বাতিল করে পুনলাইসেন্স প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। বকেয়া লাইসেন্সধারীগণের লাইসেন্স বাতিলের কথা বলা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক জবাবের সাথে নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাওনা টাকা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল স্থাপনা বাজেয়াপ্ত সহ আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রমাণক নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করা, বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি দুই বছরের অধিক সময়কাল পরিশোধ না করা ও লাইসেন্সধারীগণের লাইসেন্স বাতিল না করার জন্য দায়ি ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম: সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধ দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি বাবদ ৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩ (আটাত্তর কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত তিরিশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের অধীন সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২০১২-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধ দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও উৎসে কর বাবদ ৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ফিল্ড কানুনগো ৭ ও ৮ নং কাচারি পার্বতীপুর কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী বিভাগের সৈয়দপুর শহরে সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধ দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ভ্যাট এবং আয়কর বাবদ ৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩ টাকা বকেয়া রয়েছে।

নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সৈয়দপুর এলাকার কয়া নিয়ামতপুর, বাঙ্গালীপুর, বোতলগাড়ী, সৈয়দপুর মৌজায় ২৫.৫০ একর রেলভূমির ব্যাপারে মেয়র পৌরসভার সাথে রেলওয়ের একটি চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তির ২নং শর্ত অনুযায়ী উল্লিখিত ২৫.৫০ একর হতে আদায়লব্ধ ৬০% অর্থ রেলওয়ে বিভাগ পাবে এবং ৪০% অর্থ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পাবে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ১,৯৯,১৯৯ টাকা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে রেলওয়ের খাতে জমা প্রদান করলেও পরবর্তীতে আর কোন অর্থ প্রদান করার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ফলে সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধ দখলে রাখায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর সময় পর্যন্ত জরিমানাসহ লাইসেন্স ফি বাবদ ৭০,০৯,১৪,৭৮৩ টাকা এবং লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও উৎসে কর বাবদ ৮,৮৮,৬২,৪০০ টাকা সর্বমোট ৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩ টাকা আদায়যোগ্য হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-৮]।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তিপত্রের শর্ত নং- ২ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধ দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও উৎসে কর বাবদ ৭৭,৫৫,৫৯,১৯৯ টাকা অনাদায় সংক্রান্ত সকল আদায় বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাকশী দপ্তর হতে আদায় করা হয়।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সংস্থা সংক্রান্ত সকল আদায়ের বিষয়ে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্ব হলেও মাঠ পর্যায়ে কী পরিমাণ দাবী অনাদায় রয়েছে তার হিসাব বিভাগীয় অফিসসহ সংশ্লিষ্ট কানুনগো অফিস অবগত থাকবেন এবং পাওনা সংক্রান্ত ডিমান্ড নোটিশ প্রদান করবেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ফিল্ড কানুনগো অফিস কর্তৃক অনাদায়ী পাওনা আদায়ের ব্যাপারে মূলত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনাদায়ী পাওনা আদায়ের ব্যাপারে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

শিরোনাম: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত জমির মূল্য বাবদ অর্থ বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও রেলভূমির দখলস্বত্ব প্রদান করায় প্রাপ্য লাইসেন্স ফি বাবদ ২৭,৬৪,৫২,৩৯০ (সাতাশ কোটি চৌষষ্টি লক্ষ বাহান্ন হাজার তিনশত নব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম রাজশাহী কার্যালয়ের অধীন পশ্চিমাঞ্চলের ভূসম্পত্তি বিভাগে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে ৪০১.৯০২৬ একর রেলভূমি বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ না করে উক্ত ভূমির দখলস্বত্ব প্রদান করায় সরকারের বার্ষিক লাইসেন্স ফি বাবদ ২৯,৬৪,৫২,৩৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে সিইও/পশ্চিম কার্যালয়ে রক্ষিত নথি নং-ল্যান্ড/পশ্চিম/ইনভেন্টরি/২০১১/অংশ-১/৪৭৫ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পশ্চিমাঞ্চলের ভূসম্পত্তি বিভাগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ৪০১.৯০২৬ একর রেল ভূমি বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ অদ্যাবধি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়নি। রেলভূমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় না করে সংশ্লিষ্ট ভূমির দখলস্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট ভূমির দখলস্বত্ব না থাকায় একদিকে যেমন রেলওয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাবদ ৬,৭৯,৯০,৮৭৪.০০ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে অপরদিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উক্ত ভূমি লাইসেন্স প্রদান না করায় বার্ষিক লাইসেন্স ফি বাবদ ২৭,৬৪,৫২,৩৯০ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯]।

জিএফআর এর বিধি ৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারিকৃত সার্বিক কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান রাজস্ব কিংবা প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব। যা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

জিএফআর এর বিধি-৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), পাবনা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট, পাবনা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী, সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয় এর আবেদনের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চাহিত রেলভূমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত)। তদানুযায়ী রেলভূমি বিক্রয় বাবদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা প্রদানের জন্য উল্লিখিত সংস্থা বরাবর যথাক্রমে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু প্রত্যাশী সংস্থা চাহিত অর্থ পরিশোধ করেননি। উল্লিখিত সংস্থাগুলো সরকারি/আধা সরকারি হেতু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। চাহিত অর্থ পরিশোধ না করার ফলে জমি হস্তান্তরের কার্যক্রম অর্থাৎ উল্লিখিত প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে রেলভূমি হস্তান্তর করা হয়নি। উল্লিখিত রেলভূমি অদ্যাবধি রেলওয়ের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। ইহাতে কোন আর্থিক ক্ষতির কোন কারণ সংগঠিত হয়নি।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), পাবনা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট, পাবনা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী, সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয় এর অনুকূলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে রেলভূমি হস্তান্তর করা না হলেও উক্ত ভূমির দখলস্বত্ব রেলওয়ের নিকট নেই। ফলে রেলওয়ে উক্ত ভূমি লাইসেন্স প্রদান করতে না পারায় বার্ষিক লাইসেন্স ফি বাবদ ২৭,৬৪,৫২,৩৯০ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ভূমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ না করে দখলস্বত্ব প্রদান করার জন্য দায়ি ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনাম : বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ ২,৫৪,৫৫,৭০৫ (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত পাঁচ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম), রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের সৈয়দপুর কাচারির অধীনে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ বার্ষিক ২,৫৪,৫৫,৭০৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ফিল্ড কানুনগো ৭ নং কাচারি সৈয়দপুর কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লিয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কাচারির আওতাধীন ১৫.২১৮৩ একর রেলভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ নামে মিউটেশন (নামজারি) হয়েছে। সৈয়দপুর বিমান বন্দর সংলগ্ন নিচু কলোনি নামক স্থানে কলোনি নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত এল এ কেস নং-১/৪২-৪৩ এর মাধ্যমে মোট ৩২ টি সিএস দাগে রেকর্ডভুক্ত মোট ১৯.২৪০০ একর ভূমি হতে ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত/রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেলভূমি সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ বিপুল পরিমাণ ভূমি অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ নামে মিউটেশন (নামজারি) করানো সম্ভব হতো না। উক্ত ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও আয়কর বাবদ বার্ষিক ২,৫৪,৫৫,৭০৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৮(১), ৮(২) অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত হওয়ায় উক্ত ভূমি রেকর্ড সংশোধনী মামলা দায়ের করার জন্য পত্র নং-ল্যাড/কা:-৮/সৈয়দপুর/সৈয়দপুর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর/রেকর্ড সংশোধনী মামলা/২০২০/ ৫১; তারিখ-২৪/৮/২০২০ খ্রি. এ বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাকশী মহোদয়ের দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাকশী মহোদয়কে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করার অর্থ বরাদ্দ করার জন্য জানানো হয়েছে। সকল খতিয়ান সংগ্রহ করে মামলা দায়ের করা হবে। রেকর্ড সংশোধনী মহামান্য আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর করে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলওয়ের কলোনির অবকাঠামো এখনো বিদ্যমান যা নিচু কলোনি নামে পরিচিত। এ বিপুল পরিমাণ ভূমি একদিনেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত/খতিয়ানভুক্ত হয়নি। এছাড়াও কোন এলাকার রেকর্ড পূর্ববর্তী মাঠ জরিপ করে তার খসড়া প্রকাশ করা হয় অতঃপর কোন অভিযোগ না থাকলে মাঠ পর্যায়ের খসড়া জরিপের ভিত্তিতে চূড়ান্ত রেকর্ড গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এতগুলো প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও এবং উল্লিখিত ভূমি রেলওয়ে কর্তৃক রেলওয়ে কলোনি নির্মাণের জন্য এলএ কেস নং-১/৪২-৪৩ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ পরবর্তী The Calcutta Gazette September 51946 স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শুধু সংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তি বিভাগের দায়িত্ব অবহেলার কারণে বা তদারকির অভাবে ১৫.২১৮৩ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। শুধু মামলা করে এর দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ভূমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উল্লিখিত সময়ে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩

শিরোনাম : বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও লাইসেন্স ফি আদায় না করায় ১,৮৯,৬৮,৪৮৬ (এক কোটি ঊননব্বই লক্ষ আটষষ্টি হাজার চারশত ছিয়াশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম), রাজশাহী এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের অধীন ২০১২-২০২০ অর্থবছরে খুলনা হতে মোংলা পোর্ট রেললাইন স্থাপনের জন্য ফুলতলা স্টেশন এলাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে মালিকানাধীন ভূমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (মেসার্স ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক ব্যবহার হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ ১,৮৯,৬৮,৪৮৬ টাকা আদায়যোগ্য।

ফিল্ড কানুনগো, ১৮ নং কাচারি খুলনা কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লয়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট ফিল্ড কানুনগো অফিসে রক্ষিত লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে বাস্তব পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কানুনগোর আওতায় খুলনা-মোংলা পোর্ট রেললাইন স্থাপনের জন্য ১৯/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৫৪.০১০০.৩১৫.০৫.০৫৬.১৬/৯৭৮ স্মারক এর মাধ্যমে ২০ জন কৃষি লাইসেন্সধারীগণের মোট ৭.৫৬ একর ভূমি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত ৭.৫৬ একর ভূমি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (মেসার্স ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর অর্থাৎ ৪ (চার) বছর পি-ওয়ে মালামাল (রেল, পাথর, বালি, স্লিপার ইত্যাদি) স্টক রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। রেলওয়ে ভূমি ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহার হওয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ৫.১.১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে বাণিজ্যিক হারে লাইসেন্স ফি বাবদ ১,৮৯,৬৮,৪৮৬ টাকা আদায়যোগ্য হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১১]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ৫.১.১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উক্ত রেলভূমিতে মালামাল (রেল, পাথর, বালি, স্লিপার ইত্যাদি) রাখার জন্য রেলওয়ের ভূসম্পত্তি বিভাগ হতে অনুমতি দেয়া হয়নি।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ৫.১.১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেলওয়ের ঠিকাদারের কোন খোলা জায়গা প্রয়োজন হলে তার জন্য মহাব্যবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে ২০% রেয়াতী হারে লাইসেন্স প্রদান করা যাবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ভূসম্পত্তি বিভাগ তা যথাযথভাবে পরিপালন না করে ২০ জন কৃষি লাইসেন্সধারীর ৭.৫৬ একর (৩২৯৩১৪ বর্গফুট) ভূমির লাইসেন্স বাতিলপূর্বক উক্ত ভূমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান না করে পি-ওয়ে মালামাল (রেল, পাথর, বালি, স্লিপার ইত্যাদি) রাখার অনুমতি দেয়ায় রেলওয়ে রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়ি কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪

শিরোনাম: রেলওয়ের ভূমির পরিবর্তিত প্রকৃতি/ধরন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় ৬৯,৪৮,১৯৬ (উনসত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত ছিয়ানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে লালমনিরহাট কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়ায় পরিবর্তিত ভূমির ধরন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় বার্ষিক ৬৯,৪৮,১৯৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত জলাশয় সংক্রান্ত তালিকা এবং লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট বিভাগের বিভিন্ন কাচারির অধীনে মোট ১২.৩২ একর জলাশয় কৃষি ভূমি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জলাশয়কে কৃষি ভূমি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক ৭১,১৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

লালমনিরহাট বিভাগের গাইবান্ধা ও বগুড়া কাচারির অধীনে মোট ৫.৮৯ একর (২,৫৬,৫৬৮.৪ বর্গফুট) বাণিজ্যিক ভূমি কৃষি ভূমি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ভূমিকে কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক ৬৮,৭৭,০০৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ফলে জলাশয়কে কৃষি ভূমি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় এবং বাণিজ্যিক ভূমিকে কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় অর্থাৎ রেলওয়ের ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়ায় পরিবর্তিত ভূমির ধরন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় বার্ষিক $(৭১,১৯০ + ৬৮,৭৭,০০৬) = ৬৯,৪৮,১৯৬$ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিজ্ঞপ্তিত পরিশিষ্ট-১২]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৮(১), ৮(২) অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট বিভাগের আওতাধীন সকল জলাশয় অস্থায়ী লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে এবং বর্তমানে ১৪২৭-১৪২৯ বাংলা সন পর্যন্ত লাইসেন্স প্রদানের জন্য দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিভাগের জলাশয়কে কৃষি লাইসেন্স প্রদান করে কৃষি হিসেবে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিগত ০৬.১০.২০২০ খ্রি. তারিখের ৫১৩ নং পত্রের মাধ্যমে যে সকল জলাশয়ের বিপরীতে কৃষি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল সে সকল কৃষি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত কৃষি লাইসেন্সের তফসিলভুক্ত রেলভূমি জলাশয় হিসেবে অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

লালমনিরহাট বিভাগের জলাশয়কে কৃষি লাইসেন্স প্রদান করে কৃষি হিসেবে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিগত ০৬.১০.২০২০ খ্রি. তারিখের ৫১৩ নং পত্রের মাধ্যমে যে সকল জলাশয়ের বিপরীতে কৃষি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল সে সকল কৃষি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক জবাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া তাদের লাইসেন্স গুণু বাতিলই নয় বরং লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে পরিবর্তিত ভূমির ধরন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায়যোগ্য ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

এ অনিয়মের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে পরিবর্তিত ভূমির ধরন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি বাবদ আপত্তিকৃত ৬৯,৪৮,১৯৬ টাকা আদায়পূর্বক রেলওয়ের খাতে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৫

শিরোনাম : বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৬৮.৫৭ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত এবং বেদখল হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৪,৯৪,৭৪,৯১০ (চৌত্রিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত দশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম), রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, লালমনিরহাট কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বিধিবিধান পরিপালন না করায় রেলওয়ের আওতাভুক্ত অপারেশনাল ও লাইসেন্সযোগ্য ৬৬৮.৫৭ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত/নামজারি হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ে বার্ষিক ৩৪,৯৪,৭৪,৯১০ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্রায়েস নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে বিভাগীয় প্রকৌশল কার্যালয়সমূহের ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ভূসম্পত্তি অফিসের সংরক্ষিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রতিবেদন এবং নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল ও সময় সময় জারিকৃত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশ এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য/বিধিবিধান পরিপালন না করার কারণে বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ পাকশীতে ৪১৭.৪৮ একর এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী লালমনিরহাট কার্যালয়ে ২৫১.০৯ একর মোট ৬৬৮.৫৭ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত/নামজারি হয়েছে।

উক্ত ভূমি রেলওয়ের দখলে থাকলে বাণিজ্যিক হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করলে বার্ষিক সর্বনিম্ন ৩৪,৯৪,৭৪,৯১০ টাকা আয় করা সম্ভব হতো। ফলে সরকার উক্ত আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১৩]।

এছাড়াও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাকশী বিভাগে ৭১ টি এবং লালমনিরহাট বিভাগে ৩৯টি নামজারি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করার কারণে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ভূসম্পত্তি বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগ সমন্বিতভাবে তদারকি করে রেলওয়ের সম্পত্তি নিজ দখলে রাখা গেলে এ ধরনের ব্যয় হতো না।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ৫.১.২৫ তে বর্ণিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়ালের ৪১০ (জে) ও ৪১৩ ধারা মোতাবেক সহকারি নির্বাহী প্রকৌশলী ৫২৪ ও ৫২৫ ধারা মোতাবেক এসএসএই (ওয়ে) ৬০৫ ও ৬০৬ ধারা মোতাবেক এসএসএই (ওয়ার্কস) বাংলাদেশ রেলওয়ের সীমানা সংরক্ষণ এবং অবৈধ নির্মাণাদির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও তদানীন্তন রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ০৮/০২/১৯৮২ খ্রি. তারিখের CE/Land/0/W/(4) নম্বর সার্কুলার মোতাবেক রেলপথের জমিজমা সংরক্ষণের ব্যাপারে সহকারি নির্বাহী প্রকৌশলী এসএসএই (ওয়ে) ও এসএসএই (ওয়ার্কস) এবং স্টেশন মাস্টারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনবোধে মহাব্যবস্থাপক এ ব্যাপারে আলাদাভাবে সতর্কীকরণ করত রেলওয়ের জমিজমা সংরক্ষণ ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনিয়মের কারণ :

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এবং ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়ালের ৪১০ (জে), ৪১৩, ৫২৪, ৫২৫, ৬০৫ ও ৬০৬ ধারা পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় প্রকৌশলী-২/পাকশী এর অফিস প্রধান জনাব মো: আব্দুর রহিম ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-১/পাকশী, জনাব বীরবল মন্ডল এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী বাংলাদেশ রেলওয়ে লালমনিরহাট জনাব মো: আনোয়ার হোসেন জবাব প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব না পাওয়ায় প্রমাণিত হয় আপত্তিতে বর্ণিত বিবরণ সত্য। সুতরাং বিভিন্ন সময় দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তব্য অবহেলার কারণে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ৬৬৮.৫৭ একর ভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ বার্ষিক ৩৪,৯৪,৭৪,৯১০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়িত্ব অবহেলার কারণে রেলওয়ের উক্ত ৬৬৮.৫৭ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় ক্ষতির বিষয়ে উপযুক্ত তদন্তপূর্বক দায়ি কর্মকর্তার বিষয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ রেলওয়ের ভূমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৬

শিরোনাম : রেলওয়ে ভূমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রমে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় ২০,০৩,০০০ (বিশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে উচ্ছেদ কাজে প্রকৃত ভাড়ার হার অপেক্ষা অধিকহারে স্কেভেটর/ বুলডোজার ও পে-লোডার এর ভাড়া পরিশোধ করা, একই প্রতিষ্ঠানের একই চালান নম্বর দিয়ে একাধিক বিল পরিশোধ করায় সরকারের মোট ২০,০৩,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলী চট্টগ্রাম কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনকালে বিল ভাউচার ও বিল রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি ব্যবস্থাপনায় উচ্ছেদ কাজে প্রকৃত ভাড়ার হার অপেক্ষা অধিকহারে স্কেভেটর এর ভাড়া পরিশোধ করায় ৯,০০,০০০ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪(১)] একই প্রতিষ্ঠানের একই চালান নম্বর দিয়ে একাধিক বিল বাবদ ২৮,০০০ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪(২)] পরিশোধ করায় সরকারের মোট ৯,২৮,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা কার্যালয়ে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন কালে বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি স্কেভেটর/বুলডোজার এর ভাড়া প্রতিদিনের জন্য যথাক্রমে ৫০০০০ টাকা ৬০,০০০ টাকা ও ৬৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয় কিন্তু পূর্ববর্তী বছরে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকা কার্যালয়ের পত্র নং ডিইও/ঢাকা/উচ্ছেদ খরচ/ঢাকা/৮৫১৮/৬০ তারিখ: ২১/০১/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে ০১ দিনের উচ্ছেদ কর্মসূচিতে বুলডোজার/ স্কেভেটর খরচ/ভাড়া বাবদ পরিশোধ করা হয় ২০,০০০ টাকা, আবার বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা চট্টগ্রাম কর্তৃক উচ্ছেদ কাজে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতি পে-লোডার এর ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকা কর্তৃক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কাজে ব্যবহৃত স্কেভেটর/বুলডোজার ও পে-লোডার এর প্রকৃত বাজারদর অপেক্ষা অধিক দরে ভাড়া পরিশোধ করায় সরকারের ১০,৭৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪(৩)]।

উল্লিখিত বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি ব্যবস্থাপনায় উচ্ছেদ কাজে সরকারের সর্বমোট (৯,০০,০০০+ ২৮,০০০+ ১০,৭৫,০০০) = ২০,০৩,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪]।

জিএফআর এর বিধি-১০(১) মোতাবেক একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

জিএফআর এর বিধি-১০(২) মোতাবেক দৃশ্যত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় সমীচীন নয়।

উক্ত সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (১) জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল করিম ডিইও/পাহাড়তলী (২) জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ডিইও/ঢাকা।

অনিয়মের কারণ :

জিএফআর এর বিধি-১০(১), ১০(২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ডিইও/চট্টগ্রাম : উচ্ছেদ একটি জটিল ও স্পর্শকাতর এবং ইহা চলমান প্রক্রিয়া। উচ্ছেদ কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ হওয়ার পর পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন ও নিবিড় যোগাযোগ করতে হয়। মাঠ প্রতিবেদন থেকে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন নিয়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও মঞ্জুরির পর পে-অর্ডারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে উচ্ছেদ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। উচ্ছেদ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর আবশ্যিকভাবে লেবারের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এক একটি উচ্ছেদ কার্যক্রম অনেক পরিশ্রম এবং উচ্ছেদের দিন উত্তেজিত জনতা মারমুখী মনোভাব

গ্রহণ করা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে উচ্ছেদ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এস্টেট বিভাগের আওতাধীন নিজস্ব কোন স্কেভেটর, পে-লোডার কিংবা কোন যন্ত্রপাতি নেই। বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে স্কেভেটর পে-লোডার কিংবা যন্ত্রপাতি ভাড়া করতে হয়। ছোট বড় মাঝারি সাইজের পে-লোডার স্কেভেটর থাকে। স্কেভেটর ভাড়া, লোভেট ভাড়া, ড্রাইভার ভাড়া তেল খরচ সব মিলিয়ে ঘণ্টা প্রতি স্কেভেটর ভাড়া করতে হয়। স্কেভেটর, পে-লোডার ভাড়া করার পূর্বে উচ্ছেদের দিন কোন ক্ষতি হলে কিংবা মারমুখী জনতার দ্বারা স্কেভেটর, পে-লোডার ভাঙুর হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্যবাধকতাসহ ৩০০ টাকা স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার নামা প্রদান করতে হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ইতোপূর্বে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে তার কোন নজির নেই এবং উচ্ছেদ কার্যক্রমে এ সমস্ত যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতিসমূহ সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উচ্ছেদের কাজে কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ৫০,০০০ টাকার নিচে স্কেভেটর কিংবা পে-লোডার ভাড়া প্রদান করতে চায় না। প্রকৃত ভাড়ার সর্বোচ্চ হার প্রতিদিনের জন্য ২০,০০০ টাকা সত্য নয়।

ডিইও/ঢাকা : রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্ছেদ কাজে স্কেভেটর/বুলডোজার ও পে-লোডার ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এসব উচ্ছেদ সামগ্রী রেলওয়ের নেই বিধায় তা বাহিরের সংস্থা থেকে ভাড়ায় আনতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বল্প শক্তির যন্ত্রপাতি ভাড়া করে প্রতিদিন প্রতিটির ২০,০০০ টাকা হারে ভাড়া পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি নির্দেশে অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন রেলওয়ে এলাকায় রেলওয়ের স্মরণকালের ইতিহাসে পাকা মজবুত দালানকোঠার বৃহদাকার উচ্ছেদ কর্মসূচিতে অধিক শক্তি সম্পন্ন (হেভী পাওয়ার ফুল) স্কেভেটর/ বুলডোজার/পে-লোডার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

এসব উচ্ছেদ অভিযানের কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের ফলে তা সকল মহলের প্রশংসাও কুড়ায়। তাই এ সব শক্তিশালী যন্ত্রপাতির বিপরীতে বাজার দর যাচাইক্রমে অধিক হারে ভাড়াও পরিশোধ করতে হয়। এ প্রয়োজনীয় ভাড়া পরিশোধের নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে টাকার চাহিদা দেয়া হয়। চাহিদার প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের আইনানুগ ছাড় ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিভাগের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ খাত হতে টাকা উত্তোলন করে ভাড়ার টাকা পরিশোধ করা হয়। সরকারি আবশ্যিক কাজেই তা ব্যয় করা হয়েছে। তা ছাড়া এসব উচ্ছেদ যন্ত্রপাতির ভাড়ার হার সময়, স্থান, আকার বা শক্তি (পাওয়ার) ভেদে বাজার দর কমবেশী হয়ে থাকে। বর্ণিত খরচে কোন অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ বা কোন অর্থ অযাচিত ব্যয় বা তহরুপ করা হয়নি। আপত্তিতে বর্ণিত মতে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উচ্ছেদ কর্মসূচিতে হয়তো কম শক্তির যন্ত্রপাতির বিপরীতে প্রতিদিন ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেছিলেন মর্মে অনুমিত হয়।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সময় ও স্থান ভেদে মূল্যের তারতম্য হতে পারে কিন্তু তিন চার গুন দর বেশী হতে পারে না। তাছাড়া নিরীক্ষাকালে পূর্ববর্তী বছরের স্কেভেটর এর ভাড়া ২০,০০০ টাকার স্বপক্ষে প্রমাণক পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী বছরে ২০,০০০ টাকা হলে এক বছরের ব্যবধানে ৫০,০০০ টাকা ভাড়া হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া একই প্রতিষ্ঠানের একই চালান নম্বর দিয়ে একাধিক বিল পরিশোধ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ভূমি ব্যবস্থাপনায় উচ্ছেদ কাজে ব্যবহৃত স্কেভেটর প্রকৃত ভাড়ার হার অপেক্ষা অধিকহারে ভাড়া পরিশোধ করা, একই প্রতিষ্ঠানের একই চালান নম্বর দিয়ে একাধিক বিল পরিশোধ করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম : রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি ব্যবহারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে পক্ষভুক্ত করে লিজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় ১,৭১,৮২,৯২৮ (এক কোটি একাত্তর লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত আটশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড যৌথভাবে ফয়েজ লেকস্কে রেলভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে লিজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় ১,৭১,৮২,৯২৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা এর ওপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন কালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ফয়েস লেকস্কে ৩৩৬.৬২ একর রেলভূমি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২৪/৭/২০০৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মধ্যে রেলভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে একই উদ্দেশ্যে ১০/৩/২০০৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/৯/২০০৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং কনকর্ড এর সাথে ফয়েজ লেক নিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি ব্যবহার করার জন্য কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন কালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল না। কারণ রেলওয়ের একক মালিকানাধীন নিজস্ব ভূমি হওয়ায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন চুক্তির কোন পক্ষ হতে পারে না। উক্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী ৩য় পক্ষ অর্থাৎ কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড প্রতি বছর লিজ প্রিমিয়াম এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের (গ্রস সেইল) ২:১ হারে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে পরিশোধ করবে। সেই হিসেবে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে ১,৭১,৮২,৯২৮ টাকা পরিশোধ করা হয় [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫]। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি বিধায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে ১,৭১,৮২,৯২৮ টাকা পরিশোধ করায় উক্ত টাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জিএফআর এর বিধি ৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারিকৃত সার্বিক কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান রাজস্ব কিংবা প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব। যা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।

উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: মোঃ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, সিইও/ পূর্ব।

অনিয়মের কারণ :

জিএফআর এর বিধি-৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ফয়েজ লেক এলাকায় রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ইজারা চুক্তি বাতিল করা হলে জনাব শাহরিয়ার কামাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ডাকায় রিট পিটিশন নং-৯৬৫৭/২০১৮ ও রিট পিটিশন নং ৯২১৮/২০১৮ দায়ের করেন। বর্ণিত রিট পিটিশন মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বলবৎ আছে। লাইসেন্স বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় আইন কর্মকর্তা (পূর্ব) এর ০৭-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখের মতামতের প্রেক্ষিতে গত ১০-০৩-২০১৯ খ্রি. হতে ০৯-০৩-২০২০ খ্রি. অর্থবছরে লিজ প্রিমিয়াম গ্রহণ করা হয়নি।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি ব্যবহার করার জন্য কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অংশগ্রহণ করার বিষয় সম্পর্কে অডিট প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদান করেনি। আদালতের কোন আদেশ না থাকায় মামলা চলমান থাকা অবস্থায় লিজ প্রিমিয়াম গ্রহণ না করে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডকে ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করার বিষয়টি যৌক্তিক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে চুক্তির পক্ষভুক্ত ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করে বাংলাদেশ রেলওয়েকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত দায়ি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮

শিরোনাম : রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর নির্দেশনা পরিপালন না করায় রেলওয়ের প্রকৃত জমির হিসাব সংরক্ষণে অনিয়ম।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী, ঢাকা, পাকশী ও লালমনিরহাট কার্যালয়ে ২০১২-২০২০ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর নির্দেশনা পরিপালন না করায় রেলের জমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়া, মৌজা জরিপ না করে পকেট সেকশন বই প্রস্তুত না করা, অধিগ্রহণকৃত সমুদয় ভূমির স্বত্ব রেকর্ড সংরক্ষণ না করা, জমির সীমানা চিহ্নিত না করা ও কৃষি/মৎস্য/বাণিজ্যিক প্রভৃতি জমির রেকর্ড সংরক্ষণ না করা এবং সকল প্রকার জমির হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করায় রেলের প্রকৃত জমির হিসাব সংরক্ষণে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬-১৬(১)]।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, চট্টগ্রাম ও প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম, রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলী, ঢাকা, পাকশী ও লালমনিরহাট কার্যালয়ের ভূমির জরিপ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহ ও উহাদের আওতাধীন দপ্তরসমূহে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের শুরু থেকে অদ্যাবধি অধিগ্রহণকৃত সকল ভূমির গেজেটের মূলকপি সংগ্রহ করে বাঁধাই করে রাখার নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি।

আইন দপ্তর, পূর্ব/সিআরবি মামলা সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-১৬ এ বর্ণিত জমিস্বত্ব সংক্রান্ত মামলার ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের অধিগ্রহণকৃত জমি সিএস, এসএ, আরএস, বিএস জরিপ এর সময় বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় বেদখল হয়ে গিয়েছে।

নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং ২(২) এ নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহ এবং উহাদের আওতাধীন সকল উপজেলায় অবস্থিত রেলওয়ের জমির মৌজাওয়ারী জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন করা হয়নি এবং রেলভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, উদ্ধারকার্য সম্পাদনের সাথে সাথে প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ নং ২(৩) অনুযায়ী রেলওয়ে জমির স্বত্ব রেকর্ড ঠিক (Restoration of Records of Right) করার জন্য মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দ্বারা রেকর্ড সংশোধন করে নেয়ার প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত ও আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ নং ২(৪) অনুযায়ী বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহ উহাদের আওতাধীন জমির হালনাগাদ রেকর্ডপত্র ছক অনুযায়ী তৈরি করত বাঁধাই করে নিজ নিজ দপ্তরে সংগ্রহ করবেন এবং উহার এক কপি করে প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা দপ্তরে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা পরিপালন করা হয়নি।

উক্ত অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী বৈধ অবৈধভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দখলকৃত জমির হিসাব আলাদা আলাদা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমিস্বত্ব প্রতিনিয়তই হ্রাস পাচ্ছে।

উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (১) জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল করিম ডিইও/পাহাড়তলী, (২) জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ডিইও/ঢাকা, (৩) ডিইও/পাকশী, (৪) ডিইও/লালমনিরহাট, (৫) সিইও/পূর্ব ঢাকা ও সিইও/পশ্চিম রাজশাহী, (৬) সিইও/পশ্চিম রাজশাহী।

অনিয়মের কারণ :

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১), ২(২), ২(৩), ২(৪) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পাহাড়তলী : অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ডের মূল কপি বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হবে। এল এ প্র্যান আরএস, বিএস খতিয়ান সদর, ষোলশহর, ফেনী, কুমিল্লা এবং লাকসাম কাচারি অফিসে রক্ষিত আছে। উল্লেখ্য বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহের অধীন সকল উপজেলায় অবস্থিত রেলওয়ের জমির মৌজাওয়ারী জরিপ করে পকেট

সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন করা হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও রেলওয়ের বিভিন্ন ইউনিট সমূহের চাহিদার ভিত্তিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর উচ্ছেদকৃত স্থান জরুরি ভিত্তিতে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকা : মৌজা ম্যাপ খতিয়ান ইত্যাদি রেকর্ডপত্র আংশিক সংগ্রহপূর্বক অত্র দপ্তরে রক্ষিত আছে। অবশিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল রেকর্ডপত্র সংগৃহীত হওয়ার পর তা বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হবে। রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ২(২) ধারার বিধানের আলোকে রেল ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণের সাথে সাথে অনেক এলাকায় সীমানা প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং-২(৪) এর বিধান মতে হালনাগাদ রেকর্ড সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পাকশী : বর্তমানে লাইসেন্স এর তথ্য Digital পদ্ধতি সংরক্ষণের ন্যায় এল এ প্ল্যান মৌজা নক্সা গেজেট রেকর্ড এবং দশ কলাম বহি সংরক্ষণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/লালমনিরহাট: বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট বিভাগের প্রায় সমুদয় ভূমি ব্রিটিশ আমলে অধিগ্রহণকৃত যা পরবর্তীতে সিএস, এসএ রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে কিছু পরিমাণ ভূমি এসএ রেকর্ডমূলে অধিগ্রহণ করা হয়। এ ভূমির কিছু সংখ্যক মৌজার রেকর্ড পরবর্তীতে আরএস রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক মৌজার আরএস রেকর্ড অদ্যাবধি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম : বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল ভূ-সম্পত্তি বিভাগের বর্তমানে ৩৭,৪০৭ একর (প্রায়) ভূসম্পত্তি রয়েছে। এ ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সর্ব-সাকুল্যে মাত্র ৯৭টি পদ মঞ্জুরি আছে। উক্ত মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে ৫২ জন কর্মরত আছে এবং ৪৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এ ৫২ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর ভূসম্পত্তি বিভাগের বিশাল ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সেটেলমেন্ট জরিপে তদারকি, মামলা-মোকদ্দমা, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, রাজস্ব আদায়ের মত বিশাল কাজ সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। যা কাজের তুলনায় জনবল অতি নগণ্য।

প্রধান প্রকৌশলী/পূর্ব: ভূসম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক রেলভূমির সীমানা চিহ্নিত ও উচ্ছেদের পর প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক উচ্ছেদকৃত ভূমি যথারীতি সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ/বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত ভূমি দখলমুক্ত করা হয়।

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম : নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ পাকশী এর অফিস প্রধান জনাব বীরবল মন্ডল ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ পাকশী এর অফিস প্রধান জনাব মো: আব্দুর রহিম এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী লালমনিরহাট এর অফিস প্রধান জনাব মো: আনোয়ার হোসেন জবাব প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

উপরিউক্ত কার্যালয়ের বিস্তারিত জবাব বর্ণিত রয়েছে [পরিশিষ্ট-১৬-১৬(২)]।

আলোচ্য অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৮২.১৩০০.১০১.০৬১.২০.৯৭ নং স্মারক এর মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৮২.১৩০০.১০১.৯৪১.২১-১৩৯ নং স্মারক এর মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

নিরীক্ষাকালে ষোলশহর কাচারির সবগুলো এলএ প্ল্যান দেখাতে পারে নাই এবং যেগুলো ছিল তাও বাঁধাই করা অবস্থায় ছিল না। অন্যান্য কাচারি অফিসগুলো ও এলএ প্ল্যান দেখাতে পারে নাই। বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহ উহাদের আওতাধীন রেলওয়ের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমুদয় গেজেটের মূলকপি সংগ্রহ করে বাঁধাই করার বিষয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এ নির্দেশনা পরিপালন না করার ফলে রেলওয়ের জমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন সময় যথা সিএস, এসএ, আর এস, বিএস জরিপ কালে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং রেলওয়ের জমি বেদখল হয়ে গেছে।

নিরীক্ষাকালে আরও দেখা যায় রেলওয়ে জমির মৌজাওয়ারী জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন করা হয়নি।

ভূসম্পত্তি বিভাগ ও প্রকৌশলী বিভাগ যৌথভাবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ কার্য সম্পাদনের সাথে সাথে প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক জমির সীমানা চিহ্নিত করার কাজ করার জন্য দায়বদ্ধ কিন্তু বাস্তবে তা পরিপালন করা হয়নি।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরের অধীন জমির মৌজার নাম, দাগ নং, জমির পরিমাণ উল্লেখ করত ছক অনুযায়ী বাণিজ্যিক, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি শ্রেণি ভেদে বিন্যাস করে হালনাগাদ রেকর্ড তৈরি করত বাঁধাই করে নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করা এবং এর এক কপি করে প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়ে, মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা অতীব জরুরি ছিল। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়নের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বাণিজ্যিক প্লটের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য দপ্তরে সংরক্ষিত না থাকায় মাস্টার প্লান অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স ফি আদায় করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া কৃষি, মৎস্য, নার্সারী ইত্যাদি জমির লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স ফি আদায় করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা যাচ্ছে না ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বৈধ অবৈধভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দখলকৃত জমির হিসাব আলাদা আলাদা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে নির্দেশনা পরিপালন না করার কারণে অবৈধভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দখলকৃত জমি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী রেলের জমি বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্তির তালিকা প্রস্তুত করা, মৌজা জরিপ করে পকেট সেকশন বই প্রস্তুত করা, অধিগ্রহণকৃত সমুদয় ভূমির স্বত্ব রেকর্ড সংরক্ষণ, জমির সীমানা চিহ্নিত করা ও কৃষি/মৎস্য/বাণিজ্যিক প্রভৃতি জমির রেকর্ডসহ সকল প্রকার জমির হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেলের প্রকৃত জমির হিসাব সংরক্ষণ করা আবশ্যিক।

তারিখ: _____ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ _____ ।


মহাপরিচালক
পরিবহণ অধিদপ্তর, ঢাকা
স্বাক্ষরিত
মহাপরিচালক
পরিবহণ অধিদপ্তর
সেতলবাগিচা, ঢাকা।



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ভূমি ব্যবস্থাপনার
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট।

(পরিশিষ্টসমূহ)

রিপোর্ট নম্বর: ২৬/২০২১

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অংশ (পরিশিষ্টসমূহ)		
ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১
২	পরিশিষ্টসমূহ	৩-৮৯

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পরিশিষ্ট নং	জড়িত টাকা
১	চুক্তি মোতাবেক রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১	২,৭৭,২৩,০৯৩
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি	-	১১৬,৯৭,২০,৩৮০
৩	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	২	১৬৬,২০,১৯,৩৩০
৪	রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ৫,৪৪,৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায় অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৩	২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬
৫	চট্টগ্রামস্থ ফয়েজ লেকের ভূমিকর কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	-	৮,৭৮,৩৩,৭৯৭
৬	দি রেলওয়ে মেস স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট অনিয়মিতভাবে হস্তান্তর করায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি	৪	৪১,৯৮,৭৭,৪৫২
৭	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হস্তান্তরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ১২টি মার্কেট বেদখল এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	৫	২৬,৪১,২৯,৯০৩
৮	রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেস স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	৬	৫,৮১,৭৬,৩৫৭
৯	বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় আর্থিক ক্ষতি	৭	১১৩,৫০,৬৩,১৬৭
১০	সৈয়দপুর পৌরসভা কর্তৃক ২৫.৫০ একর ভূমি অবৈধভাবে দখলে রাখায় লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	৮	৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩
১১	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত জমির মূল্য বাবদ অর্থ বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও রেলভূমির দখল স্বত্ব প্রদান করায় প্রাপ্য লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	৯	২৭,৬৪,৫২,৩৯০
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ আর্থিক ক্ষতি	১০	২,৫৪,৫৫,৭০৫
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১১	১,৮৯,৬৮,৪৮৬
১৪	রেলওয়ের ভূমির পরিবর্তিত প্রকৃতি/ধরণ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১২	৬৯,৪৮,১৯৬
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৬৮.৯৫৩ একর ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত এবং বেদখল হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি	১৩	৩৪,৯৪,৭৪,৯১০
১৬	রেলওয়ে ভূমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রমে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি	১৪	২০,০৩,০০০
১৭	রেলওয়ের নিজস্ব ভূমি ব্যবহারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে পক্ষভুক্ত করে লিজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৫	১,৭১,৮২,৯২৮
১৮	রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর নির্দেশনা পরিপালন না করায় রেলওয়ের প্রকৃত জমির হিসাব সংরক্ষণে অনিয়ম	১৬	-
মোট =			৬৫৭,৮৫,৯৫,১৪৩
(কথায়: ছয়শত সাতান্ন কোটি পঁচাল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা)			

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজে পরামর্শক সেবা প্রদান সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা ও উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিলের পরিমাণ	পরিশোধিত বিল
১.	Inception Report	৩৮,৫৬,৬২৭.২০	৩৮,৫৬,৬২৭.২০
২.	Advance upon signing against bank guarantee for the same	৫৭,৮৪,৯৪০.০০	৫৭,৮৪,৯৪০.০০
৩.	Land Records: Mouza maps Khatians, LA Plans etc	৫৭,৮৪,৯৪০.০০	৩৭,৯০,৮৭১.০০
৪.	Supplementary Invoice against previous Invoice Nos.1,2,3	২১,৮৩,৬৬২.৭৮	২১,৮৩,৬৬২.৭৮
৫.	Interim Report (a) East Zone	২২,০১,২৭১.২৫	২২,০১,২৭১.২৫
৬.	(b) West Zone	২২,০১,২৭১.২৫	২২,০১,২৭১.২৫
৭.	Draft Final Report (a) East Zone	৫৫,০৩,১৭৮.১৩	৫৫,০৩,১৭৮.১৩
৮.	(b) West Zone	৫৫,০৩,১৭৮.১৩	২২,০১,২৭১.২৫
৯.	Final Report: East Zone And West	১১০,০৬,৩৫৬.২৫	০
	মোট=	৪৪০,২৫,৪২৫.০০	২,৭৭,২৩,০৯৩.০০

গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী (সারসংক্ষেপ) :

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	বকেয়া টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
০১.	পূর্বাঞ্চল	৯৬,২৯,৬৩,১৫২.০০	০২/০১
০২	পশ্চিমাঞ্চল	৬৯,৯০,৫৬,১৭৮.০০	০২/০২
	সর্বমোট:	১৬৬,২০,১৯,৩৩০.০০	

পূর্বাঞ্চলে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	মোট স্টেশন সংখ্যা	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জরিমানা	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬ +৭+৮)	১০
০১.	৭৫টি	০১/৭/২০০২ হতে ৩০/৬/২০১৬	২১৭৯২০.৭৮	২২৩ ৩৩৫	৭৩,৫৪,৮৬,৭৯৪.০০	১৪,৪৭,৫৭,৬৮২.০০	৮,২৭,১৮,৬৭৬.০০	৯৬,২৯,৬৩,১৫২.০০	তথ্যগুলো প্রমাণক থেকে নেওয়া হয়েছে।
							মোট:	৯৬,২৯,৬৩,১৫২.০০	

গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	মোট স্টেশন সংখ্যা	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	মোট লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১=(৯+১০)	১২
০১.	০২টি	০১/৭/২০০২ হতে ৩০/৬/২০১৪	৯৯৬০.২৫	৩৩৫	৩৫,১১,২৯,৫১১	৩৫,১১,২৯,৫১১	১,১৩,৯৬,৯৭০	৩৩,৯৭,৩২,৫৪১	৩,৮২,২৫,৯১৮	৩৭,৭৯,৫৮,৪৫৯	তথ্যগুলো প্রমাণক থেকে নেওয়া হয়েছে।
	৩৮টি		১৫৬৪৫৩.৯৭	২২৩							
০২.	০২টি	০১/৭/২০১৪ হতে ৩০/৬/২০২১	৯৯৬০.২৫	৩৩৫	২,৩৩,৫৬,৭৮৬	২৬,৭৫,৮১,৪৩৩	০	২৬,৭৫,৮১,৪৩৩	৫,৩৫,১৬,২৮৬	৩২,১০,৯৭,৭১৯	গাণিতিক হিসেবে।
	১০টি		১৫৬৪৫৩.৯৭	২২৩	২৪,৪২,২৪,৬৪৭						
		সর্বমোট:								৬৯,৯০,৫৬,১৭৮.০০	

- উক্ত সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সিইও/পূর্ব ও সিইও/পশ্চিম।

অনুচ্ছেদ নং:-০৪

পরিশিষ্ট:-০৩

রেলওয়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতায় ৫৪৪৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর রেয়াতি সুবিধায়

বরাদ্দ দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রম নং	এলাকা/স্থান	প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বর্গফুট)	প্রতি বর্গফুটের হার (২০০৬ অনুযায়ী)	সময় কাল	টাকা	প্রতি বর্গফুটের হার (২০১২ অনুযায়ী)	সময়কাল	টাকা	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	(৭+১০) ১১
চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত										
১.	মোলশহর ২নং রেলগেইট	১৮৭টি	২৪১৮৫	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৫০,৭৮,৮৫০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	১,৩৫,৪৩,৬০০	১,৮৬,২২,৪৫০
২.	সল্টগোলা	১৪১টি	৪২৩০০	২০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৫০,৭৬,০০০	৪০	২০১২-২০ = ৮ বছর	১,৩৫,৩৬,০০০	১,৮৬,১২,০০০
৩.	টাইগারপাস এলাকার এশিয়ান হাইওয়ের নিকট	০	১০০০০	২০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	১২,০০,০০০	৪০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৩২,০০,০০০	৪৪,০০,০০০
৪.	ঝাউতলা বাজারে	৩২৩টি	৮১৭৩০	২০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৯৮,০৭,৬০০	৪০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২,৬১,৫৩,৬০০	৩,৫৯,৬১,২০০
৫.	মোলশহর স্টেশন এলাকা	৩০টি	৩৪০৫৩	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৭১,৫১,১৩০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	১,৯০,৬৯,৬৮০	২,৬২,২০,৮১০
৬.	পাহাড়তলী বাজার এলাকা	৫০৪টি	৮৬৫০০	২০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	১,০৩,৮০,০০০	৪০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২,৭৬,৮০,০০০	৩,৮০,৬০,০০০
৭.	লাকসাম-১৬টি, সীতাকুন্ড- ১টি, বাড়কুন্ড-১টি	১৮টি পুকুর	২৭.৯৬ একর	প্রতি একর ৬০০০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	১০,০৬,৫৬০	প্রতি একর ১২০০০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২৬,৮৪,১৬০	৩৬,৯০,৭২০
৮.	হালিশহর	০	৮.৩১	২০	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৯৯৭.২	৪০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২,৬৫৯.২	৩,৬৫৬.৪
৯.	চট্টগ্রাম স্টেশন রোড	০	১৭৮১০	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৩৭,৪০,১০০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৯৯,৭৩,৬০০	১,৩৭,১৩,৭০০
ঢাকা বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত										
১০.	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৮৫০৪০	১৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৭৬,৫৩,৬০০	৩০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২,০৪,০৯,৬০০	২,৮০,৬৩,২০০
১১.	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৩৫৪১৯	১৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৩১,৮৭,৭১০	৩০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৮৫,০০,৫৬০	১,১৬,৮৮,২৭০
১২.	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৩৯৩৫২	১৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৩৫,৪১,৬৮০	৩০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৯৪,৪৪,৪৮০	১,২৯,৮৬,১৬০
১৩.	ভৈরব বাজার ঘাট	০	২৩৫২০	১৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	২১,১৬,৮০০	৩০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৫৬,৪৪,৮০০	৭৭,৬১,৬০০
১৪.	ঢাকার তেজগাঁও কাওরান বাজার	০	১৬৫১২	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৩৪,৬৭,৫২০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৯২,৪৬,৭২০	১,২৭,১৪,২৪০
১৫.	ঢাকার খিলক্ষেত ৩২৪ টি প্লট	০	৩৮৮৮০	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৮১,৬৪,৮০০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২,১৭,৭২,৮০০	২,৯৯,৩৭,৬০০
১৬.	নারায়ণগঞ্জ	০	৫২৩৮	৩৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	১০,৯৯,৯৮০	৭০	২০১২-২০ = ৮ বছর	২৯,৩৩,২৮০	৪০,৩৩,২৬০
১৭.	সিলেট	০	৪০০০	১৫	২০০৬-১২ = ৬ বছর	৩,৬০,০০০	৩০	২০১২-২০ = ৮ বছর	৯,৬০,০০০	১৩,২০,০০০
মোট =			৫৪৪৫৪৭.৩১ বর্গফুট, ২৭.৯৬ একর			৭,৩০,৩৩,৩২৭.২			১৯,৪৭,৫৫,৫৩৯.২	২৬,৭৭,৮৮,৮৬৬.৪

- উক্ত সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সিইও/পূর্ব।

দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৯,৩৯৮ বর্গফুট বাণিজ্যিক জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করায় রেলওয়ের বিবরণী:

ক্রঃ নং	জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	জমির মূল্য	মন্তব্য
১	চট্টগ্রাম স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম	৮৯,৩৯৮ বর্গফুট= ২০৫.২২ শতক	২০৫.২২শতক X প্রতি শতক জমির মূল্য =২০,৪৫,৯৮৭/-টাকা হিসাবে (২০৫.২২ X ২০,৪৫,৯৮৭)= ৪১,৯৮,৭৭,৪৫২.১৪ টাকা	জমির মূল্য সাব-রেজিস্ট্রার চট্টগ্রাম অফিস কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অনুযায়ী হিসাব করা হয়েছে। ৪৩৫.৬ বর্গফুট= ০১(এক) শতক।

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সিইও/পূর্ব।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হস্তান্তরিত রেলওয়ের ১২টি মার্কেট বেদখল হয়ে যাওয়া এবং বকেয়া লাইসেন্স ফি বাবদ বিবরণী:

ক্রম নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	৩০-০৬-২০১২ পর্যন্ত পাওনা	১১,২০,২৩,৯৪৭/-
২	২০১২ হতে ২০১৯ পর্যন্ত ৭০/- টাকা হারের উপর ৫% হিসেবে ৪০০৩১৬.৪০ বর্গফুট রেলভূমির পাওনা (৪০০৩১৬.৪০×৭০×৭×০.০৫)	৯৮,০৭,৭৫২/-
৩	২০১২ হতে ২০১৯ পর্যন্ত ৭০/টাকা হারে অবৈধ দখলীয় ১৫৯৪২৯.৬০ বর্গফুট বা (৩.৬৬ একর) রেলভূমি পাওনা	৭,৯৫,২১,৬১২/-
৪	নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করায় ২০% জরিমানা বাবদ পাওনা	৪,০২,৭০,৬৬২/-
৫	০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত পাওনা	১,২৫,৬১,১৮০/-
৬	মিলনায়তন ও রেলওয়ের বাসা বাড়ী ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা	৯৯,৪৪,৭৫০/-
সর্বমোট=		২৬,৪১,২৯,৯০৩/-

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিইও/ঢাকা।

অনুচ্ছেদ নং- ০৮

পরিশিষ্ট নং-০৬

রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড এবং দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায়ের বিবরণী (সারসংক্ষেপ):

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
০১.	রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ বোর্ড	৪,৬৮,৬৮,৮৫৩.০০	০৬/০১
০২.	রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড	১,১৩,০৭,৫০৪.০০	০৬/০২
	মোট=	৫,৮১,৭৬,৩৫৭ .০০	

রেলওয়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতায় ৫৪৫৫৪৭.৩১ বর্গফুট বাণিজ্যিক এবং ২৭.৯৬ একর পুকুর

চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত								
ক্রঃ নং	এলাকা/স্থান	প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বর্গফুট/একর)	প্রতি বর্গফুটের হার (২০০৬ অনুযায়ী)	সময় কাল	বকেয়া টাকার পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
১	লাকসাম-১৬টি, সীতাকুন্ড-১টি, বাড়কুন্ড-১টি	১৮টি পুকুর	২৭.৯৬ (একর)	প্রতি একর ৬০০০	৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত	৪,৬৮,৬৮,৮৫৩/-		
২	ষোলশহর ২নং রেলগেইট	১৮৭টি	২৪,১৮৫	৩৫				
৩	সল্টগোলা	১৪১টি	৪২,৩০০	২০				
৪	টাইগারপাস এলাকার এশিয়ান হাইওয়ের নিকট	০	১০,০০০	২০				
৫	ঝাউতলা বাজারে	৩২৩টি	৮১,৭৩০	২০				
৬	ষোলশহর স্টেশন এলাকা	৩০টি	৩৪,০৫৩	৩৫				
৭	পাহাড়তলী বাজার এলাকা	৫০৪টি	৮৬,৫০০	২০				
৮	হালিশহর	০	৮.৩১	২০				
৯	চট্টগ্রাম স্টেশন রোড	০	১৭,৮১০	৩৫				
ঢাকা বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত								
১০	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৮৫,০৪০	১৫				
১১	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৩৫,৪১৯	১৫				
১২	ভৈরব বাজার ঘাট	০	৩৯,৩৫২	১৫				
১৩	ভৈরব বাজার ঘাট	০	২৩,৫২০	১৫				
১৪	ঢাকার তেজগাঁও কাওরান বাজার	০	১৬,৫১২	৩৫				
১৫	ঢাকার খিলক্ষেত ৩২৪ টি প্লট	০	৩৮,৮৮০	৩৫				
১৬	নারায়ণগঞ্জ	০	৫,২৩৮	৩৫				
১৭	সিলেট	০	৪,০০০	১৫				
			৫,৪৪৫,৪৭.৩১ বর্গফুট, ২৭.৯৬ একর					

দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড জমির বকেয়া টাকার হিসাব বিবরণী:

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মৌজার নাম	লাইসেন্সকৃত জমির পরিমাণ		বকেয়া	বকেয়ার পরিমাণ	মন্তব্য
			বাণিজ্যিক	আবাসিক			
১	দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড	চট্টগ্রাম স্টেশন রোড	৬৩,৪৯৬ বর্গফুট	১২,৬১৬ বর্গফুট	৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত	১,১৩,০৭,৫০৪/	(প্রতিবেদন অনুযায়ী)
২	দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিমিটেড	চট্টগ্রাম স্টেশন রোড	১৭,৮১০ বর্গফুট				
		মোট	৮১,৩০৬ বর্গফুট	১২,৬১৬ বর্গফুট		১,১৩,০৭,৫০৪/-	

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার : দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও/পূর্ব।

বাংলাদেশ লাইসেন্স ফি অনাদায় বিবরণীর সারসংক্ষেপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
০১.	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী/ ঢাকা	৩,৫৬,০২,০৪৭.০	০৭/০১
০২.	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, লালমনিরহাট/পাকশী	১০৮,৩৮,০৪,৩৯৯.০০	০৭/০২
০৩.	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাকশী এর অধীন পার্বতীপুর, কাচারি	১,৫৬,৫৬,৭২১.০০	০৭/০৩
০৪.	বিস্তারিত জবাব	-	০৭/০৪
মোট =		১১৩,৫০,৬৩,১৬৭.০০	

বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি ০২ (দুই) বছরের অধিক সময়কালে পরিশোধ না করার বিবরণী (সারসংক্ষেপ):

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
০১.	ইজারা লাইসেন্স ফি	৮৬,৪৫,২৬৩.০০	০৭/১.১
০২.	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী	১,৫৫,১৯,৩২৪.০০	০৭/১.২
০৩.	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা	১,১৪,৩৭,৪৬০.০০	০৭/১.৩
মোট =		৩,৫৬,০২,০৪৭.০০	

ইজারা লাইসেন্স ফি অনাদায় এর বিবরণী :

ক্রঃ নং	নথি নং ও তারিখ	ইজারা গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবহৃত জমির তফসিল	জমির পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অনাদায় টাকার পরিমাণ
১	সিইও/৩৯৫- সি/বাংগ্যাংসিঃলিঃ/৮৯ /১-২৪/অংশ-১/৩২৮ তাং-২০/৬/২০২০	বাখরাবাদ গ্যাস ডিঃকোঃলিঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা	বাখরাবাদ গ্যাস ডিঃকোঃ লিঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা	লাকসাম, চাঁদপুর লালমাই-ময়নামতি স্টেশনের মধ্যবর্তী কিঃ মিঃ ১৭৬/২ হতে ১৭৭/৮ পর্যন্ত	৮২,৮১৬ বঃ ফুঃ লাইসেন্স ফি এর হার প্রতি বঃফুঃ ৩০/- টাকা	লাইসেন্স ফি= ২৪,৮৪,৮৮৩/- ভ্যাট= ৩,৭২,৬৭২/- আয়কর= ১,২৪,২২৪/- মোট=২৯,৮১,৩৭৯/-	নাই	২৯,৮১,৩৭৯/-
২	সিইও/৩৯৫-সি/ বাংগ্যাংসিঃলিঃ/৯৭/১- ২৪/অংশ-১/৬৭৭ তাং-২৫/৬/২০২০	বাখরাবাদ গ্যাস ডিঃকোঃলিঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা	বাখরাবাদ গ্যাস ডিঃকোঃ লিঃ চাঁদপুর, কুমিল্লা	কুমিল্লাস্থ লালমাই-ময়নামতি স্টেশনের মধ্যবর্তী কিঃ মিঃ ১৪৪/৫-৬	২০৬ বঃ ফুঃ লাইসেন্স ফি এর হার প্রতি বঃফুঃ ৩০/- টাকা	লাইসেন্স ফি= ৬,১৮০/- ভ্যাট= ৯২৭/- আয়কর= ৩০৯/- মোট=৭,৪১৬/-	নাই	৭,৪১৬/-
৩	সিইও/৩৯৫-সি/ টিএন্ডটি ক্যাবল/ অংশ-৩/১১ তাং-০২/১/২০২০	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম- আখাউড়া মধ্যবর্তী কিঃ মিঃ ৬৫/৮-৯	১৩৩৬ বঃ ফুঃ লাইসেন্স ফি এর হার প্রতি বঃফুঃ ১৬/- টাকা	লাইসেন্স ফি= ২১,৩৭৬/- বকেয়া=৮৫,৫০৪/- জরিমানা=১৭,১০১ ভ্যাট= ১৬,০৩২/- আয়কর= ৫,৩৪৪/- মোট=১,৪৫,৩৫৭/-	নাই	১,৪৫,৩৫৭/-
৪	সিইও/৩৯৫-সি/ টিএন্ডটি ক্যাবল/অংশ-৩/১০ তাং-০২/১/২০২০	ঢাকা পাওয়ার ডিঃকোঃ লিঃ ধানমন্ডি পাওয়ার হাউজ, ঢাকা	ঢাকা পাওয়ার ডিঃকোঃ লিঃ ধানমন্ডি পাওয়ার হাউজ, ঢাকা	ঢাকা-তেজগাঁ মধ্যবর্তী কিঃ মিঃ ৩১৭/৯-৩১৮	৩৭৫ বঃ ফুঃ লাইসেন্স ফি এর হার প্রতি বঃফুঃ ৭০/- টাকা	লাইসেন্স ফি= ২৬,২৫০/- লাইসেন্স ফি= ২৬,২৫০/- বকেয়া=১,০৫,০০০/- জরিমানা=২১,০০০/- ভ্যাট= ২৩,৬২৫/- আয়কর= ৭,৮৭৫/- মোট=২,১০,০০০/-	নাই	২,১০,০০০/-

ক্রঃ নং	নথি নং ও তারিখ	ইজারা গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবহৃত জমির তফসিল	জমির পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অনাদায় টাকার পরিমাণ
৫		মো: শামসুল ইসলাম ইস্পাহানি রেল গেইট, পাহাড়তলী	স্পীডট্রেক প্রাঃ লিঃ	মৌজা ইস্পাহানি রেল গেইট, পাহাড়তলী, দাগ নং- ৩৪৮৬, ৩৪৮৭, ৩৪৮৮ ও ২৪০৬ (আংশিক)	০.৪৯৫ একর বা ২১,৫৬২.২০ বঃফুঃ	লাইসেন্স ফি= ,৮২,৪৮৮/- বকেয়া=৯,০৫,৬১২/- মোট=১৫,৮৮,১০০/-	নাই	১৫,৮৮,১০০/-
৬	সিইও/ক-১/সিএনজি/ ২২৩/২৩১ তাং ৩/৩/২০২০	মিয়া মোহাম্মদ আব্দুল নাইম উত্তরা, ঢাকা	মিয়া মোহাম্মদ আব্দুল নাইম উত্তরা, ঢাকা	মৌজা ব্রাহ্মণচিরণ ঢাকাস্থ মুগদা স্টেডিয়াম সিএস প্লট নং-১৩১	০.৪৯৫ একর বা ২১৫৪২.২০ বঃ ফুঃ	লাইসেন্স ফি= ৩০,৯৪,১৭৬/- ভ্যাট= ৪,৬৪,১২৬/- আয়কর= ১,৫৪,৭০৯/- মোট= ৩৭,১৩,০১১/-	নাই	৩৭,১৩,০১১/-
							মোট=	৮৬,৪৫,২৬৩.০০

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা,পাহাড়তলী এর লাইসেন্স ফি বকেয়ার বিবরণী:

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
১.	মায়জারুল কাইয়ুম	৫৬/২৭	চট্টগ্রাম	২৩,০৪০	৩,৪৫৬	৪,৮০০	৭২০	৩২,০১৬
২.	কাইসারুল কাইয়ুম	৫৭/২৮		২৩,০৪০	৩,৪৫৬	৪,৮০০	৭২০	৩২,০১৬
৩.	মো: সেকান্দর সওদাগর	৯২/৬৩		২৫,৩৪৪	৩,৮০২	৫,২৮০	৭৯২	৩৫,২১৮
৪.	মো: সফি সওদাগর	১২১/৯২		৬৯,১২০	১০,৩৬৮	১৪,৪০০	২,১৬০	৯৬,০৪৮
৫.	মো: জাহিদ	১৯৬/১৬৬		৪৯,৬৮০	৭,৪৫২	৫,৫২০	৮২০	৬৩,৪৭২
৬.	আব্দুল মাসুদ	২২৩/১৯৩		১৭,২৮০	২,৫৯২	৭,২০৫	১,০৮০	২৮,১৫৭
৭.	সুরত আলী,হাসমত আলী	২২৪/১৯৪		১৩,৮২৪	২,০৭৪	৩,৮৪০	৫৭৬	২০,৩১৪
৮.	মোহাম্মদ হোসেন	২৩০/২০০		৫১,৮৪০	৭,৭৭৬	১৪,৪০০	২,১৬০	৭৬,১৭৬
৯.	জে সি দাস	২৬১/২৩১		৪৩,২০০	৬,৪৮০	৯,০০০	১,৩৫০	৬০,০৩০
১০.	নুরু নবী	২৬৫/২৩৫		১,৩৮,২৪০	২০,৭৩৬	১৯,২০০	২,৮৮০	১,৮১,০৫৬
১১.	মো: শামসুল হক	২৬৬/২৩৬		১১,৫২০	১,৭২৮	৪,৮০০	৭২০	১৮,৭৬৮
১২.	মজিবুল হক	২৭০/২৪০		১৪,২১০	২,১৩২	২,২৮০	৩৪২	১৮,৯৬৪
১৩.	আব্দুল গনি	১৩৩/১৩৪		৩০,২৪০	৪,৫৩৬	৮,৪০০	১,২৬০	৪৪,৪৩৬
১৪.	আবু তাহের	২৯/২৯		৩০,২৪০	৪,৫৩৬	৮,৪০০	১,২৬০	৪৪,৪৩৬
১৫.	হাজী মঞ্জুর কাদের	৩৭/৩৭		৩০,২৪০	৪,৫৩৬	৮,৪০০	১২৩	৪৩,২৯৯
১৬.	কানু মিয়া	৫০/৫০		৩০,২৪০	৪,৫৩৬	৮,৪০০	১,২৬০	৪৪,৪৩৬
১৭.	রফি উদ্দিন	১০৯/১০৮		৪০,৩২০	৬,০৪৮	৮,৪০০	১,২৬০	৫৬,০২৮
১৮.	হাজী মঞ্জুর কাদের	৩৩/৩৩		৪০,৩২০	৬,০৪৮	৮,৪০০	১,২৬০	৫৬,০২৮
১৯.	হারুনুর রশিদ	৭৬/৭৬		৪০,৩২০	৬,০৪৮	৮,৪০০	১,২৬০	৫৬,০২৮
২০.	রিয়াজ উদ্দিন	৪৯/৪৯		৪০,৩২০	৬,০৪৮	৮,৪০০	১,২৬০	৫৬,০২৮
২১.	দিদারুল আলম	৯৭/৯৭		৪০,৩২০	৬,০৪৮	৮,৪০০	১,২৬০	৫৬,০২৮

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
২২.	মো: সিদিকুর রহমান		কুমিল্লা	৬,২১,৯৫৪	৯৪,৭৮১	৬২,৪৬০	৯,৩৬৯	৭,৮৮,৫৬৪
২৩.	সেলিমা বেগম			৫৩,৪৬০	৮,০১৯	১৪,৮৫০	২,৩১৭	৭৮,৬৪৬
২৪.	সুন্দর আলী			৮,১০০	১,২১৫	৬,৭৫০	১,০১২	১৭,০৭৭
২৫.	আব্দুল মান্নান মজুমদার			৪১,৬১৬	৬,২৪২	১৭,৩৮০	২,৬০১	৬৭,৮৩৯
২৬.	আব্দুল সালাম			১,৫৪,৪৪৪	২,৩১৭	১২,৮৭০	১,৯৩০	৩২,৫৬১
২৭.	সাহ আলম ও দুলাল			১৪,৪০০	২,১৬০	৬,০০০	৯০০	২৩,৪৬০
২৮.	মো: আলী মিয়া			৮২,৮৫০	১২,৪২৮	৯,০০০	১,৩৫০	১,০৫,৬২৮
২৯.	মো: শাহআলম			৩৪,৮০০	৫,২২০	৯,০০০	১,৩৫০	৫০,৩৭০
৩০.	সফিকুর রহমান			১০,৮০০	১,৬২০	৯,০০০	১,৩৫০	২২,৭৭০
৩১.	শাহ আলম			৩১,৯২০	৪,৭৮৮	৮,৪০০	১,২৬০	৪৬,৩৬৮
৩২.	মাহফুজুল ইসলাম			১৪,৪০০	২,১৬০	৬,০০০	৯০০	২৩,৪৬০
৩৩.	সেকেন্দার আলী			১,২০,৩৭০	১৮,০৫৬	১৮,৯০০	২,৮৩৫	১,৬০,১৬১
৩৪.	দেলয়ার			৭,২০০	১,০৮০	৩,০০০	৪৫০	১১,৭৩০
৩৫.	নুরুল ইসলাম			১৯,৮০০	২,৯৭৯	৪,৫০০	৬৭৫	২৭,৯৫৪
৩৬.	আনোয়ার হোসেন			২৪,৪৮০	৩,৬৭২	৫,১০০	৭৬৫	৩৪,০১৭
৩৭.	খোরশেদ হোসেন			২৩,৭৬০	৩,৫৬৪	৪,৯৫০	৭৪৩	৩৩,০১৭
৩৮.	আব্দুল ছালাম			১৭,৮২০	২,৬৭৩	৪,৯৫০	৭৪৩	২৬,১৮৬
৩৯.	মো: নুরের জামান			১২,৯৬০	১,৯৪৪	৬,৬০০	৫৪০	২২,০৪৪
৪০.	মো: সফিকুর রহমান			২২,৬৮০	৩,৪০২	৬,৩৫০	৯৪৫	৩৩,৩৭৭
৪১.	মোস্তফা কামাল উদ্দিন			১০,৮০০	১,৬২০	৩,০০০	৪৫০	১৫,৮৭০
৪২.	মো: জিয়া উদ্দিন			১৫,৫৪২	২,৩৩৩	৪,৩২০	৬৪৮	২২,৮৪৩
৪৩.	ফরিদা খাতুন			১৬,২০০	২,৪৩০	৪,৫০০	৬৭৫	২৩,৮০৫
৪৪.	মোখলেছুর রহমান			২০,৯০৮	৩,১৩৬	৫,৮০৮	৮৭২	৩০,৭২৪
৪৫.	সেকান্দার আলী			৪৬,৭৪০	৭,০১১	৪,৯২০	৭৩৮	৫৯,৪০৯

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
৪৬.	আব্দুল ওহাব			৯২,০০০	১৩,৮০০	৭,৬৮০	১,১৫২	১,১৪,৬৩২
৪৭.	আব্দুর রহিম			৪৯,৯২৫	৭,৪৮৮	৬,৪০০	৯৬০	৬৪,৭৭৩
৪৮.	মো হারুন/ইউসুফ		নোয়াখালি/চৌমুহনী	২৫,০৫৬	৩,৭৫৮	২০,৮৮০	৩,১৩২	৫২,৮২৬
৪৯.	মো: নরুল ইসলাম			২৫,৭২৮	৩,৮৫৯	২১,৪৪০	৩,২১৬	৫৪,২৪৩
৫০.	নারায়ন দাশ			৪৭,০৪০	৭,০৫৬	৭,৮৪০	১,১৭৬	৬৩,১১২
৫১.	মো: ফরহাদ জামিন			৬৪,৮০০	৯,৭২০	১৮,০০০	২,৭০০	৯৫,২২০
৫২.	আবুল কায়েম			২২,২০০	৮,৭১৩	১৮,৫০০	২,৭৭৫	৫২,১৮৮
৫৩.	সুনীল চন্দ্র দাস			৯৩,৬০০	১৪,০৪০	১৯,৫০০	২,৯২৪	১,৩০,০৬৪
৫৪.	আব্দুল ওয়াদুদ			৪০,৩৩০	৬,০৫০	৯,৮৪০	১,৪৭৬	৫৭,৬৯৬
৫৫.	ওমর ফারুক			৬৫,৯০৪	৯,৮৮৬	১৩,০৮০	১,৯৬২	৯০,৮৩২
৫৬.	আলমগীর			২৬,২০৮	৩,৯৩১	৪,৫৬০	৬৮৪	৩৫,৩৮৩
৫৭.	আবু তাহের			৪৩,২০০	৬,৪৮০	১২,০০০	১,৮০০	৬৩,৪৮০
৫৮.	এএসএম জসিম			৪৩,২০০	৬,৪৮০	১২,০০০	১,৮০০	৬৩,৪৮০
৫৯.	আবদুল কুদ্দুস			১,০৮,৪৮০	১৬,২৭২	১৫,৬০০	২,০৪০	১,৪২,৩৯২
৬০.	জালাল আহাম্মদ মিস্ত্রী			১,২৩,২৪০	১৮,৪৮৬	১৯,০৪০	২,৮৫৬	১,৬৩,৬২২
৬১.	দুলাল মিয়া			১,৪৫,৭২৬	২১,৮৫৯	৪০,৪৮০	৬,০৭২	২,১৪,১৩৭
৬২.	মো: ছায়েদুল হক			৭২,০০০	১০,৮০০	৭,৫০০	১,১২৫	৯১,৪২৫
৬৩.	মো:মোস্তফা ইকবাল		চট্টগ্রাম স্টেশন	৫১,৯২০	৯,৮৬৫	১৪,৭০০	২,২০৫	৭৮,৬৯০
৬৪.	হৃদয় রঞ্জন দত্ত			৫২,৯২০	৯,৮৬৫	১৪,৭০০	২,২০৫	৭৯,৬৯০
৬৫.	গোলাম সুলতান			৯৮,২৮০	৮,৮৪৬	১৩,৬৫০	২,০৪৮	১,২২,৮২৪
৬৬.	আহমদুর রহমান			১৭,৭১০	৩,৩৬৫	১৪,৭০০	২,২০৫	৩৭,৯৮০
৬৭.	সিরাজউদোলা			২,৩৪,৪২৩	৪৪,৫৪০	৮৯,৩২০	১৩,৩৯৮	৩,৮১,৬৮১
৬৮.	মো: আলী	৩১৭/৩০	বারেক বিল্ডিং	১৩,৪৪০	২,০১৬	১১,২০০	১,৬৮০	২৮,৩৩৬
৬৯.	নুরুল হক	২৭৬/৪৬		৩৫,৩২৭	৫,২৯৯	৪,৩২০	৬৪৮	৪৫,৫৯৪

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
৭০.	জামাল উদ্দিন	৩৬৯/২২	বাটালীরোড	২৮,৮০০	৪,৩২০	১২,০০০	১,৮০০	৪৬,৯২০
৭১.	নুরুল ইসলাম	৩৭৯/৩২		১১,৫২০	১,৭২৮	৪,৮০০	৭২০	১৮,৭৬৮
৭২.	নাজমা শাহিন	৩৬২/১২	টাইগারপাস	১,৬০,০৪১	৩০,৪০৮	৭,২০০	১,০৮০	১,৯৮,৭২৯
৭৩.	আবুল কালাম	২৫৪/২৩	এস আরভি স্টেশন	১,৪৪,১৪০	২২,৪৮৬	৯,২৮০	১,৩৯২	১,৭৭,২৯৮
৭৪.	মো: আবু তালেব	২৬৬/৩৫		৩৬,৫৬০	৫,৬০৪	৭,০৪০	১,০৫৬	৫০,২৬০
৭৫.	আব্দুল গফুর	২৬৭/৩৬		৬৯,১২০	১০,৭৮৩	১৪,৪০০	২,১৬০	৯৬,৪৬৩
৭৬.	মোস্তাক আহমেদ			২২,০৪০	৩,৫৭৬	১৮,৪০০	২৭৬	৪৪,২৯২
৭৭.	গোলাম রব্বানী	৪৯২/৬৭	আমবাগান	৩৮,৪০০	৫,৭৬০	৮,০০০	১,২০০	৫৩,৩৬০
৭৮.	আফরোজা রেহান	৪৪১/৭১		৩৮,৪০০	৫,৭৬০	৮,০০০	১,২০০	৫৩,৩৬০
৭৯.	ফারজানা রেহান	৪৮৮/৩৩		৩৮,৪০০	৫,৭৬০	৮,০০০	১,২০০	৫৩,৩৬০
৮০.	ছানোয়ার আলী	৪৮৭/২২		১,৩০,২২৬	১৯,৫৩৪	৮,০০০	১,২০০	১,৫৮,৯৬০
৮১.	আবদুল মোতালেব	৪৯৫/৭০		২,৩৮,২২৬	২০,৭৩৪	৮,০০০	১,২০০	২,৬৮,১৬০
৮২.	মফিজুর রহমান পিতা হানিফ	৪৯৬/৭১		১,৩৮,২২৬	২০,৭৩৪	৮,০০০	১,২০০	১,৬৮,১৬০
৮৩.	মফিজুর রহমান পিতা হানিফ	৪৯৭/৭২		১,৩৮,২২৬	২০,৭৩৪	৮,০০০	১,২০০	১,৬৮,১৬০
৮৪.	কামাল উদ্দিন	৪৯৮/৭৪		১,৩৮,২২৬	২০,৭৩৪	৮,০০০	১,২০০	১,৬৮,১৬০
৮৫.	মজিবুর রহমান	৪৯৮/৭৩		১,৩৮,২২৬	২০,৭৩৪	৮,০০০	১,২০০	১,৬৮,১৬০
৮৬.	গোলাম মোস্তফা	১৪০/৩৮	ঝাউতলা বিপনি	৪৮,৪০০	৮,২২৮	১২,০০০	১,৮০০	৭০,৪২৮
৮৭.	আবদুল মতিন	১৪১/১৩৯		৯৩,৯০১	১৪,৮৫২	৪,৮০০	৭২০	১,১৪,২৭৩
৮৮.	আমেনা খাতুন			৫৬,৯৮০	৮,৫৪৭	৪,০০০	৬০০	৭০,১২৭
৮৯.	শরিফুল ইসলাম			৫২,২০০	৮,২৮০	৪,০০০	৬০০	৬৫,০৮০
৯০.	রেয়াজ উদ্দিন			৫০,৬৯৬	৭,৬০৫	১,৯২০	২৮৮	৬০,৫০৯
৯১.	মো: সোলাইমান			১,৭৭,৫৪৮	২৬,৬৩২	১২,০০০	১,৮০০	২,১৭,৯৮০
৯২.	এ এস এম আবদুল্লাহ	২২/১৯		৩৫,৬০০	৫,৩৪০	৬,০০০	৯০০	৪৭,৮৪০
৯৩.	ছকিনা খাতুন	৪৩/৪১		৩৪,২৭২	৫,১৪১	৯,৫২০	১,৪২৮	৫০,৩৬১

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
৯৪.	রিজিয়া বেগম	১৯২/১৯০		৬৮,৪৫০	১০,২৬৮	৬,০০০	৯০০	৮৫,৬১৮
৯৫.	জয়নাল আবেদিন	১৯৫/১৮৩		৪৫,৯৮৬	৬,৮৯৮	৯,০০০	১,৩৫০	৬৩,২৩৪
৯৬.	বেলাল হোসেন			১,৮০,৭৯৭	২৭,১১২	৮,০০০	১,২০০	২,১৭,১০৯
৯৭.	আব্দুল জব্বার	৩৪/৩২		১,৮৯,৯৭৯	২৮,৪৯৭	৮,০০০	১,২০০	২,২৭,৬৭৬
৯৮.	হুমায়ন কবির	১৫২/১৪৯		১,৫২,৬৩০	২২,৮৯৫	৮,০০০	১,২০০	১,৮৪,৭২৫
৯৯.	সামছুল হুদা			৮৯,২৪০	১৩,৩৮৫	৮,০০০	১,২০০	১,১১,৮২৫
১০০.	নুরুল আলম	২২৩/২২১		১,২৪,৯৬০	১৮,৭৪৪	৮,০০০	৯০০	১,৫২,৬০৪
১০১.	জমির উদ্দিন	২১৪/২১২		৮০,১৮৮	১২,০২৮	৮,০০০	৬০০	৯৬,৮১৬
১০২.	মহিউদ্দিন	২০৯/২০৭		১,১১,৭৮৮	১৬,৭৬৮	৮,৮০০	৭২০	১,৩৪,০৭৬
১০৩.	বিল্লাল হোসেন			৭৮,৩৫০	১১,৭৫৪	৮,৮০০	৭২০	৯৫,৬২৪
১০৪.	জামাল উদ্দিন			৭৮,৩৫০	১১,৭৫৪	৮,৮০০	৭২০	৯৫,৬২৪
১০৫.	জাহানারা বেগম	১৩৫/১৩৩		৬৬,৮৩৬	১০,০২৫	৮,৮০০	৭২০	৮২,৩৮১
১০৬.	মো: নুরুল হক	১৪৫/১৪৩		৯৫,৬১৯	১৪,৩৪৩	৮,২০০	৬৩০	১,১৪,৭৯২
১০৭.	মো: ইয়াকুব	১৯৭/১৯৫		৯০,৭৩১	১৩,৬১০	৮,০০০	৬০০	১,০৮,৯৪১
১০৮.	মো: রফিকুল ইসলাম	৩০৬/৩০৫		৭৩,২১৫	১০,৯৮৩	৮,৮০০	৭২০	৮৯,৭১৮
১০৯.	জামাল উদ্দিন			৪৮,০৮০	৭,২১২	৩,৬০০	৫৪০	৫৯,৪৩২
১১০.	হাফিজুর রহমান			১,২১,০৭৫	১৮,১৬২	৭,৫২০	১,১২৮	১,৪৭,৮৮৫
১১১.	রফিক আহমেদ			১,১১,৬০০	১৬,৭৪০	৭,২০০	১,০৮০	১,৩৬,৬২০
১১২.	নুর মোহাম্মদ			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৮,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১১৩.	নুরুল আমিন			৬০,০০০	৯,০০০	৮,৮০০	৭২০	৭৪,৫২০
১১৪.	নুরুল ইসলাম			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৮,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১১৫.	নুর মোহাম্মদ			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৮,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১১৬.	আব্দুল গোফরান			৫৪,৭২০	৮,২০৮	৮,৮০০	৭২০	৬৮,৪৪৮
১১৭.	ইলিয়াছ			৩১,৮০৮	৪,৭৭২	৮,৮০০	৭২০	৪২,১০০

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
১১৮.	মোহাম্মদ মিয়া			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৪,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১১৯.	মো: ইছাহাক			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৪,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১২০.	সাজেদা বেগম			৫১,৮০৮	৭,৭৭২	৪,৮০০	৭২০	৬৫,১০০
১২১.	হানিফ			৫৪,৭২০	৮,২০৮	৪,৮০০	৭২০	৬৮,৪৪৮
১২২.	খুরশিদা বেগম			৬৩,৩৬০	৯,৫০৪	১৩,২০০	১,৯৮০	৮৮,০৪৪
১২৩.	মো: নুরুল হক	১৪৫/১৪৩		৯,৫৬,১৯৯	১৪,৩৪৩	৪,২০০	৬৩০	৯,৭৫,৩৭২
১২৪.	মুছা মিয়া		পীরবক্সহাট	৪১,৬৩২	৮,৩২৬	৩,০৬০	৪৫৯	৫৩,৪৭৭
১২৫.	আব্দুল জলিল			৩৩,২০০	৬,৬৪০	৩,৬০০	৫৪০	৪৩,৯৮০
১২৬.	মাখন লাল	৩৫		৩৩,২৩৪	৫,৬০০	১,৬২০	২৮৭	৪০,৭৪১
১২৭.	ফজলুল হক	৬/০৭	ফেনি	৬৪,৮০০	১০,০৪৪	১৮,০০০	২,৭০০	৯৫,৫৪৪
১২৮.	মালেকা বেগম	১৯/১৮		৪৩,২০০	৮,৬৪০	১৮,০০০	২,৭০০	৭২,৫৪০
১২৯.	নুর মিয়া	২৯/২৮		১,৭২,৮০০	৩৪,৫৬০	৩৬,০০০	৫,৪০০	২,৪৮,৭৬০
১৩০.	আমিনুর রহমান	৬২/৬১		৩,৮৮,০৮০	৭৭,৬১৬	৯৪,৩৫০	১৪,১৫৩	৫,৭৪,১৯৯
১৩১.	জসিম উদ্দিন	৬৩/৬২		১,৬০,০৮০	২৪,৯১২	১৭,৮৫১	২,৫৭৮	২,০৫,৪২১
১৩২.	নুরুল আবছার	৬৯/৬৮		২১,৬০০	৩,২৪০	৯,০০০	১,৩৫০	৩৫,১৯০
১৩৩.	আজিজুল হক	১০৭	ফাজিলপুর	৮৬,০১৬	১৭,২০৩	৮,৯৬০	১,৩৪৫	১,১৩,৫২৪
১৩৪.	শামছুন নাহার	২০/১৯	ওয়ারেন্স মার্কেট	১,৭১,৩০৪	২৬,৭২৪	৮,০০০	১,২০০	২,০৭,২২৮
১৩৫.	আবুল বাসার	৩৫/৩৪		১,২২,৫৪০	১৮,৩৮১	৬,০০০	৯০০	১,৪৭,৮২১
১৩৬.	মো: আলমগীর	৩৭/৩৬		১,১১,৯৫৯	১৬,৭৯৪	৬,০০০	৯০০	১,৩৫,৬৫৩
১৩৭.	মো: শাহজাহান	৫১/৫০		২৫,৯২০	৪,০৩৫	৫,৪০০	৮১০	৩৬,১৬৫
১৩৮.	আব্দুর রহিম	৬৯/৬৮		৪৩,২০০	৬,৭৪১	১২,০০০	১,৮০০	৬৩,৭৪১
১৩৯.	ইসমাইল হোসেন		পেটুয়া	৭৩,৭২৮	১১,০৫৯	৭,৬০০	১,১৫২	৯৩,৫৩৯
১৪০.	হোসেন আহমেদ			১,৭৪,২৫৮	২৬,১৩৯	৩৬,৩০৪	৫,৪৪৫	২,৪২,১৪৬
১৪১.	আব্দুর রব			৪৩,০০৮	৬,৪৫১	১৭৯২০	৬৮৮	৬৮,০৬৭

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	জেলার নাম	বকেয়ার পরিমাণ (২০১৯-২০ পর্যন্ত)	ভ্যাট	বকেয়ার পরিমাণ (২০২০-২১ পর্যন্ত)	ভ্যাট	মোট বকেয়ার পরিমাণ
১৪২.	মমতাজ উদ্দিন			১,০৫,১৭০	১৫,৭৭৬	১১,৭৬০	১,৭৬৪	১,৩৪,৪৭০
১৪৩.	ফজলে আমিন			৫৮,৫০০	৮,৭৭৫	৫,৬০০	৮৪০	৭৩,৭১৫
১৪৪.	দেওয়ান মোহাম্মদ		দৌলতগঞ্জ	২৬,৫৩২	৩,৯৮০	২২,১১০	৩,৩১৭	৫৫,৯৩৯
১৪৫.	মোস্তফা কামাল			১,২৮,৪৮০	১৯,২৭২	১৬,৮০০	২,৫২০	১,৬৭,০৭২
১৪৬.	দেলোয়ার			৪৮,৯৭২	৭,৩৪৬	৩৪,৯৮০	৫,২৪৭	৯৬,৫৪৫
১৪৭.	রঈ মিয়া			৪১,৯৪০	৬,৫০০	৩৪,৯৫০	৫,২৪৭	৮৮,৬৩৭
১৪৮.	ইসহাক মিয়া			৭৩,০০৮	১,০৯,৫৫১	৩০,৪২০	৪,৫৩৬	২,১৭,৫১৫
১৪৯.	জাহিদুল ইসলাম			৬৮,৫৪৪	১০,২৮২	৭,১৪০	১,০৭১	৮৭,০৩৭
১৫০.	মো: শাহ আলম		চাঁদপুর	১,৮০,০০০	২৭,০০০	৩০,০০০	৪,৫০০	২,৪১,৫০০
১৫১.	ছায়াবানি সিনেমা			৬১,২০০	৯,১৮০	৬,০০০	৯০০	৭৭,২৮০
১৫২.	সেতারা বেগম			৩২,২৮৫	৪,৮৪৩	৩,০০০	৪৫০	৪০,৫৭৮
১৫৩.	রাশেদ আকন্দ			৪৮,১৩৫	৭,২২০	২,৯১০	৪৭৩	৫৮,৭৩৮
মোট =				১১৭,৬৫,৭৮৭	১৭,৮৬,৪৪৯	১৭১৬,২৭৮	২,৫০,৮১০	১,৫৫,১৯,৩২৪

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা এর লাইসেন্স ফি বকেয়ার বিবরণী:

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	স্থান	বকেয়ার সময়কাল	মূল টাকা	জরিমানা	ভ্যাট	আয়কর	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মতিন	১,১২	ঢাকা	২০১৮-২১	১,৪০,০০০	২৮,০০০	২১,০০০	৭,০০০	১,৯৬,০০০
২	আলাউদ্দিন মিয়াজি	১,৩১		২০১৭-২১	৮৭,৫০০	১৭,৫০০	১৩,১২৫	৪,৩৭৫	১,২২,৫০০
৩	শফিকুল ইসলাম	১,৪৩		২০১৯-২১	১,০৫,০০০	২১,০০০	১৫,৭৫০	৫,২৫০	১,৪৭,০০০
৪	খোরশেদ আলম	১,৫৭		২০১৮-২১	৭০,০০০	১৪,০০০	১০,৫০০	৩,৫০০	৯৮,০০০
৫	বাবুল সরকার	১,৬৭		২০১৯-২১	১,০৫,০০০	২১,০০০	১৫,৭৫০	৫,২৫০	১,৪৭,০০০
৬	রেজিয়া বেগম	১,৮০		২০১৮-২১	৭০,০০০	১৪,০০০	১০,৫০০	৩,৫০০	৯৮,০০০
৭	মোস্তাক আহাম্মদ	১,৯৯		২০১৭-২১	৭০,০০০	১৪,০০০	১০,৫০০	৩,৫০০	৯৮,০০০
৮	গিয়াস উদ্দিন	১,১০১		২০১৬-২১	৬৩,০০০	১২,৬০০	৯,৪৫০	৩,১৫০	৮৮,২০০
৯	বাবুল রিবেরো	১,১১৯		২০১৭-২১	২,৬২,৫০০	৫২,৫০০	৩৯,৩৭৫	১৩,১২৫	৩,৬৭,৫০০
১০	সৈয়দ এনামুল আজম	১,১২০		২০১৫-২১	১,১৭,৬০০	২৩,৫২০	১৭,৬৪০	৫,৮৮০	১,৬৪,৬৪০
১১	তমতম ইসরাম	১,২২৮		১৯৯৩-২১	১,১৮,৮৮৯	২৩,৬৬৭	১৭,৮৩৩	৫,৯৪৪	১,৬৬,৩৩৩
১২	নজরুল ইসলাম	১,২৩৩		১৯৯৩-২১	১,২৪,৭৮২	২৪,৯৫৬	১৮,৭১৭	৬,২৩৯	১,৭৪,৬৯৪
১৩	মোসারফ হোসেন	৩,৩৯	ময়মনসিংহ	২০০১-২০	১,০০,৮০০	২০,১৬০	১৫,১২০	৫,০৪০	১,৪১,১২০
১৪	আব্দুল মান্নান	৩,৪০		২০০০-২০	১,৩৪,৪০০	২৬,৮৮০	২০,১৬০	৬,৭২০	১,৮৮,১৬০
১৫	হাফিজ উদ্দিন খান	৩,১৫১		২০১৩-২০	২৫,২০০	৫,০৪০	৩,৭৮০	১,২৬০	৩৫,২৮০
১৬	মুফিজ	৩,২২৮		২০১৬-২০	৯,৬০০	১,৯২০	১,৪৪০	৪৮০	১৩,৪৪০
১৭	হাসান আলী	৩,২৩৪		২০০৫-২০	৪৪,৮৪০	৮,৯৬৮	৬,৭২৬	২,২৪২	৬২,৭৭৬
১৮	শফিউল্লা	৩,২৫৫		২০০৭-২০	২৮,৪৮৭	৫,৬৯৭	৪,২৭৩	১,৪২৪	৩৯,৮৮১
১৯	হারুন রশিদ	৩,২৫৬		২০১৫-২০	৪২,৯৭৪	৮,৫৯৪	৬,৪৪৬	২,১৪৮	৬০,১৬২

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বাল্যম বহির পৃঃ নং	স্থান	বকেয়ার সময়কাল	মূল টাকা	জরিমানা	ভ্যাট	আয়কর	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০	আব্দুল জব্বার	৩,২৭০		২০১৫-২০	৪১,৯৮৯	৮,৩৮৯	৬,৫৯২	২,১৯৭	৫৯,১৬৭
২১	আলা উদ্দিন	৩,২৭২		১৯৯৮-২০	৭৮,৮৩৫	১৫,৭৬৭	১১,৮২৫	৩,৯৪১	১১০,৩৬৮
২২	মনিন্দ্র চন্দ্র	৩,২৮৭		২০১৩-২০	২১,৭৩৫	৪,৩৪৭	৩,২৬০	১,০৮৬	৩০,৪২৮
২৩	রফিজ উদ্দিন	৩,৩২৭		২০১১-২০	৩৪,৭৪০	৬,৯৪৮	৫,২১১	১,৭৩৭	৪৮,৬৩৬
২৪	রুহুল আমিন	৩,৩৩৩		২০০২-২০	২৭,৯১৮	৫,৫৮৩	৪১,০৮৭	১,৩৯৫	৭৫,৯৮৩
২৫	আব্দুল আজিজ	৩,৩৮৩		২০১২-২০	৩১,১৬৯	৬,২৩৩	৪,৪৭৫	১,৫৫৮	৪৩,৪৩৫
২৬	মো: হযরত আলী	৪১	জামালপুর	২০১৮-২০	৯,০০০	১,৮০০	১,৩৫০	৪৫০	১২,৬০০
২৭	সানাউল হক	৪২		২০১৬-২০	১৪,৪০০	২,৮৮০	২,১০৬	৭২০	২০,১০৬
২৮	আব্দুল হান্নান	৪৭		২০১৬-২০	৪১,৪৫৫	৮,২৯১	৬,২১৮	২,০৭২	৫৮,০৩৬
২৯	মো: এছাহাক আলী	৪১০		২০১৪-২০	৫০,৪০০	১০,০৮০	৭,৫৬০	২,৫২০	৭০,৫৬০
৩০	মো: দিদারুল আলম	৪১৬		২০১৬-২০	৪৯,৩৫৪	৯,৮৭০	৭,৪০৩	২,৪৬৭	৬৯,০৯৪
৩১	দীলিপ কুমার দে	৪১৮		২০০১-২০	৫০,০৬০	১০,০১২	৭,৫০৯	২,৫০৩	৭০,০৮৪
৩২	মির্জা মাসুদুর রহমান	৪২০		২০০৮-২০	৩০,০০০	৬,০০০	৪,৫০০	১,৫০০	৪২,০০০
৩৩	মো: মফিজ উদ্দিন	৪৬৩	বিদ্যাগঞ্জ	২০০২-২০	৪৭,১৬৯	৯,৪৩৩	৭,০৭৪	২,৩৫৮	৬৬,০৩৪
৩৪	আব্দুল রাজ্জাক	৪৬৮		২০০০-২০	৫২,১১৭	১০,৪২৩	৭,৮১৭	২,৬০৫	৭২,৯৬২
৩৫	জিন্নাত আলী	৪,২১৩	নান্দিনা	২০১৬-২০	২৪,০০০	৪,৮০০	৩৬,০০০	১,২০০	৬৬,০০০
৩৬	মোহরার আলী	৪,২১৯		২০১০-২০	২৪,৩০০	৪৮,০৬০	৩৬,০৪৫	১,২১৫	১,০৯,৬২০
৩৭	আব্দুল সালাম	৪,২৪১		২০১৬-২০	৩৮,৪০০	৭,৬৮০	৫,৭৬০	১,৯২০	৫৩,৭৬০
৩৮	শফিকুল ইসলাম	৪,২৫৭	মেলাদহ	২০০৬-২০	৩৮,৮৯৬	৭,৭৪৯	৫,৮৩৪	১,৯৪৪	৫৪,৪২৩
৩৯	মুসাফ খান	৪,২৭০	ইসলামপুর বাজার	১৯৯৮-২০	৩৩,৪৫০	৬,৬৯০	৫,০১৭	১,৬৭২	৪৬,৮২৯
৪০	সামশুল হুদা	৪,৩২৬	কেনদুয়া বাজার	১৯৯৯-২০	৩৬,১৮৪	৭,২৩৬	৫,৪২৭	১,৮০৯	৫০,৬৫৬
৪১	মো: তয়ছন আলী	৪,৩৩৪		১৯৯৭-২০	৪৫,৯৪৯	১১,৪৮৭	৮,৬১৫	২,৮৭১	৬৮,৯২২

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বালাম বহির পৃঃ নং	স্থান	বকেয়ার সময়কাল	মূল টাকা	জরিমানা	ভ্যাট	আয়কর	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪২	মো: তিব্বত সরকার	৪,৩৪৪	ইসলামপুর বাজার	২০০৯-২০	৩৪,৭৫৬	৬,৯৬১	৫,২১৩	১,৭৩৭	৪৮,৬৬৭
৪৩	মোশারফ হোসেন	৫৩১	শ্যামগঞ্জ	২০০৪-২০	৪৭,৫০৫	৯,৫০১	৭,১২৫	২,৩৭৫	৬৬,৫০৬
৪৪	মো: নুরুল আলম	৫৩৪	মোহনগঞ্জ	১৯৯৬-২০	৬৪,৯৭০	১২,৯৯৪	৯,৭৪৫	৩,২৪৮	৯০,৯৫৭
৪৫	মো: ফজর রহমান	৫৩৯		১৯৯৮-২০	৭০,৪৩৮	১৪,০৮৭	১০,৫৬৫	৩,৫২১	৯৮,৬১১
৪৬	আনিসুর রহমান	৫৪২		২০০৩-২০	৫৫,৬৬৩	১১,১৩২	৮,৩৪৯	২,৭৮৩	৭৭,৯২৭
৪৭	নুর আহম্মদ	৫৪৪		২০০৪-২০	৪৪,২৩১	৮,৮৪৬	৬,৬৩৪	২,২১১	৬১,৯২২
৪৮	লোকমান আলী	৫৪৭		২০০৫-২০	৩২,৭৯২	৬,৫৫৮	৪,৯১৮	১,৬৩৯	৪৫,৯০৭
৪৯	মো: বাচ্চু মিয়া	৫,১০৭	শ্যামগঞ্জ	১৯৯৯-২০	৪২,১৩৫	৮,৪২৭	৬,৩২০	২,১০৬	৫৮,৯৮৮
৫০	মো: নুরুল আমিন খান	৫,১১৪	মোহনগঞ্জ	২০০৩-২০	৫০,৭৭৬	১০,১৫৫	৭,৬১৬	২,৫৩৮	৭১,০৮৫
৫১	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	৫,১১৮		২০১০-২০	৫০,৯৩৫	১০,১৮৭	৭,৬৪০	২,৫৪৬	৭১,৩০৮
৫২	মো: তারা মিয়া	৫,১৫৮	গাছিহাটি	১৯৯৯-২০	৫৪,৯১০	১০,৯৮২	৮,২৩৬	২,৭৪৫	৭৬,৮৭৩
৫৩	অরুণী সূত্রধর	৫,১৬৫		১৯৯৬-২০	৫৩,১৮০	১০,৬৩৬	৭,৯৭৭	২,৬৫৯	৭৪,৪৫২
৫৪	আয়ুব আলী	৫,২১১	কিশোরগঞ্জ	১৯৯৮-২০	২,২২,৪৪০	৪৪,৪৯২	৩৩,৩৬৯	১১,১২৩	৩,১১,৪২৪
৫৫	মো: বিল্লাল মিয়া	৫,২৩৬		২০০১-২০	৪৮,৭৫৭	৯,৭৫১	৭,৩১৩	২,৪৩৭	৬৮,২৫৮
৫৬	মো: সাইদুর রহমান	৫,২৬২		২০০৮-২০	১,০৯,৯২৪	২১,৯৮৪	১৬,৪৮৮	৫,৪৯৬	১,৫৩,৮৯২
৫৭	জনতা বেগম	৫,৩২৩	মোহনগঞ্জ	২০০১-২০	৪৪,১১৫	৮,৮২৩	৬,৬১৭	২,২০৫	৬১,৭৬০
৫৮	ইমতিয়াজ আহম্মদ	৫,৩৩১	শ্যামগঞ্জ	১৯৯৯-২০	৬৫,৩৫৬	১৩,৭৭১	৯,৮০৩	৩,২৭৬	৯২,২০৬
৫৯	এমদাদুল হক চৌধুরী	৫,৩৪৪	নেত্রকোনা	১৯৯৫-২০	১,০৮,৩৬৪	২১,৬৭২	১৬,২৫৪	৫,৪১৮	১,৫১,৭০৮
৬০	মো:হোসেন আলী	৫,৪১৮	হিরনপুর	২০০৯-২০	৪০,২৩০	৮,০৪৬	৬,০৩৪	২,০১২	৫৬,৩২২
৬১	মো: লাল মিয়া	৫,৪৩৬	নেত্রকোনা	২০১৩-২০	৬৯,২৯২	১৩,৮৫৮	১০,৩৯৩	৩,৬৬৪	৯৭,২০৭
৬২	জীবন খান	৫,৪৪৩		১৯৯৯-২০	১,৩১,১৬০	২৬,২৩২	১৯,৬৭৪	৬,৫৫৮	১,৮৩,৬২৪
৬৩	মো: মোজাহারুল ইসলাম	৫,৪৫৭		১৯৯৯-২০	১,০৮,০০০	২১,৬৬৩	১৬,২৪৭	৫,৪১৫	১,৫১,৩২৫

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বাল্যম বহির পৃঃ নং	স্থান	বকেয়ার সময়কাল	মূল টাকা	জরিমানা	ভ্যাট	আয়কর	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬৪	আবুল খায়ের	৮১৬	আশুগঞ্জ	২০১৩-২০	৬৮,৬৪৭	১৩,৭২৯	১০,২৯৬	৩৪৩	৯৩,০১৫
৬৫	মোঃ আনাম শাহ্	৮২২		২০০৭-২০	৬৮,৮৩৬	১৩,৭৬৭	১০,৩২৫	৩,৪৪১	৯৬,৩৬৯
৬৬	আবু সৈয়দ	৮২৬		১৯৮৪-২০	৪৪,২২৪	৮,৮৪৪	৬,৬৩৩	২,২১১	৬১,৯১২
৬৭	সাহাদত হোসেন খান	৮,১১৯	বি-বাড়ীয়া	২০১৫-২০	২৭,০০০	৫,৪০০	৪,০৫০	১,৩৫০	৩৭,৮০০
৬৮	খালেদ শাহ্	৮,১২৪	আখাউড়া	২০১৫-২০	৪৭,১৬০	৯,৪৩২	৭,০৭৬	২,৩৫৮	৬৬,০২৬
৬৯	রফিকুল ইনলাম	৮,২১২		২০১৫-২০	৯০,০০০	১৮,০০০	১৩,৫০০	৪৫,০০০	১,৬৬,৫০০
৭০	রফিকুল ইনলাম	৮,২১৪		২০১৪-২০	৯,৯০০	১,৯৮০	১,৪৮৫	৪৯৫	১৩,৮৬০
৭১	আব্দুল হামিদ	১৫৭	বড়লেখা	২০১৫-২০	৭২,০০০	১৪,৪০০	১০,৮০০	৩,৬০০	১,০০,৮০০
৭২	মেজবা উজ্জামান	১৫৮		২০১৪-২০	৫০,৪০০	১০,০৮০	৭,৫৬০	২,৫২০	৭০,৫৬০
৭৩	মহিব আলী	১৫৮		২০০৭-২০	১,০৫,০০০	২১,০০০	১৫,৭৫০	৫,২৫০	১,৪৭,০০০
৭৪	সামশুদ্দীন	১,৫২৩		২০০৭-২০	১,০৫,০০০	২১,০০০	১৫,৭৫০	৫,২৫০	১,৪৭,০০০
৭৫	আবু আহা হাবিবুর রহমান	১,৫২৪		২০১০-২০	১,৩২,০০০	২৬,৪০০	১৯,৮০০	৬,৬০০	১,৮৪,৮০০
৭৬	বশির আহাম্মদ	১,৫৫৯		২০০৩-২০	১,৩৫,০০০	২৭,০০০	২০,২৫০	৬,৭৫০	১,৮৯,০০০
৭৭	ফুলাই বিবি	১,৫৬৯		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৭৮	হাজী এসএম রাজ্জাক	১,৫৭১		২০১৫-২০	১,২৬,০০০	২৫,২০০	১৮,৯০০	৬,৩০০	১,৭৬,৪০০
৭৯	রেজাউল হক	১,৫৭২		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮০	আব্দুল শুক্কুর	১,৫৭৪		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮১	জুলেখা বেগম	১,৫৭৭		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮২	ফুলাই বিবি	১,৫৭৯		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮৩	ফুলাই বিবি	১,৫৮০		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮৪	ফুলাই বিবি	১,৫৮৩		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮৫	হাজী এসএম রাজ্জাক	১,৫৮৪		২০১৫-২০	১,২৬,০০০	২৫,২০০	১৮,৯০০	৬,৩০০	১,৭৬,৪০০

ক্রঃ নং	লাইসেন্সধারীগণের নাম	বাল্যম বহির পৃঃ নং	স্থান	বকেয়ার সময়কাল	মূল টাকা	জরিমানা	ভ্যাট	আয়কর	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৬	জাহেদ আহাম্মদ	১,৫৮৫		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৮৭	রেজাউল হক	১,৫৮৬		২০১৫-২০	১,২৬,০০০	২৫,২০০	১৮,৯০০	৬,৩০০	১,৭৬,৪০০
৮৮	রেহেনা আফরোজ রুমি	১,৫৮৭		২০১৫-২০	১,২৬,০০০	২৫,২০০	১৮,৯০০	৬,৩০০	১,৭৬,৪০০
৮৯	আহাম্মদুল হক	১,৫৮৮		২০১৫-২০	১,২৬,০০০	২৫,২০০	১৮,৯০০	৬,৩০০	১,৭৬,৪০০
৯০	আহা: আব্দু: ওয়াদুদ	১,৫৮৯		২০০৭-২০	২,৫২,০০০	৫০,৪০০	৩৭,৮০০	১২,৬০০	৩,৫২,৮০০
৯১	মো: ছাদেক মিয়া	১,৫৯১		২০০৭-২০	৯৪,৫০০	১৮,৯০০	৯,৬৭৫	৩,২২৫	১,২৬,৩০০
মোট =					৮০,৩৯,৬৮৮	১৬,৫৪,০৫০	১৩,০৪,৯৫০	৪,৩৮,৭৭২	১,১৪,৩৭,৪৬০

বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী (সারসংক্ষেপ) :

ক্রমিক নং	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নাম	অনাদায়ী টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
ক.	বিএডিসি	৭৭,০৩,৩৯,০৫৬.০০	৭/২.১
খ.	পার্বতীপুর পৌরসভা	১৯,৩৯,০১,০৯১.০০	৭/২.২
গ.	পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর স্টেশনে ৬২ জন ব্যক্তি	৪,১৪,৮৩,১৪৫.০০	৭/২.৩
ঘ.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেড	৩,৭০,৮৯,৭৯২.০০	৭/২.৪
ঙ.	প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড	২,৪৩,৬৮,৮১৮.০০	৭/২.৫
চ.	জনাব আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন	৯৫,৯৭,৫০৪.০০	৭/২.৬
ছ.	ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	৩৫,২৪,৯৯৩.০০	৭/২.৭
জ.	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ	৩৫,০০,০০০.০০	৭/২.৮
	সর্বমোট=	১০৮,৩৮,০৪,৩৯৯.০০	

লালমনিরহাট ও পাকশী বিভাগে বিএডিসি এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি আদায়ের বিবরণী (সারসংক্ষেপ) :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বিভাগের নাম	বকেয়া টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫
০১.	২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১	লালমনিরহাট	৮,৩৭,৯৯,৮৭৪.০০	৭/২.১.১
০২.	২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১	পাকশী	৫৬,৯১,৭২,২৩৫.০০	৭/২.১.২
০৩.	০৪/১২/১৯৮০ হতে ৩০/৬/২০১৭	পাকশী ও লালমনিরহাট	১১,৭৩,৬৬,৯৪৭.০০	৭/২.১.৩
		সর্বমোট=	৭৭,০৩,৩৯,০৫৬.০০	

লালমনিরহাট বিভাগে বিএডিসি এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্থানের নাম	অর্থবছর	আচ্ছাদিত			খোলা			মোট টাকার পরিমাণ (প্রতি অর্থবছর)	মোট বকেয়া লাইসেন্স ফি	ভ্যাট ও উৎসে কর (১৫% ও ৫%)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
			ব্যবহৃত জায়গা	দর	টাকার পরিমাণ	ব্যবহৃত জায়গা	দর	টাকার পরিমাণ				
১	২	৩	৪	৫	৬ (৪×৫)	৭	৮	৯ (৭×৮)	১০ (৬+৪)	১১ (১০×৪ বছর)	১২ (১১×২০%)	১৩ (১১+১২)
০১.	মহেন্দ্রনগর	২০১৭- ১৮ হতে	৯৩,৬৪৮	১৬.০০	১৪,৯৮,৩৬৮	১,৪৪,২১৬	১২.০০	১৭,৩০,৫৯২	৩২,২৮,৯৬০	১,২৯,১৫,৮৪০	২৫,৮৩,১৬৮	১,৫৪,৯৯,০০৮
০২.	বগুড়া		০	০	০	৩৭,৮০০	৩২.০০	১২,০৯,৬০০	১২,০৯,৬০০	৪৮,৩৮,৪০০	৯,৬৭,৬৮০	৫৮,০৬,০৮০
০৩.	রংপুর		৪২,৬২৫	৫০.০০	২১,৩১,২৫০	৮৯,৬৩৮	৩২.০০	২৮,৬৮,৪১৬	৪৯,৯৯,৬৬৬	১,৯৯,৯৮,৬৬৪	৩৯,৯৯,৭৩২.৮০	২,৩৯,৯৮,৩৯৬.৮
০৪.	শিবগঞ্জ	২০২০- ২১	৭৯,৬৪৪	১৬.০০	১২,৭৪,৩০৪	১,৮৭,১২৬	১২.০০	২২,৪৫,৫১২	৩৫,১৯,৮১৬	১,৪০,৭৯,২৬৪	২৮,১৫,৮৫২.৮০	১,৬৮,৯৫,১১৬.৮
০৫.	পঞ্চগড়		৩৩,৮৫৯	২৫.০০	৮,৪৬,৪৭৫	২,৪৩,৫৮৬	১৫.০০	৩৬,৫৩,৭৯০	৪৫,০০,২৬৫	১,৮০,০১,০৬০	৩৬,০০,২১২	২,১৬,০১,২৭২
সর্বমোট =									১,৭৪,৫৮,৩০৭	৬,৯৮,৩৩,২২৮	১,৩৯,৬৬,৬৪৫.৬০	৮,৩৭,৯৯,৮৭৪

পাকশী বিভাগে, বিএডিসি এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্থানের নাম	অর্থবছর	আচ্ছাদিত			খোলা			মোট টাকার পরিমাণ (প্রতি অর্থবছর)	মোট বকেয়া লাইসেন্স ফি	ভ্যাট ও উৎসে কর (১৫% ও ৫%)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
			ব্যবহৃত জায়গা (বর্গফুট)	দর	টাকার পরিমাণ	ব্যবহৃত জায়গা (বর্গফুট)	দর	টাকার পরিমাণ				
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৪×৫)	৭	৮	৯ = (৭×৮)	১০=(৬+৯)	১১= (১০×৪)	১২ (১১×২০%)	১৩= (১১+১২)
১.	পার্বতীপুর	২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১	৬০,৮৩৩	৫০	৩০,৪১,৬৫০	৬,২১,৬০৩	৩২	১,৯৮,৯১,২৯৬	২,২৯,৩২,৯৪৬	৯,১৭,৩১,৭৮৪	১,৮৩,৮৬,৩৫৬.৮	১১,০০,৭৮,১৪০.৮
২.	বিরামপুর		৪৬,৪১৬	১৬	৭,৪২,৬৫৬	১,১৭,৭৯২	১২	১৪,১৩,৫০৪	২১,৫৬,১৬০	৮৬,২৪,৬৪০	১৭,২৪,৯২৮	১,০৩,৪৯,৫৬৮
৩.	জয়পুরহাট		০	০	০	৬৭,০৮২	৩০	২০,১২,৪৬০	২০,১২,৪৬০	৮০,৪৯,৮৪০	১৬,০৯,৯৬৮	৯৬,৫৯,৮০৮
৪.	রাজশাহী		৫৪,০০৮	৫০	২৭,০০,৪০০	৫৪,১০১	৩২	১৭,৩১,২৩২	৪৪,৩১,৬৩২	১,৭৭,২৬,৫২৮	৩৫,৪৫,৩০৫.৬	২,১২,৭১,৮৩৩.৬
৫.	আমনূরা		৪৬,৭১১	২৫	১১,৬৭,৭৭৫	১,২১,০৫৩	১৫	১৮,১৫,৭৯৫	২৯,৮৩,৫৭০	১,১৯,৩৪,২৮০	২৩,৮৬,৮৫৬	১,৪৩,২১,১৩৬
৬.	রহনপুর		৩১,৭০৯	২৫	৭,৯২,৭২৫	১,৮৭,৭৪৪	১৫	২৮,১৬,১৬০	৩৬,০৮,৮৮৫	১,৪৪,৩৫,৫৪০	২৮,৮৭,১০৮	১,৭৩,২২,৬৪৮
৭.	মুলাডুলি		৪১,৭০২	২৫	১০,৪২,৫৫০	১,৬৭,২৭০	১৫	২৫,০৯,০৫০	৩৫,৫১,৬০০	১৪,২০,৬,৪০০	২৮,৪১,২৮০	১,৭০,৪৭,৬৮০
৮.	উল্লাপাড়া		৮৯,০৫৯	২৫	২২,২৬,৪৭৫	৮৬,৬৮৪	১৫	১৩,০০,২৬০	৩৫,২৬,৭৩৫	১,৪১,০৬,৯৪০	২৮,২১,৩৮৮	১,৬৯,২৮,৩২৮
৯.	সান্তাহার		১,৮১,৬২৪	৫০	৯০,৮১,২০০	১৪,৯৭,৩৭২	৩২	৪,৭৯,১৫,৯০৪	৫,৬৯,৯৭,১০৪	২২,৭৯,৮৮,৪১৬	৪,৫৫,৯৭,৬৮৩.২	২৭,৩৫,৮৬,০৯৯.২
১০.	আহসানগঞ্জ		২৬,১৫৩	২৫	৬,৫৩,৮২৫	৫৫,৭৮৬	১৫	৮,৩৬,৭৯০	১৪,৯০,৬১৫	৫৯,৬২,৪৬০	১১,৯২,৪৯২	৭১,৫৪,৯৫২
১১.	নাটোর		১,৫০,৩০৫	৫০	৭৫,১৫,২৫০	২,৩০,৩৩১	৩২	৭৩,৭০,৫৯২	১,৪৮,৮৫,৮৪২	৫,৯৫,৪৩,৩৬৮	১,১৯,০৮,৬৭৩.৬	৭,১৪,৫২,০৪১.৬
সর্বমোট									১১,৮৫,৭৭,৫৪৯	৪৭,৪৩,১০,১৯৬	৯,৪৮,৬২,০৩৯	৫৬,৯১,৭২,২৩৫



তারিখঃ ২৬/১০/২০১৬ ইং।

।।।।। : বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি স্টেশন এলাকার রেলভূমির লাইসেন্স ফি পরিশোধ সংক্রান্ত দ্বিপক্ষীয় আলোচনা অন্তর্গত প্রসঙ্গে।

২। জঁর পত্র নং- ৫৪.০১.২৬০০.০১২.৩৫.০১১.১৪ (অ-১)-১৬৬, তারিখ- ০৮/০৩/২০১৬ইং।

২। বিএডিসি সর্বশেষ ১৯৯২ সালে রেলওয়ের লাইসেন্স ফি পরিশোধ করে। এরপর লাইসেন্স গ্রহণের পর বিএডিসি কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ লাইসেন্স ফি পরিশোধ করে লাইসেন্স ও চুক্তিপত্র নবায়ন করা হয় নি বা রেলওয়ের জমি রেলওয়ে কর্তৃক বরাদ্দ হওয়ার হস্তান্তর করেনি। বিএডিসি কর্তৃক পৈন্য নিওট ১৬টি স্টেশনের ১১১.৮৭ একর রেলজমি ছাপানাদি ব্যবহার বাবদ ০৪/১২/১৯৮০ হতে ৩০/৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১১,৩১,৬৬.৯৪৭/- টাকা পাওনা রয়েছে। (পরিশিষ্ট-খ)

৩। চুক্তি পত্রের ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫ বছর অতিক্রম হওয়ার পর ৬ষ্ঠ বছরে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফি জমা দান করার পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য লাইসেন্স নবায়নের সুযোগ ছিল। কিন্তু বিএডিসি কর্তৃপক্ষ চুক্তিপত্র নবায়ন করেন নাই। চুক্তিপত্র নবায়ন করা হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রেলভূমি লাইসেন্স দাতার অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে মর্মে চুক্তির ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

৪। মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি ঢাকা এর ১৯.৩.১২ তারিখের পত্রের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে থাকায় রেলপথে সাইডিং জেলা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তবে আশাচক্রে জায়গাগুলো বাংলাদেশ রেলপথে কর্তৃপক্ষকে দখল হওয়ায় দেয়া হয়নি। বিএডিসির তরফ হতে প্রাপ্ত পত্র মারফত জানা যায় যে তাদের কিছু স্থান ও রেলভূমি বিভিন্ন সংস্থার অনুন্মুক্ত অবৈধভাবে দখল হওয়ার কারণে রয়েছে যা চিহ্নিত ৮নং হস্টেডে পরিপত্র।

৫। বিএডিসি বয়সের রেভেনুয়ের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আশ্বস্তগণায় সভা অনুষ্ঠানসহ পাওনা পরিশোধের জন্যে বহুবায় তগিদ পন্ম দেয়া সন্তেও বকোমা পরিশোধ না কুরা দেলওয়েও ত্রুসপর্ণিত বিভাগের নির্ধারিত বার্ষিক ঝায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরন চমভাভে ব্যাহত হজে অভ প্রতি বহর এ পান্ডার পরিকান ক্রমাবে তগি পাছে। সে মােহে বিপুল পরিমান অর্থ অনাদায় থাকায় আউ আপতি উগাতিত হজেহ।

৬। বিএডিসি বরাবর বাবাবার তাগিদপত্র এবং বার্ষিকতায় ১৯১৩ সালের পিডিআর গ্র্যান্টের আওতায় মামলা দায়ের হবে মর্মে অবহিত করা সত্ত্বেও বাক্য্যাপত্তা পরিশোধে কোন প্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বরং মকদ্দমাখণ্ডক (সার ব্যাঘ্রাধন), বিএডিসি, ঢাকা এর ০২/০২/২০১৬ তারিখের স্মারক নং- ১২.২৪৩.০১৮.০৪.১৩.০০৮.২০১০-১০৪৯ জিওএছের মাধ্যমে রেলগুণে পাওনা মন্তুক্ষের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৭। সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাতে রাষ্ট্রীয় মাল্যমাল থাকায় সর্বপরি শক্ত স্থায়ী কাঠামো হওয়ায় এসব অবকাঠামো উচ্ছেদ করাও কঠিনতর।

৮। এমতাবস্থায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশ রেলওয়ের বকেয়া পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরবর্তী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ।

মহা পরিচালক
বাংলাদেশ রেলওয়ে
রেলভবন, ঢাকা।

(ড. মোঃ আব্দুল মান্নান)
চীফ এস্টেট অফিসার (পরিচয়)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যে প্রেরণ করা হলো ।

- ১। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, দিলকুশ বা/এ, ঢাকা।
- ৪। মহাব্যবস্থাপক (পট্টিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
- ৫। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, পাক্কা/লালমনিরহাট।
- ৬। আইন কর্মকর্তা, পট্টিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

পার্বতীপুর পৌরসভা এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	জরিমানা	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ = (৭+৮)	১০ = (৭*২০%)	১১ = (৯+১০)
০১.	পার্বতীপুর	০১/০৭/১৯৯৫খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রি:	২,৭৯,৯১২.৮		১২,০৫,৮৬,৩৬১	১২,০৫,৮৬,৩৬১	২,৪১,১৭,২৭২	১৪,৪৭,০৩,৬৩৩	২,৪১,১৭,২৭২	১৬,৮৮,২০,৯০৫
০২.	পার্বতীপুর	০১/০৭/২০১৯খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রি:	২,৭৯,৯১২.৮	৩২	৮৯,৫৭,২০৯	৮৯,৫৭,২০৯	১৭,৯১,৪৪২	১,০৭,৪৮,৬৫১	১৭,৯১,৪৪২	১,২৫,৪০,০৯৩
০৩.	পার্বতীপুর	০১/০৭/২০২০খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২১খ্রি:	২,৭৯,৯১২.৮	৩২	৮৯,৫৭,২০৯	৮৯,৫৭,২০৯	১৭,৯১,৪৪২	১,০৭,৪৮,৬৫১	১৭,৯১,৪৪২	১,২৫,৪০,০৯৩
					সর্বমোট=	১৩,৮৫,০০,৭৭৯	২,৭৭,০০,১৫৬	১৬,৬২,০০,৯৩৫	২,৭৭,০০,১৫৬	১,৯৩,৯০১,০৯১

অনুচ্ছেদ নং-০৯

পরিশিষ্ট নং-৭/২.৩

সৈয়দপুর ও পার্বতীপুর স্টেশনে ৬২ জন লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর বিবরণী (সারসংক্ষেপ):

ক্রমিক নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের সংখ্যা	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫
০১.	সৈয়দপুর	২৮ জন	২,২২,৮০,১৯৩.০০	৭/২.৩.১
০২.	পার্বতীপুর	৩৪ জন	১,৯২,০২,৯৫২.০০	৭/২.৩.২
		সর্বমোট=	৪,১৪,৮৩,১৪৫.০০	

সৈয়দপুর স্টেশনে ২৮ জন লাইসেন্সীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের নাম	লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	সময়কাল	৩০/৬/১৯ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	০১/৭/১৯ হতে ৩০/৬/২১ পর্যন্ত লাইসেন্স ফি (ভ্যাট, আইটি ও জরিমানাসহ)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	সৈয়দপুর	মো: ফয়েজ আহমেদ	২,৬৪০	২০০৯ - ২০১৯	১০,০৪,৩১২.০০	২,৩৬,৫৪৪.০০	১২,৪০,৮৫৬.০০
২.		আব্দুর রহিম	১,১২০	২০০৭ - ২০১৯	৪,৬৯,৫০৪.০০	১,০০,৩৫২.০০	৫,৬৯,৮৫৬.০০
৩.		সাবির আহমেদ	১,২২২	২০০৯ - ২০১৯	৪,৬৫,১৫৯.০০	১,০৯,৪৯১.০০	৫,৭৪,৬৫০.০০
৪.		মোছ: কহিনুর বেগম	৭৭৫	২০০৯ - ২০১৯	৩,৬৯,৫২০.০০	৬৯,৪৪০.০০	৪,৩৮,৯৬০.০০
৫.		শাহাজাহান আলী	১,২৪৫	২০০৯-২০১৯	৪,৭৪,০৯৬.০০	১,১১,৫৫২.০০	৫,৮৫,৬৪৮.০০
৬.		আব্দুর রশিদ	১,৩৬০	২০০৯-২০১৯	৫,১৭,৮৮৮.০০	১,২১,৮৫৬.০০	৬,৩৯,৭৪৪.০০
৭.		আব্দুল কুদ্দুস সিকদার	১,০২৪	২০০৯-২০১৯	৩,৮৯,৯৩৮.০০	৭১,৭৫০.০০	৪,৮১,৬৮৮.০০
৮.		মোস্তাকুল ইসলাম	৭৫০	২০০৯ - ২০১৯	২,৮৫,৬০০.০০	৬৭,২০০.০০	৩,৫২,৮০০.০০
৯.		বিপুল রায়	১,৩৫০	২০০৫ - ২০১৯	৫,৪০,০০০.০০	১,২০,৯৬০.০০	৬,৬০,৯৬০.০০
১০.		আজিজুল ইসলাম	১,২৮০	২০০২ - ২০১৯	৬,৫৯,৪৫৬.০০	১,১৪,৬৮৮.০০	৭,৭৪,১৪৪.০০
১১.		মো: সিরাজুল ইসলাম	৩,২০০	২০০৯ - ২০১৯	১২,১৮,৫৬০.০০	২,৮৬,৭২০.০০	১৫,০৫,২৮০.০০
১২.		মো: সিদ্দিকুল আলম	১,০৩৫	২০০৯ - ২০১৯	৩,৯৪,১২৮.০০	৯২,৭৩৬.০০	৪,৮৬,৮৬৪.০০
১৩.		মোছা: ইয়াছমিন আলম	১,৭৯৫	২০০৯ - ২০১৯	৬,৮৩,৫৩৬.০০	১,৬০,৮৩২.০০	৮,৪৪,৩৬৮.০০
১৪.		মো: নাছিম কবির	২,১৮৪	২০০৪ - ২০১৯	১০,৪১,৩৩৩.০০	১,৯৫,৬৮৬.০০	১২,৩৭,০১৯.০০
১৫.		মোছা: ইয়াছমিন আলম	২,২০০	২০০৯ - ২০১৯	৮,৩৭,৮৬০.০০	১,৯৭,১২০.০০	১০,৩৪,৯৮০.০০
১৬.		আমেনা খাতুন	১,২০০	২০০৯ - ২০১৯	৪,৫৬,৯৬০.০০	১,০৭,৫২০.০০	৫,৬৪,৪৮০.০০
১৭.		মো: শফিকুল ইসলাম	৬৮৬	২০০৯ - ২০১৯	২,৬১,২২৭.০০	৬১,৪৬৫.০০	৩,২২,৬৯২.০০
১৮.		মো: জহুরুল হক	৭০০	২০০৭ - ২০১৯	২,৯৩,৪৪০.০০	৬২,৭২০.০০	৩,৫৬,১৬০.০০

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের নাম	লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	সময়কাল	৩০/৬/১৯ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	০১/৭/১৯ হতে ৩০/৬/২১ পর্যন্ত লাইসেন্স ফি (ভ্যাট, আইটি ও জরিমানাসহ)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১৯.		শাহনাজ আলম	১,২৫০	২০০৯ - ২০১৯	৪,৭৬,০০০.০০	১,১২,০০০.০০	৫,৮৮,০০০.০০
২০.		মোছ: নাজবিন নাহিদ	২,০০০	২০০৮ - ২০১৯	৮,৩৬,৪০০.০০	১,৭৯,২০০.০০	১০,১৫,৬০০.০০
২১.		ডা: এম রবি সরকার	১,২৪০	২০০৯ - ২০১৯	৪,৭২,১৯২.০০	১,১১,১০৪.০০	৫,৮৩,২৯৬.০০
২২.		মো: আব্দুল হাই	৭৭০	২০০৭ - ২০১৯	৩,২৭,৭১২.০০	৬৮,৯৯২.০০	৩,৯৬,৭০৪.০০
২৩.		মো: আব্দুল হামিদ	১,৬০০	২০০৭ - ২০১৯	৬,৮০,৯৬০.০০	১,৪৩,৩৬০.০০	৮,২৪,৩২০.০০
২৪.		মো: ভোলু	১,৩৫০	২০০৯ - ২০১৯	৫,১৪,০৮০.০০	১,২০,৯৬০.০০	৬,৩৫,০৪০.০০
২৫.		আফসানা ডায়মন্ড	২,২৭৫	২০০২ - ২০১৯	১২,২৩,০৪০.০০	২,০৩,৮৪০.০০	১৪,২৬,৮৮০.০০
২৬.		মো: মোস্তাক আহমেদ	৪,১৮০	২০০২ - ২০১৯	২২,৪৭,১৬৮.০০	৩,৭৪,৫২৮.০০	২৬,২১,৬৯৬.০০
২৭.		আবু সৈয়দ মো: মাহবুবুল হাসান	১,৭০৫	২০০৯ - ২০১৯	৬,৪৯,২৬৪.০০	১,৫২,৭৬৮.০০	৮,০২,০৩২.০০
২৮.		মো: তোজাম্মেল হোসেন	১,৫২১	২০০৯ - ২০১৯	৫,৭৯,১৯৫.০০	১,৩৬,২৮১.০০	৭,১৫,৪৭৬.০০
			৪৩,৬৫৭		১,৮৩,৬৮,৫২৮.০০	৩৮,৯১,৬৬৫.০০	২,২২,৮০,১৯৩.০০

পার্বতীপুর স্টেশনে ৩৪ জন লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের নাম	লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	সময়কাল	৩০/৬/১৯ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	০১/৭/১৯ হতে ৩০/৬/২১ পর্যন্ত লাইসেন্স ফি (ভ্যাট, আইটি ও জরিমানা সহ)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩		৫	৬	৭	৮
১.	পার্বতীপুর	মোকারম হোসেন খন্দকার	৪২০	১৯৮২ - ২০১৯	২,৭৯,৮৮৮.০০	৩৭,৬৩২.০০	৩,১৭,৫২০.০০
২.		তছলিমা খাতুন মাসুদ রানা	২৮০	১৯৮২ - ২০১৯	২,১৯,৯১২.০০	২৫,০৮৮.০০	২,৪৫,০০০.০০
৩.		মাসুদ রানা	৫৯০	২০০৯ - ২০১৯	২,৩১,০৯২.০০	৫২,৮৬৪.০০	২,৮৩,৯৫৬.০০
৪.		সাদেকুল হক সরকার	৫০০	১৯৮২ - ২০১৯	৩,৩৩,২০০.০০	৪৪,৮০০.০০	৩,৭৮,০০০.০০
৫.		আকছেদ আলী	৫২৮	২০০৯ - ২০১৯	২,০৬,৮০৮.০০	৪৭,৩০৯.০০	২,৫৪,১১৭.০০
৬.		খন্দকার রোকেয়া কবির	১,০৮০	২০০৯ - ২০১৯	৪,২৩,০১৫.০০	৯৬,৭৬৮.০০	৫,১৯,৭৮৩.০০
৭.		আবুল কালাম	২,৯৭০	২০০৯ - ২০১৯	১১,৬৩,৩৫০.০০	২,৬৬,১১২.০০	১৪,২৯,৪৬২.০০
৮.		আদুল খালেক মিয়া	২,১০৬	১৯৮২ - ২০১৯	১৪,০৩,৪৩৯.০০	১,৮৮,৬৯৮.০০	১৫,৯২,১৩৭.০০
৯.		আতোয়ারুল ইলাম	১,৫৩০	২০০৯ - ২০১৯	৫৮২,৬২৪.০০	১,৩৭,০৮৮.০০	৭,১৯,৭১২.০০
১০.		মো: কাওছার আহমেদ	৩৮০	১৯৮২ - ২০১৯	২,৫৩,২৩২.০০	৩৪,০৪৮.০০	২,৮৭,২৮০.০০
১১.		মো: কাওছার আহমেদ	৩৮০	১৯৮২ - ২০১৯	২,৫৩,২৩২.০০	৩৪,০৪৮.০০	২,৮৭,২৮০.০০
১২.		ধুব দেব রায়	১,৩৭৬	১৯৮২ - ২০১৯	১০,১০,৫৩৩.০০	১,২৩,২৯০.০০	১১,৩৩,৮২৩.০০
১৩.		ফয়জার রাহমান	২৮৬	১৯৮২ - ২০১৯	১,৯০,৫৯১.০০	২৫,৬২৬.০০	২,১৬,২১৭.০০
১৪.		আবু বকর সিদ্দিকি	৬৮৩	১৯৮২ - ২০১৯	৫,৫৫,১৫২.০০	৬১,১৯৭.০০	৬,১৬,৩৪৯.০০
১৫.		নুরু ইসলাম	৮১৪	১৯৮২ - ২০১৯	৫,৪২,৪৫১.০০	৭২,৯৩৪.০০	৬,১৫,৩৮৫.০০
১৬.		হাসানুর জামান	৩০৮	১৯৮২ - ২০১৯	২,২৬,১৯৪.০০	২৭,৫৯৭.০০	২,৫৩,৭৯১.০০
১৭.		আব্দুল হান্নান	৯৩০	২০০২ - ২০১৯	৪,৭৯১৬৬.০০	৮৩,৩২৮.০০	৫,৬২,৪৯৪.০০
১৮.		মিজানুর রহমান	১,০১৫	২০০২ - ২০১৯	৫,২২,৯২৮.০০	৯০,৯৪৪.০০	৬,১৩,৮৭২.০০

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের নাম	লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	সময়কাল	৩০/৬/১৯ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	০১/৭/১৯ হতে ৩০/৬/২১ পর্যন্ত লাইসেন্স ফি (ভ্যাট, আইটি ও জরিমানা সহ)	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১৯.		নাছিম ভোলা	৬৮৬	২০০৯ - ২০১৯	২,৬৮,৬৯৪.০০	৬১,৪৬৬.০০	৩,৩০,১৬০.০০
২০.		মোফাজ্জল হোসেন	৪৫১	১৯৮২ - ২০১৯	৫,০০,৪৬৬.০০	৪০,৪১০.০০	৫,৪০,৮৭৬.০০
২১.		আব্দুল হাকিম	৩৩০	১৯৮২ - ২০১৯	২,৪৭,৯০২.০০	২৯,৫৬৮.০০	২,৭৭,৪৭০.০০
২২.		আজাদুল আলম আজাদ	১,১০৪	১৯৮২ - ২০১৯	৭,৩৫,৭০৭.০০	৯৮,৯১৮.০০	৮,৩৪,৬২৫.০০
২৩.		কামাল হোসেন	৩৩০	১৯৮২ - ২০১৯	২,১৯,৯১২.০০	২৯,৫৬৮.০০	২,৪৯,৪৮০.০০
২৪.		রুপা ইসলাম	৫১৩	২০০৫ - ২০১৯	২,৩৪,৭৫০.০০	৪৫,৯৬৫.০০	২,৮০,৭১৫.০০
২৫.		আব্দুর রশিদ	৪,৪৫৩	২০০২ - ২০১৯	২২,৯৪,১৬৭.০০	৩,৯৮,৯৮৯.০০	২৬,৯৩,১৫৬.০০
২৬.		মো: ইউসুফ আলম	৪৬০	২০০২ - ২০১৯	১,৮০,১৭৪.০০	৪১,২১৬.০০	২,২১,৩৯০.০০
২৭.		সাইফুল ইসলাম	৩০০	১৯৮২ - ২০১৯	২,১৪,২০০.০০	২৬,৮৮০.০০	২,৪১,০৮০.০০
২৮.		শরিফুল আলম	৮৯০	২০০৯ - ২০১৯	৩,৪৮,৫৯৫.০০	৭৯,৭৪৪.০০	৪,২৮,৩৩৯.০০
২৯.		রেজওয়ান সিদ্দিকি	৫৩৩	১৯৮২ - ২০১৯	৩,৫৫,১৯২.০০	৪৭,৭৫৭.০০	৪,০২,৯৪৯.০০
৩০.		সিরাজুল ইসলাম	৩৭২	১৯৮২ - ২০১৯	২,৪৭,৯০২.০০	৩৩,৩৩১.০০	২,৮১,২৩৩.০০
৩১.		রেহানা পারভিন	৭২৫	১৯৮২ - ২০১৯	৪,৮৩,১৪০.০০	৬৪,৯৬০.০০	৫,৪৮,১০০.০০
৩২.		মর্জিনা	৬৮০	২০০৯ - ২০১৯	২,৬৬,৩৪৩.০০	৬০,৯২৮.০০	৩,২৭,২৭১.০০
৩৩.		মো: রফিক	৯২০	২০০৯ - ২০১৯	৩,৬০,৩৪৭.০০	৮২,৪৩২.০০	৪,৪২,৭৭৯.০০
৩৪.		মো: ফারুক জামান	১,০২৮	১৯৮২ - ২০১৯	৬,৮৫,০৪২.০০	৯২,১০৯.০০	৭,৭৭,১৫১.০০
		সর্বমোট=	২৯,৯৫১		১,৬৫,১৯,৩৪০.০০	২৬,৮৩,৬১২.০০	১,৯২,০২,৯৫২.০০

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেড খালিশপুর, খুলনা এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	জরিমানা	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৭+৮)	১০= (৭×২০%)	
০১.	খুলনা জংশন	০১/০১/২০০০খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রি:	৫৭,৬০০	৩২	২,৩২,০১,২৮০.০০	২,৩২,০১,২৮০.০০	৪২,৭১,৬১৬.০০	২,৭৪,৭২,৮৯৬.০০	৪৬,৪০,২৫৬.০০	৩,২১,১৩,১৫২.০০
০২.	খুলনা জংশন	০১/০৭/২০১৯খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রি:	৫৭,৬০০	৩২	১৮,৪৩,২০০.০০	১৮,৪৩,২০০.০০	৩,৬৮,৬৪০.০০	২২,১১,৮৪০.০০	৩,৬৮,৬৪০.০০	২৫,৮০,৪৮০.০০
০৩.	খুলনা জংশন	০১/০৭/২০২০খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২১খ্রি:	৫৭,৬০০	৩২	১৮,৪৩,২০০.০০	১৮,৪৩,২০০.০০	১,৮৪,৩২০.০০	২০,২৭,৫২০.০০	৩,৬৮,৬৪০.০০	২৩,৯৬,১৬০.০০
									সর্বমোট=	৩,৭০,৮৯,৭৯২.০০

প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসিএল) এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	মোট স্টেশন সংখ্যা	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	জরিমানা ২০%	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯= (৮×২০%)	১০=(৮+৯)	১১= (৮*২০%)	১২=(১০+১১)
০১.	০২টি	০১/৭/২০০৮	৭৮০	৩৩৫	২,৮৭,৮,৩০০.০০	১২,৮৮০.০০	২৮,৬১,৮২০.০০	৫,৭২,৩৬৪.০০	৩৪,৩৪,১৮৪.০০	২৯,৫৯,৫১৯.০০	২,০৭,১৬,৬৩২.০০
	১০টি	হতে ৩০/৬/২০১৯	৪,৮৯৪	২২৩	১,২০,০৪,৯৮২.০০	৬৯,২০৮.০০	১,১৯,৩৫,৭৭৪.০০	২৩,৮৭,১৫৫.০০	১,৪৩,২২,৯২৯.০০		
০২.	০২টি	০১/৭/২০১৯	৭৮০	৩৩৫	২,৬১,৩০০.০০	০	২,৬১,৩০০.০০	২,৭০,৫৩২.০০	১৬,২৩,১৯৪.০০	২,৭০,৫৩২.০০	১৮,৯৩,৭২৬.০০
	১০টি	হতে ৩০/৬/২০২০	৪,৮৯৪	২২৩	১০,৯১,৩৬২.০০	০	১০,৯১,৩৬২.০০				
০৩.	০২টি	০১/৭/২০২০	৭৮০	৩৩৫	২,৬১,৩০০.০০	০	২,৬১,৩০০.০০	২,৭০,৫৩২.০০	১৬,২৩,১৯৪.০০	২,৭০,৫৩২.০০	১৭,৫৮,৮৬০.০০
	১০টি	হতে ৩০/৬/২০২১	৪,৮৯৪	২২৩	১০,৯১,৩৬২.০০	০	১০,৯১,৩৬২.০০				
	সর্বমোট=										২,৪৩,৬৮,৮১৮.০০

বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ জনৈক ব্যক্তি নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জরিমানা ২০%	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৬×২০%)	৮=(৭+৬)	৯= (৬×২০%)	১০= (৮+৯)
০১.	সৈয়দপুর	০১/৭/১৯৮৪ হতে ৩০/৬/২০১৯	১১,৫৮০	৫২৮	৬১,১৪,২৪০.০০	১২,২২,৮৪৮.০০	৭৩,৩৭,০৮৮.০০	১২,২২,৮৪৮.০০	৮৫,৫৯,৯৩৬.০০
০২.		০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/৬/২০২১	১১,৫৮০	৬৪	৭,৪১,১২০.০০	১,৪৮,২২৪.০০	৮,৮৯,৩৪৪.০০	১,৪৮,২২৪.০০	১০,৩৭,৫৬৮.০০
								সর্বমোট=	৯৫,৯৭,৫০৪.০০

ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক) এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	মোট স্টেশন সংখ্যা	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	জরিমানা	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৭+৮)	১০= (৭×২০%)	১১= (১০+৯)
০১.	১০টি	০১/৭/২০২০	৮,৬৫৪	২২৩	১৯,২৯,৮৪২.০০	১৯,২৯,৮৪২.০০	১,৯২,৯৮৪.০০	২১,২২,৮২৬.০০	৩,৮৫,৯৬৮.০০	২৫,০৮,৭৯৪.০০
০২.	০২টি	হতে ৩০/৬/২০২১	২,৩৩৮	৩৩৫	৭,৮৩,২৩০.০০	৭,৮৩,২৩০.০০	৭৮,৩২৩.০০	৮,৬১,৫৫৩.০০	১,৫৬,৬৪৬.০০	১০,১৮,১৯৯.০০
			সর্বমোট=		২৭,১৩,০৭২	২৭,১৩,০৭২	২,৭১,৩০৭.০০	২৯,৮৪,৩৭৯.০০	৫,৪২,৬১৪	৩৫,২৬,৯৯৩.০০

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	মেয়াদকাল	চুক্তি অনুযায়ী ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ (ভাড়ার পরিমাণ)	বকেয়া টাকার পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭= (৬×২০%)	৮= (৬+৭)	৯
০১.	পাকশী	২০১৯-২০ অর্থবছর	২৫,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	
০২.	পাকশী	০১/০৭/২০২০খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০২১খ্রি:	২৫,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	
						সর্বমোট=	৩৫,০০,০০০.০০	

পার্বতীপুর কাচারির অধীনে লাইসেন্সধারীগণের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবৎ লাইসেন্স ফি আদায় না করায় রেলওয়ের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশনের নাম	লাইসেন্সধারীগণের সংখ্যা	লাইসেন্সকৃত মোট ভূমির পরিমাপ (বর্গফুট)	বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার	বাৎসরিক লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত ৯ বৎসরের মোট লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	২০% জরিমানা সহ মোট লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও আইটি (১৫%+৫%)	মোট টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬=(৪×৫)	৭=(৬×৯ বছর)	৮(৭×২০%+৭)	৯=(৭×২০%)	১০=(৮+৯)
১.	বিরামপুর	৬৯	১৫,০৫০	১২.০০	১,৮০,৬০০.০০	১৬,২৫,৮০০.০০	১৯,৫০,৮৮০.০০	৩,২৫,০৮০.০০	২২,৭৫,৫৬০.০০
২.	পাঁচবিবি	৭৬	২২,৩৭৯	১৫.০০	৩,৩৫,৬৮৫.০০	৩০,২১,১৬৫.০০	৩৬,২৫,৩৯৮.০০	৬,০৮,২৩৩.০০	৪২,২৯,৬৩১.০০
৩.	তিলকপুর	৮৪	২১,৫৮৮.৫	১২.০০	২,৫৯,০৬২.০০	২৩,৩১,৫৫৮.০০	২৭,৯৭,৮৬৯.০০	৪,৬৬,৩১১.০০	৩২,৬৪,১৮০.০০
৪.	আক্কেলপুর	৯০	৩১,১৫০	১৫.০০	৪,৬৭,২৫০.০০	৪২,০৫,২৫০.০০	৫০,৮৬,৩০০.০০	৮,৪১,০৫০.০০	৫৮,৮৭,৩৫০.০০
	সর্বমোট:	৩১৯ জন	৯০,১৬৭.৫		১২,৪২,৫৯৭.০০	১,১১,৮৩,৩৭৩.০০	১,৩৪,২০,০৪৭.০০	২২,৩৬,৬৭৪.০০	১,৫৬,৫৬,৭২১.০০

বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইসেন্স ফি অনাদায়ী থাকায় আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব এর জবাব: বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি কোং লিমিটেড প্রাপ্ত ৮২৬১০ বর্গফুট ভূমি ব্যবহারের জন্য $(৮২৬১০ \times ৩০) = ২৪,৭৮,৩০০/-$ টাকা এবং $(২০৬ \times ৩০) = ৬১৮০/-$ টাকা অর্থাৎ মোট $(৮২৬১০ + ২০৬) = ৮২৮১৬$ বর্গফুট ভূমির জন্য $(২৪৭৮৩০০ + ৬১৮০) = ২৪,৮৪,৮৮০/-$ টাকা জমা প্রদান করেছে। এ ছাড়া ভ্যাট ও আয়করের অর্থ উক্ত কোম্পানি নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আত্মবাদ চট্টগ্রাম এর নিকট হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর হতে বকেয়া আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সর্বশেষ ০২-০১-২০২০ তারিখের সিইও/পূর্ব/৩৯৫/টিএন্ডটি ক্যাবল/অংশ-৩/১১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি রেলওয়ের পাওনা পরিশোধ করেনি। ঢাকা পাওয়ার ডিঃ কোঃ লিমিটেড ঢাকা এর নিকট হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে বকেয়া আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সর্বশেষ ০২-০১-২০২০ তারিখের সিইও/পূর্ব/৩৯৫-সি/টিএন্ডটি ক্যাবল/অংশ-৩/১০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি রেলওয়ের পাওনা পরিশোধ করেনি। স্পীড ট্রেক (প্রাঃ) লিমিটেড চট্টগ্রাম চাহিদার বিপরীতে ১৫,৮৮,১০০/- টাকা পরিশোধ করেছে। জনাব মিয়া মোহাম্মদ আবদুল নাইম বেস্ট ইস্টার্ন লিমিটেড ঢাকা এর মেয়াদ ৩১-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখে শেষ হওয়ার পূর্বেই ১১-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখের সিইও/ক-১/সিএনজি/২২৩/২৬০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ১০-০২-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫৪.০১.২৬০০.০১২.৬০. ০৩৪.১৭-৫২৪ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ০৩-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখের সিইও/ক-১/সিএনজি/২২৩/২৩১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অর্থ জমা দেয়ার পর রেলওয়ের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য বলা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুই বছরের লাইসেন্স ফি ৩০,৯৪,১৭৬/- ভ্যাট ৪,৬৪,১২৬/- টাকা এবং আয়কর বাবদ ১,৫৪,৭০৯/- টাকাসহ সর্বমোট ৩৭,১৩,০১১/- টাকার মধ্যে ০৬-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে এক বছরের লাইসেন্স ফি ১৫,০৯,৩৫৪/- টাকা পরিশোধ করে। বাকী অর্থ $(৩৭১৩০১১ - ১৫০৯৩৫৪) = ২২,০৩,৬৫৭/-$ টাকা আদায় প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলীর জবাব : বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকার জবাব : লাইসেন্সধারীগণ নিয়ম মতে পাওনা পরিশোধ করে লাইসেন্স নবায়নের তাগিদে অত্র বিভাগের সকল মাঠ কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যবসা মন্দা এবং লাইসেন্সধারীগণের অনীহার কারণে পাওনা পরিশোধক্রমে যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়নে ব্যর্থ হলে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বিধান মতে জরিমানাসহ পাওনা আদায় করে লাইসেন্স নবায়নের সুযোগ রাখা আছে। খেলাপী বাণিজ্যিক লাইসেন্স বাতিল লাইসেন্সধারী কর্তৃক ভূমির দখল হস্তান্তর বা তা রেলওয়ের আয়ত্তে আনা বা ঐ ভূমি টেন্ডারের মাধ্যমে পুনঃ লাইসেন্স প্রদান একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ সব ক্ষেত্রে অনাহত মামলারও সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে যথানিয়ম জরিমানাসহ পাওনা আদায় ব্যতিরেকে কোন লাইসেন্স নবায়ন করা হয় না। আপত্তির সাথে প্রদত্ত তালিকা মতে সরেজমিনে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/লালমনিরহাট এবং পাকশী কার্যালয়ের জবাব :

- ক) বিএডিসি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে ১৯৮০ সালে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সাল পর্যন্ত লাইসেন্স ফি পরিশোধ করে। এ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে রেলভূমির ব্যবহার বাবদ বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। এ অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- খ) পার্বতীপুর পৌরসভার নিকট বকেয়া পরিশোধের জন্য সিইও (পশ্চিম) রাজশাহী দপ্তর থেকে পার্বতীপুর পৌরসভার অনুকূলে একাধিক চাহিদাপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া RS রেকর্ডে ৮.৮৬ একর ভূমির মালিকানা নিয়ে পার্বতীপুর পৌরসভার সাথে রেলওয়ের বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৩০ ও ৩১ ধারায় জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস দিনাজপুরে আপত্তি দাখিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

- গ) পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর স্টেশনে ৬২ জন অবৈধ দখলদারের নিকট দখলকালীন সময়ের জন্য ক্ষতি পূরণ চাহিদাপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত চাহিদা পত্রের সর্বমোট ৪,১৪,৮৩,১৪৫.০০ টাকা অনাদায়ী থাকায় (১) নং-ল্যান্ড/পাকশী/কোর্টকেস/জেনারেল/২০১৯(৪)/০৬; তারিখ-১৪/০১/২০২০ মোতাবেক জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার দিনাজপুরের সার্টিফিকেট আদালতে ৩৪ জনের এবং (২) পত্র নং-ল্যান্ড/পাকশী/কোর্টকেস/জেনারেল/২০১৯(৪)/০৭; তারিখ-১৪/০১/২০২০ মোতাবেক জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার নীলফামারী সার্টিফিকেট আদালতে ২৯ জনের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- ঘ) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেড এর নিকট বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য চাহিদা পত্র জারি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- ঙ) প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল) এর নিকট পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য একাধিক চাহিদা পত্র প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকাকালীন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি সিইও (পশ্চিম) দপ্তর রেলওয়ের মহাপরিচালক এর দপ্তরকে অবহিত করেছে।
- চ) জনাব জয়নাল আবেদীনের নিকট ১১৫৮০ বর্গফুট রেলওয়ে ভূমি লাইসেন্স ফি বাবদ পাওনা টাকা আদায়ের জন্য জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার নীলফামারীকে পত্র নং-ল্যান্ড/পাকশী/কোর্টকেস/জেনারেল/২০১৯(৪)/৭; তারিখ-১৪/০১/২০২০ এর মাধ্যমে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী মহোদয় সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা চলমান আছে।
- ছ) বাংলালিংক লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% উৎসে কর আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে চাহিদাপত্র দেওয়া হয়েছে। আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- জ) হার্ডিঞ্জ রেল সেতুর উপর বিদ্যমান ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ভাঙার জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) শুধুমাত্র লাইসেন্স ফি'র টাকা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দপ্তরে জমা দিয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আইটি'র টাকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে (ভ্যাট ও আয়কর বিভাগ) তারা পরিশোধ করে থাকে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী কার্যালয়ের জবাব :

৭ নং ও ৮ নং কাচারির দুই বছরের অধিক বকেয়া লাইসেন্সধারীগণের তালিকা প্রস্তুত পূর্বক পত্র নং-ল্যান্ড/কা:-৮/পার্বতীপুর/বকেয়া লাইসেন্সধারীর তালিকা/বাতিল/২০২০/৪৭ তারিখ ৯/০৮/২০২০ খ্রি. এ বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বাতিল আদেশ জারি হলে পরবর্তী সকল প্রয়োজনীয় সকল আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানানো হবে।

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও/পূর্ব ডিইও/চট্টগ্রাম, ডিইও/ঢাকা এবং সকল সিইও/পশ্চিম, ডিইও/পাকশী ও লালমনিরহাট ও সকল ডিইও/পাকশী।

সৈয়দপুর পৌরসভার নিকট হতে লাইসেন্স ফি অনাদায়ের বিবরণী:

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	মেয়াদকাল	মোট লাইসেন্সকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জরিমানা ২০%	জরিমানাসহ বকেয়া লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯= (৬×২০%)	১০= (৮+৯)	১১
০১.	সৈয়দপুর	১৮/১২/১৯৭৯ হতে ৩০/৬/২০০৫	(২৫.৫০ একর) ১১,১০,৭৮০	-	-	-	১৬,৭৭,৪০,৩৮৩.০০	-	১৬,৭৭,৪০,৩৮৩.০০	পূর্বের বকেয়া (প্রমাণক থেকে)
০২.		০১/৭/২০০৫ হতে ৩০/৬/২০১০	১১,১০,৭৮০	১৬.০০ (৫ বছর)	৮,৮৮,৬২,৪০০.০০	১,৭৭,৭২,৪৮০.০০	১০,৬৬,৩৪,৮৮০	১,৭৭,৭২,৪৮০.০০	১২,৪৪,০৭,৩৬০.০০	২০০৯-১০ অর্থবছরের ভ্যাট ও আয়কর হিসাব করা হয়েছে।
০৩.		০১/৭/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১৮	১১,১০,৭৮০	১৬.০০ (২ বছর) ৩২.০০ (৬ বছর)	২৪,৮৮,১৪,৭২০.০০	৪,৯৭,৬২,৯৪৪.০০	২৯,৮৫,৭৭,৬৬৪.০০	৪,৯৭,৬২,৯৪৪.০০	৩৪,৮৩,৪০,৬০৮.০০	
০৪.		০১/৭/২০১৮ হতে ৩০/৬/২০১৯	১১,১০,৭৮০	৩২.০০ (১ বছর)	৩৫,৫৪,৪৯,৬০.০০	৭১,০৮,৯৯২.০০	৪,২৬,৫৩,৯৫২.০০	৭১,০৮,৯৯২.০০	৪,৯৭,৬২,৯৪৪.০০	
০৫.		০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/৬/২০২১	১১,১০,৭৮০	৩২.০০ (২ বছর)	৭,১০,৮৯,৯২০.০০	১,৪২,১৭,৯৮৪.০০	৮,৫৩,০৭,৯০৪.০০	১,৪২,১৭,৯৮৪.০০	৯,৯৫,২৫,৮৮৮.০০	
সর্বমোট=							৭০,০৯,১৪,৭৮৩.০০	৮,৮৮,৬২,৪০০.০০	৭৮,৯৭,৭৭,১৮৩.০০	

[বিঃ দ্রঃ এক একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিইও/পাকশী।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি বিক্রয়ের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে জমির দখলবৃত্ত প্রদান করায় বাৎসরিক ন্যূনতম লাইসেন্স ফি ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশন/এলাকা	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বিক্রয়/বরাদ্দ পত্র নং ও তারিখ	ভূমির পরিমাণ (একরে)	ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	ভূমির মূল্য বাবদ মোট টাকার পরিমাণ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	বকেয়া টাকার পরিমাণ	বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার (টাকা)	মোট লাইসেন্স ফি (টাকা)	ভ্যাট ও উৎসে আয়কর (১৫%+৫%)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১=(৬×১০)	১২=(১১×২০%)	১৩=(১১+১২)
০১.	পাবনা, শালগাড়িয়া	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), পাবনা	রেবি/ভূস/৩০৭/৮৯-৩১৪; তাং-১৬/১১/৯৩	০.৬০	২৬,১৩৬	৯০,৪৫১.৬০	০	৯০,৪৫১.৬০	৩২.০০	৮,৩৬,৩৫২.০০	১,৬৭,২৭০.৪০	১০,০৩,৬২২.৪০
০২.	সৈয়দপুর	সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয়	রেবি/ভূস/৯০/৯৩ (অংশ-১)-৫৩৯; তাং-৩১/১০/৯৪	০.৬৬	২৮,৭৪৯.৬	১৪,২৬,৯৮৬.০০	০	১৪,২৬,৯৮৬.০০	৩২.০০	৯,১৯,৯৮৭.২০	১,৮৩,৯৯৭.৪৪	১১,০৩,৯৮৪.৬৪
০৩.	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	রেবি/ভূস/১৪/৯২-৬১৫; তাং-১৩/১২/৯৪	৪.৫৯	১,৯৯,৯৪০.৮	২,৭৫,৪০,০০০.০০	০	২,৭৫,৪০,০০০.০০	৫০.০০	৯৯,৯৭,০২০.০০	১৯,৯৯,৪০৪.০০	১,১৯,৯৬,৪২৪.০০
০৪.	খোলাহাটি	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	রেবি/ভূস/৩৯/৯২ (অংশ-১)-৬৯৩; তাং-২৯/১২/৯৭ রেবি/ভূস/৩৯/৯০-১৩৪; তাং-০৭/৪/৯৪	৩৭৩.৬১৫	১,৬২,৭৪,৬৬৯.৮	১,২২,১৪,০২৮.৮৪	০	১,২২,১৪,০২৮.৮৪	১২.০০	১৯,৫২,৯৬,০৩২.৮০	৩,৯০,৫৯,২০৬.৫৬	২৩,৪৩,৫৬২,২৩৯.৩৬
০৫.	লালমনিরহাট	গণপূর্ত অধিদপ্তর	আরএল/১-এ/এল/১১/৮৩/২৬৬; তাং-১০/১০/৮৩	৭.২০	৩,১৩,৬৩২	৪০,৪৮,০০০.০০	০	৪০,৪৮,০০০.০০	১৫.০০	৪৭,০৪,৪৮০.০০	৯,৪০,৮৯৬.০০	৫৬,৪৫,৩৭৬.০০
০৬.	লালমনিরহাট	জেলা প্রশাসন	রেবি/ভূস/৭/৯১-৬২১; তাং-১৮/১২/৯৪	৩.২৬	১,৪২,০০৫.৬	৩২,৬০,০০০.০০	০	৩২,৬০,০০০.০০	১৫.০০	২১,৩০,০৮৪.০০	৪,২৬,০১৬.৮০	২৫,৫৬,১০০.৮০
০৭.	পাবনা	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), পাবনা	রেবি/ভূস/৭/৯২-৬০৩; তাং-০৮/১১/৯৫	৯.৬৫	৪,২০,৩৫৪	৪৩,২৫,০০০.০০	০	৪৩,২৫,০০০.০০	৩২.০০	১,৩৪,৫১,৩২৮.০০	২৬,৯০,২৬৫.৬০	১,৬১,৪১,৫৯৩.৬০
০৮.	রাজশাহী, রাজশাহী কোর্ট	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	রেবি/ভূস/১৩/৯২-৪০০; তাং-২৭/৬/২০০৪	২.৩২৭৬	১,০১,৩৯০.২৫৬	১,৬০,৫২,১০৮.০০	৯,৬৫,৭০০.০০	১,৫০,৮৬,৪০৮.০০	৩০.০০	৩০,৪১,৭০৭.৬৮	৬,০৮,৩৪১.৫৪	৩৬,৫০,০৪৯.২২
				৪০১.৯০২৬	১,৭৫,০৬,৮৭৭.২৫৬	৬,৮৯,৫৬,৫৭৪.৪৪	৯,৬৫,৭০০.০০	৬,৭৯,৯০,৮৭৪.৪৪		২৩,০৩,৭৬,৯৯১.৬৮	৪,৬০,৭৫,৩৯৮.৩৪	২৭,৬৪,৫২,৩৯০.০০

[বিঃ দ্রঃ এক একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও/পশ্চিম।

সৈয়দপুর কাচারির অধীনে ১৫.২১৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ বাৎসরিক রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	ভূমির তফসিল	অন্যের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়া ভূমির পরিমাণ (একর)	অন্যের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়া ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার	টাকার পরিমাণ	লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও আইটি (১৫%+৫%)	মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	২	৪	৫	৬	৭=(৬×৫)	৮= (৭×২০%)	৯=(৭+৮)	৯
১.	সৈয়দপুর	এলএ কেস নং ১/৪২-৪৩, মৌজা-বাঙ্গালীপুর, জেএল নং-৩৮ (নিচু কলোনী এলাকা)	১৫.২১৮৩	৬,৬২,৯০৯	৩২.০০	২,১২,১৩,০৮৮.০০	৪২,৪২,৬১৭.০০	২,৫৪,৫৫,৭০৫.০০	
						সর্বমোট=		২,৫৪,৫৫,৭০৫.০০	

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিইও/পাকশী।

খুলনা-মোংলা পোর্ট রেললাইন স্থাপনের জন্য ফুলতলা স্টেশন এলাকায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেলভূমি ব্যবহার করা সত্ত্বেও লাইসেন্স প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	ঠিকাদার কর্তৃক ভূমি ব্যবহারের সময়কাল	বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার	বাৎসরিক লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	মোট লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	লাইসেন্স ফি এর ওপর ভ্যাট ও আইটি (১৫%+৫%)	মোট টাকার পরিমাণ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৪×৬)	৮(৭×৫)	৯= (৮×২০%)	১০=(৮+৯)	১১
১.	ফুলতলা	৭.৫৬	৩,২৯,৩১৪	২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১= ৪ বৎসর	১২.০০	৩৯,৫১,৭৬৮.০০	১,৫৮,০৭,০৭২.০০	৩১,৬১,৪১৪.০০	১,৮৯,৬৮,৪৮৬.০০	মেসার্স ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ
								সর্বমোট=	১,৮৯,৬৮,৪৮৬.০০	

[বি: দ্র: এক একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিইও/পাকশী।

লালমনিরহাট বিভাগে রেলওয়ের ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়ায় পরিবর্তিত ভূমির ধরণ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি আদায় না করায় বাৎসরিক আদায়যোগ্য টাকার বিবরণী (সারসংক্ষেপ):

ক্রমিক নং	ভূমির প্রকৃতি	পরিবর্তনের ধরণ	মোট ভূমির পরিমাণ (একর/বর্গফুট)	সর্বমোট টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নং
১	২	৩	৪		
০১	জলাশয়	কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে	১৭.৬৫ একর	৭১,১৯০.০০	১২/০১
০২	বাণিজ্যিক	কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে	৫.৮৯ একর (২,৫৬,৫৬৮.৮ বর্গফুট)	৬৮,৭৭,০০৬.০০	১২/০২
			সর্বমোট=	৬৯,৮৮,১৯৬.০০	

লালমনিরহাট বিভাগে রেলওয়ের জলাশয় ভূমি কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় বাৎসরিক আদায়যোগ্য টাকার বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশন	তফসিল	জলাশয়ের পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	জলাশয়ের ধরণ	জলাশয়ের লাইসেন্স ফি এর হার (একর প্রতি)	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জলাশয় হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৪×৩০০০.০০)	৯(৪×৭)	১০(৯-৮)	১১
১.	তিস্তা	মৌজা- তিস্তা, জে এল নং-৫৯এসএ খণ্ড নং- ০৩, এসএ দাগ নং- ১৪৫১,১৪৫২,১৪৫৩/অংশ (১)	০.৩৯	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,১৭০.০০	৪,৬৮০.০০	৩,৫১০.০০	০৫/৬/২০১২ খ্রি. মোতাবেক কৃষি ভূমির একর প্রতি বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর হার ৩০০০.০০ টাকা
২.	তিস্তা	মৌজা- তিস্তা, জে এল নং-৫৯, এসএ খণ্ড নং- ০৩, এসএ দাগ নং- ১৪৫১,১৪৫২,১৪৫৩/অংশ (২)	০.৪৮	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,৪৪০.০০	৫,৭৬০.০০	৪,৩২০.০০	
৩.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী, জে এল নং-৪৩, আর এস খতিয়ানঃ ০৫, আর এস দাগ নং-৫০৪৫, ৫১৮৫/অংশ (৩)প্লট নং- ৩	০.৪৪	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,৩২০.০০	৫,২৮০.০০	৩,৯৬০.০০	
৪.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী, জে এল নং-৪৩, আর এস খতিয়ানঃ ০৫, আর এস দাগ নং- ৫১৮৫/অংশ(১)। প্লট নং- ৪	০.১৭	কৃষি লাইসেন্স আছে	৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৫১০.০০	১,০২০.০০	৫১০.০০	
৫.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী, জে এল নং-৪৩, আর এস খতিয়ানঃ ০৫,আর এস দাগ নং- ৫১৮৫/অংশ (২)। প্লট নং- ৫	০.৬০	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,৮০০.০০	৭,২০০.০০	৫,৪০০.০০	
৬.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী জে এল নং-৪৩, আর এস খতিয়ানঃ ০৫, আর এস দাগ নং- ৫১৮৭/অংশ (১)। প্লট নং- ৬	০.৩৫	কৃষি লাইসেন্স আছে	৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,০৫০.০০	২,১০০.০০	১,০৫০.০০	
৭.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী জে এল নং-৪৩, আর এস খতিয়ানঃ ০৫, আর এস দাগ নং- ৫১৮৭/অংশ (২)। প্লট নং- ৭	০.৪৪	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,৩২০.০০	৫,২৮০.০০	৩,৯৬০.০০	

ক্র: নং	স্টেশন	তফসিল	জলাশয়ের পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	জলাশয়ের ধরণ	জলাশয়ের লাইসেন্স ফি এর হার (একর প্রতি)	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জলাশয় হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
৮.	লালমনিরহাট	মৌজা- ছোটখাটামারী, জে এল নং-৪৩আর এস খতিয়ানঃ ০৫ আর এস দাগ নং - ৫১৮৭,৫১৮৮/অংশ(৩)। প্লট নং- ৮	০.৪৭	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	১,৪১০.০০	৫,৬৪০.০০	৪,২৩০.০০	
৯.	উলিপুর	মৌজা- জোনাইডাঙ্গা, জে এল নং-১০৮ আর এস খতিয়ানঃ ০৫, এস এ দাগ নং-৫৬০,৫৬১,৫৬৯/অংশ	০.২২	কৃষি লাইসেন্স আছে	১২ মাস পানি থাকে	১২,০০০.০০	৬৬০.০০	২,৬৪০.০০	১,৯৮০.০০	
১০.	অন্নদানগর	মৌজা- অন্নদানগর, জে এল নং-৪৬, খতিয়ান নং- সিএস৩২৫, দাগ নং- সিএস ১৬/২১/অংশ	০.৫৬	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৬৮০.০০	৩,৩৬০.০০	১,৬৮০.০০	
১১.	অন্নদানগর	মৌজা- অন্নদানগর, জে এল নং-৪৬, খতিয়ান নং- সিএস৩২৫, দাগ নং- সিএস ১৬/২১/অংশ	০.৭৫	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	২,২৫০.০০	৪,৫০০.০০	২,২৫০.০০	
১২.	পীরগাছা	মৌজা- গুয়াবাড়ী, জে এল নং-৮১, সিএসখতিয়ান নং-২৫৭, দাগনং- সিএস-২৪২	০.৫১	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৫৩০.০০	৩,০৬০.০০	১,৫৩০.০০	
১৩.	পীরগাছা	মৌজা- গুয়াবাড়ী, জে এল নং-৮১, সিএস খতিয়ান নং-২৫৭, দাগনং- সিএস-২৪২/অংশ	০.২৫	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৭৫০.০০	১,৫০০.০০	৭৫০.০০	
১৪.	চৌধুরাণী	মৌজা- চৌধুরাণী, জে এল নং-৯১, সি এস খতিয়ান নং- ২১৫, সি এস দাগ নং- ৪৫২/অংশ	০.১৮	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৫৪০.০০	১,০৮০.০০	৫৪০.০০	
১৫.	চৌধুরাণী	মৌজা- সুবিদ, জে এল নং-১০২, সি এস খতিয়ান নং- ২৭৩, সি এস দাগ নং- ৮১৭/অংশ	০.১০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৩০০.০০	৬০০.০০	৩০০.০০	
১৬.	চৌধুরাণী	মৌজা- সুবিদ, জে এল নং-১০২, সি এস খতিয়ান নং- ২৭৩, সি এস দাগ নং- ৮১৭/অংশ	০.১০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৩ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৩০০.০০	৬০০.০০	৩০০.০০	

ক্র: নং	স্টেশন	তফসিল	জলাশয়ের পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	জলাশয়ের ধরণ	জলাশয়ের লাইসেন্স ফি এর হার (একর প্রতি)	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জলাশয় হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১৭.	চৌধুরাণী	মৌজা- সুবিদ, জে এল নং-১০২, সি এস খতিয়ান নং- ২৭৩, সি এস দাগ নং- ৮১৭/অংশ	০.১৪	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪২০.০০	৮৪০.০০	৪২০.০০	
১৮.	বামনডাঙ্গা	মৌজা- মনমথ, জে এল নং-১০, সি এস খতিয়ান নং- ১১৪২, সি এস দাগ নং- ৪১৫৫/অংশ	০.৩০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৯০০.০০	১,৮০০.০০	৯০০.০০	
১৯.	গাইবান্ধা	মৌজা : গোবিন্দপুর, জে এল নং-৯৯, সিএস খতিয়ান নং-২০১৫, সিএস দাগ নং- ২২৫৬/অংশ	০.৫০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৫০০.০০	৩,০০০.০০	১,৫০০.০০	
২০.	গাইবান্ধা	মৌজা : গোবিন্দপুর, জে এল নং-৯৯, সিএস খতিয়ান নং-২০১৫, সিএস দাগ নং- ২২৫৬/অংশ	০.৪৬	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৩৮০.০০	২,৭৬০.০০	১,৩৮০.০০	
২১.	গাইবান্ধা	মৌজা : গোবিন্দপুর, জে এল নং-৯৯, সিএস খতিয়ান নং-২০১৫, সিএস দাগ নং- ২২৫৬/অংশ	০.৯২	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	২,৭৬০.০০	৫,৫২০.০০	২,৭৬০.০০	
২২.	ত্রিমোহিনী	মৌজা : দক্ষিণ হরিণ সিঙ্গা, জে এল নং-৬৬, সিএস খতিয়ান নং- ১০৭, সিএস দাগ নং- ৮৬/অংশ	০.১৬	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪৮০.০০	৯৬০.০০	৪৮০.০০	
২৩.	ত্রিমোহিনী	মৌজা : দক্ষিণ হরিণ সিঙ্গা, জে এল নং-৬৬, সিএস খতিয়ান নং- ১০৭, সিএস দাগ নং- ২১৪/অংশ	০.১৬	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪৮০.০০	৯৬০.০০	৪৮০.০০	
২৪.	ত্রিমোহিনী	মৌজা : দক্ষিণ হরিণ সিঙ্গা, জে এল নং-৬৬, সিএস খতিয়ান নং- ১০৭, সিএস দাগ নং- ৪৪৮/অংশ	০.৩২	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৯৬০.০০	১,৯২০.০০	৯৬০.০০	
২৫.	ভরতখালী	মৌজা: সাকোয়া, জে এল নং-০৮, খতিয়ান নং- এস এ -০২ দাগ নং- এস এ ৬৮৯/অংশ	০.১৬	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪৮০.০০	৯৬০.০০	৪৮০.০০	

ক্র: নং	স্টেশন	তফসিল	জলাশয়ের পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	জলাশয়ের ধরণ	জলাশয়ের লাইসেন্স ফি এর হার (একর প্রতি)	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জলাশয় হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
২৬.	ভরতখালী	মৌজা: সাকোয়া, জে এল নং-০৮, খতিয়ান নং- এস এ -০২ দাগ নং- এস এ ৬৯০/অংশ	০.২০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৬০০.০০	১,২০০.০০	৬০০.০০	
২৭.	ফুলছড়ি	মৌজা: গজারিয়া, জে এল নং- ৬৮, খতিয়ান নং- সিএস -১৭৭৬, দাগ নং- সি এস- ১৫৬৪৩/অংশ	০.২৫	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৩ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৭৫০.০০	১,৫০০.০০	৭৫০.০০	
২৮.	ফুলছড়ি	মৌজা: গজারিয়া, জে এল নং- ৬৮, খতিয়ান নং- সিএস -১৭৭৬, দাগ নং- সি এস- ১৫৬৪৩/অংশ	০.৫০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৫০০.০০	৩,০০০.০০	১,৫০০.০০	
২৯.	ফুলছড়ি	মৌজা: গজারিয়া, জে এল নং- ৬৮, খতিয়ান নং- সিএস -১৭৭৬, দাগ নং- সি এস- ১৫৬৪১/অংশ	০.৫০	কৃষি লাইসেন্স আছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৫০০.০০	৩,০০০.০০	১,৫০০.০০	
৩০.	ভেলুর পাড়া	মৌজা : শিচারপাড়া, জে এল নং- ১৪৩, সি এস খতিয়ান নং- ২২৭, সি এস দাগ নং- ১৭৩৭ ও ১৭৪০, ১৭৪১, ১৭৪২/অংশ	১.৩০	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৩,৯০০.০০	৭,৮০০.০০	৩,৯০০.০০	
৩১.	ভেলুর পাড়া	মৌজা : শিচারপাড়া, জে এল নং- ১৪৩, সি এস খতিয়ান নং- ২২৭, সি এস দাগ নং- ১৭৩৯ ও ১৭৩৭, ১৭৩৮/অংশ	১.৪৮	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪,৪৪০.০০	৮,৮৮০.০০	৪,৪৪০.০০	
৩২.	ভেলুর পাড়া	মৌজা : শিচারপাড়া, জে এল নং- ১৪৩, সি এস খতিয়ান নং- ২২৭, সি এস দাগ নং- ১৭৩৭, ১৭২৬/অংশ	০.৪৬	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৩৮০.০০	২,৭৬০.০০	১,৩৮০.০০	
৩৩.	ভেলুর পাড়া	মৌজা : শিচারপাড়া, জে এল নং- ১৪৩, সি এস খতিয়ান নং- ২২৭, সি এস দাগ নং- ১৭৩৭, ১৭৩২, ১৭৩৩/অংশ	০.৮৩	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	২,৪৯০.০০	৪,৯৮০.০০	২,৪৯০.০০	
৩৪.	কাঞ্চন	মৌজা-বহলা, জে এল নং-২০৭ এসএ দাগ-১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৭৯ অংশ, খতিয়ান- ২, প্লট নং-১	০.৪৫	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৩৫০.০০	২,৭০০.০০	১,৩৫০.০০	

ক্র: নং	স্টেশন	তফসিল	জলাশয়ের পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	জলাশয়ের ধরণ	জলাশয়ের লাইসেন্স ফি এর হার (একর প্রতি)	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জলাশয় হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
৩৫.	চিরিরবন্দর	মৌজা-মাহাদানী , জে এল নং-৬০ এসএ দাগ-৩১৭৮,৩১৮০ অংশ, খতিয়ান-২, পুট নং-১	০.৫০	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	১,৫০০.০০	৩,০০০.০০	১,৫০০.০০	
৩৬.	চিরিরবন্দর	মৌজা-চিরিরবন্দর, জে এল নং-৬১ এসএ দাগ-৪২৯৮, ৪২৯৭ অংশ, খতিয়ান-২, পুট নং-৪	০.২৫	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৭৫০.০০	১,৫০০.০০	৭৫০.০০	
৩৭.	চিরিরবন্দর	মৌজা-চিরিরবন্দর, জে এল নং-৬১ এসএ দাগ-৪২৯৮, ৪২৯৭ অংশ, খতিয়ান-২, পুট নং-৫	০.২৩	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৬৯০.০০	১,৩৮০.০০	৬৯০.০০	
৩৮.	চিরিরবন্দর	মৌজা-চিরিরবন্দর, জে এল নং-৬১ এসএ দাগ-৪২৯৮, ৪২৯৭ অংশ, খতিয়ান-২, পুট নং-৬	১.৩৫	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৪,০৫০.০০	৮,১০০.০০	৪,০৫০.০০	
৩৯.	চিরিরবন্দর	মৌজা-চিরিরবন্দর, জে এল নং-৬১ এসএ দাগ-৪২৯৮, ৪২৯৭ অংশ, খতিয়ান-২, পুট নং-৭	০.২২	কৃষি লাইসেন্স রয়েছে	০৬ মাস পানি থাকে	৬,০০০.০০	৬৬০.০০	১,৩২০.০০	৬৬০.০০	
		সর্বমোট=	১৭.৬৫				৫২,৯৫০.০০	১,২৪,১৪০.০০	৭১,১৯০.০০	

লালমনিরহাট বিভাগে রেলওয়ের বাণিজ্যিক ভূমি কৃষি হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করায় বাৎসরিক আদায়যোগ্য টাকার বিবরণী:

ক্র: নং	স্টেশন	লিজ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ (একর)	লাইসেন্সের ধরণ	কৃষি হিসেবে বাৎসরিক আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	জমির পরিমাণ (বর্গফুট)	বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার (প্রতি বর্গফুট)	বাণিজ্যিক হিসেবে বাৎসরিক আদায়যোগ্য লাইসেন্স ফি এর পরিমাণ	বাৎসরিক কম লাইসেন্স ফি আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬(৪×৩০০০.০০)	৭	৮	৯(৭×৮)	১০(৯-৬)	১১
১.	পীরগাছা	ইয়াছিন আলী, পিতা: মৃত আফাজ উদ্দিন, সাং-সুখানপুকুর, থানা-পীরগাছা, জেলা- রংপুর	০.১২	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	৩৬০.০০	৫,২২৭.২	১২.০০	৬২,৭২৬.০০	৬২,৩৬৬.০০	০৫/৬/২০১২খ্রিঃ মোতাবেক কৃষি ভূমির একর প্রতি বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর হার ৩০০০.০০ টাকা
২.	পীরগাছা	মোঃ আফজাল হোসেন, পিতা: ইয়াকুব আলী, সাং-সুখানপুকুর, থানা-পীরগাছা, জেলা- রংপুর	০.১৩	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	৩৯০.০০	৫,৬৬২.৮	১২.০০	৬৭,৯৫৪.০০	৬৭,৫৬৪.০০	
৩.	পীরগাছা	শরিফুল ইসলাম, পিতা: আলহাজ্ব রেজাউল করিম, গুয়াবাড়ী, পীরগাছা, রংপুর	০.১৮	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	৫৪০.০০	৭,৮৪০.৮	১২.০০	৯৪,০৯০.০০	৯৩,৫৫০.০০	
৪.	বগুড়া	সেক্রেটারী তাপসী রাবেয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া	৩.৪১	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	১০,২৩০.০০	১,৪৮,৫৩৯.৬	৩২.০০	৪৭,৫৩,২৬৭.০০	৪৭,৪৩,০৩৭.০০	
৫.	তালোড়া	তালোড়া উচ্চ বিদ্যালয়, তালোড়া, বগুড়া।	০.১৫	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	৪৫০.০০	৬,৫৩৪	১২.০০	৭৮,৪০৮.০০	৭৭,৯৫৮.০০	
৬.	বগুড়া	সেক্রেটারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া	০.৯৭	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	২,৯১০.০০	৪২,২৫৩.২	৩২.০০	১৩,৫২,১০২.০০	১৩,৪৯,১৯২.০০	
৭.	তালোড়া	মোঃ আয়াত আলী, পিতা: দিরাজ উদ্দীন, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	০.৭৩	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	২,১৯০.০০	৩১,৭৯৮.৮	১২.০০	৩,৮১,৫৮৫.০০	৩,৭৯,৩৯৫.০০	
৮.	তালোড়া	আব্দুস সাত্তার, পিতা: আল: ফয়েজ উদ্দীন মন্ডল আতোয়ার রহমান, পিতা: আব্দুস সাত্তার, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	০.২০	কৃষি লাইসেন্স দেয়া আছে	৬০০.০০	৮,৭১২	১২.০০	১,০৪,৫৪৪.০০	১,০৩,৯৪৪.০০	
সর্বমোট=			৫.৮৯		১৭,৬৭০.০০	২৫,৬৫৬৮.৪		৬৮,৯৪,৬৭৬.০০	৬৮,৭৭,০০৬.০০	

[বি: দ্র: এক একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

● উক্ত সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিইও/লালমনিরহাট।

পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ বাৎসরিক রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী (সারসংক্ষেপ):

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত ভূমির পরিমাণ (একর)	অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত ভূমির পরিমাণ (বর্গফুট)	ন্যূনতম বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার	মোট টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬=(৪×৫)	
০১.	লালমনিরহাট	৪১৭.৪৮	১,৮১,৮৫,৪২৮.৮	১২.০০	২১,৮২,২৫,১৪৫.৬০	১৩/০১
০২.	পাকশী	২৫১.০৯	১,০৯,৩৭,৪৮০.৮	১২.০০	১৩,১২,৪৯,৭৬৮	১৩/০২
	সর্বমোট=	৬৬৮.৫৭	২,৯১,২২,৯০৯.২		৩৪,৯৪,৭৪,৯১০	

[বি: দ্র: এক একর সমান ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

পাকশী বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ বাৎসরিক রাজস্ব ক্ষতির বিবরণ:

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	দেঃ১৯৪/৯৯ দেঃআঃ১১২/১৩	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, পাবনা।	হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলাধীন মৌজা-অরনকোলা, এস, এ দাগ নং- ২৫৫/ অংশের ০.১৪ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.১৪
২.	মূল-১২৯/৯৯ দেঃআঃ৪৮/১০	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, পাবনা।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরেশ চন্দ্র	জেলা-পাবনা, থানা-ঈশ্বরদী, মৌজা-পাতিলাখালীর ৩.৩৯২৫ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৩.৩৯২৫
৩.	দেঃ১৬/০৩	বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, পাবনা।	সি.এস.ডি/মুলাভুলী পাবনা।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- পাবনা, থানা-ঈশ্বরদী, এর ২.০০ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২.০০
৪.	দেঃ৩৪/০৭	যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, পাবনা।	আঃ মামান	রেলওয়ে	জেলা-পাবনা, থানা- ঈশ্বরদী, মৌজা-দিয়ারবাঘইল এর বিভিন্ন দাগের ১১.৬৭ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	১১.৬৭
৫.	দেঃ ৮৯/১৬	ঈশ্বরদী সিনিঃ সহকারী জজ আদালত, পাবনা।	মোঃ সোহরাব উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- পাবনা, থানাঃ- ঈশ্বরদী, মৌজাঃ-বাঘইল, সি.এস খতিয়ান নং- ১৫৫৪, ১৭০৬, এস.এ খতিয়ান নং-১৫৫১, ১৬৭৬ সি.এস/এস.এ দাগ নং- ১৬৯, ৩৫৩, আর এস খতিয়ান নং-০২, ও আর এস ৩৮৬ দাগের ০.২৪ একর মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.২৪
৬.	সিভিল রিভিশন মামলা- নং- ১১/১৫, ১৬/০৪	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, নাটোর।	অধ্যক্ষ, নলডাঙ্গা মহিলা কলেজ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নাটোর জেলার নলডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিহিত মৌজা- সোনাপাতি আর,এস দাগ নং- ৫৪৯, ৫৫০ ও ৫৫১ এর ২০.৯৮একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২০.৯৮
৭.	দেঃ২৮/২০০০ অন্যআঃ৫৯/১২	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, নাটোর।	রওশন আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নাটোর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ০.৬৪ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৬৪
৮.	দেঃ৪৫/১০	লালপুর সহকারী জজ আদালত, নাটোর	সুবলচন্দ্র	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নাটোর জেলার আব্দুলপুর স্টেশন সংলগ্ন ০.৩৮ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৩৮
৯.	দেঃআঃ১৪০/১৫ (মূল-৬২/৩৬)	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, নওগাঁ।	পক্ষে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন মৌজা- জাত আমরুল, সি,এস দাগ নং- ১৩৬২ ও ১৩৭২ এর ১২.৬৮ একর রেলওয়ে ভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	১২.৬৮
১০.	দেওয়ানী-৩/৯৭	বিজ্ঞ আত্রাই সহকারী জজ আদালত, নওগাঁ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ওহাবশাহ	জেলা- নওগাঁ আত্রাই উপজেলাধীন বিহারপুর মৌজার বিভিন্ন দাগের ১১.৬৮ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী স্থগিত আছে।	১১.৬৮
১১.	দেঃ২/৯৭	আত্রাই বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, নওগাঁ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক নওগাঁ	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন বিভিন্ন দাগের ৪.০৯ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৪.০৯

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
১২.	মূল-৫৭/৯৭ ২৮/১০	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, নওগাঁ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক নওগাঁ	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন ভরতে তুলিয়া মৌজার বিভিন্ন দাগের ৩৩.৪৫একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৩৩.৪৫
১৩.	অন্য-১৭/০৯	বিজ্ঞ সাবজজ-২য় আদালত, নীলফামারী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মেয়র সৈয়দপুর পৌর	নীলফামারী জেলার কয়া, সৈয়দপুর, নিয়ামতপুর ও বাঙ্গালীপুর বিভিন্ন দাগের ২৫.৭৫ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২৫.৭৫
১৪.	অন্যআঃ৮০/১১	বিজ্ঞ অতিঃ জেলা জজ আদালত, নীলফামারী।	মনির মন্ডল	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নীলফামারী জেলার নিয়ামতপুর মৌজার প্রায় ৩০ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৩০.০০
১৫.	দেওয়ানী ৫১/১৫	পার্বতীপুর সহঃজজ আদালত, দিনাজপুর।	মহসিন বসুমিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	দিনাজপুর জেলার পাবতীপুর উপজেলাধীন মৌজা-খামার জগন্নাথপুর জে.,এল নং-৩৯ ও দাগনং- ১১৮৫/অংশের ০.০৯ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.০৯
১৬.	দেওয়ানী= ৩১৬/১২	বিজ্ঞ ১ম সিনিঃ সহকারী জজ আদালত (সদর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আজেনা খাতুন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মৌজা-গোদাগাড়ি, আর.এস. খতিয়ান নং- ৬১ ও ৩০০ হালদাগ নং- ১৬৬২, ১৬৬১, ১৬৬৬, ১৬৬৮, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৮, ১৬৭৯, ১৬৭৬ ও ১৬৮৫ এর ৭.১৯ একরের মধ্যে ৪.৬৩ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৪.৬৩
১৭.	দেওয়ানী= ২৬০/৯২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত (সদর)।	মোছাঃ জোসনা আরা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা- হুজরাপুর, সি,এস খতিয়ান নং- ৩৮৪, এস,এ খতিয়ান নং- ৪১২, আর, এস খতিয়ান নং- ৪৩৬, আর,এস ২নং খতিয়ান, সি,এস দাগ নং- ৬৬৩, হাল দাগ নং- ৫১০, ৫১১ জমি ০.৩১০০ একর ভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৩১
১৮.	এম,এস,সি,১/২০০ ৮	যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	নূরুল এবরান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ মৌজা-হুজরাপুর, আর, এস খতিয়ান নং-১২৯/২, দাগনং- ১৫৪৯ ও ১৫৫০ এর ০.১১৬৮৫ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.১১৬৮৫
১৯.	দেঃ১৪২/১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ (সদর) সহকারী জজ আদালত।	সফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা- ঝিলিম, হালদাগ নং- ৯২ জমির পরিমাণ- ১.৪৭ একরের মধ্যে ০.৭১ একর।	০.৭১
২০.	দেঃ২৮/১১	গোমস্তাপুর বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, নবাবগঞ্জ।	আশরাফুল	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর উপজেলাধীন মৌজা- প্রমাদপুর, সি,এস খতিয়ান নং- ৪৩, সি,এস, দাগ নং-১৯৫ এর ০.১৭ একরের মধ্যে ০.০২ একর মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.০২
২১.	দেঃ৮৩/৯৩	বিজ্ঞ ১ম সিনিঃ সহকারী জজ আদালত, সদর চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নাইমুল হক গং	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা রহুজরাপুর মৌজার বিভিন্ন দাগের ৬.৯১ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৬.৯১
২২.	দেঃ২৭/০৮	বিজ্ঞ ১ম সিনিঃ সহকারী জজ আদালত, সদর চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	রফিকুল	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা- হুজরাপুর, সি,এস,দাগ নং- ৫৩০, হাল দাগ নং- ১৫৩৭ এর ০.৫৪ একরের মধ্যে ০.০৯ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.০৯
২৩.	দেঃ১০/১০	বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	নূরুল এবরান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- নবাবগঞ্জ, মৌজা- হুজরাপুর, খতিয়ান নং-১২৯/২, ১২৯/৩ এর দাগ নং- ৪৪৩, ১৫৪৮, ১৫৪৯, ১৫৫০, ১৫৫৬, ১৫২৬, ১৫১০, ১৫১১, ১৫১২, ২৯১ ও ২৯২ এর ৬.৩৯০৬ একরের মধ্যে ৩.৯৫ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	৩.৯৫

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
২৪.	দেঃ৬৮/০৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিজ্ঞ ১ম সিনিঃ সহকারী জজ (সদর) আদালত।	শামছুন নাহার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মৌজা- হুজরাপুর, সি এস দাগ নং- ৫৬২, ৫৬৪ এবং হালদাগ নং- ১৬৪৮, ১৫৪৯ ও ১৫৫০ এর ২.৩৩০১ একরের মধ্যে ০.৭৩ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৭৩
২৫.	দেঃ১১১/০৮	১ম সিনিঃ সহকারী জজ (সদর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	ইসারাক খান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা- হুজরাপুর, দাগ নং- ১৯১ ও ১৯২ এর ৫ শতক রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.০৫
২৬.	দেঃ৫৯/৯২	১ম সিনিঃ সহকারী জজ (সদর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নজরুল ইসলাম	জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা-হুজরাপুর, আর এস দাগ নং- ৩০২, ৩০৩, ১৮০৪/১৮৪৮, ১৮০৪/১৮৬২ এর ১.০২৮৭ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	১.০২৮৭
২৭.		১ম সিনিঃ সহকারী জজ (সদর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	মোঃ আনারুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা-হুজরাপুর, হালদাগ নং- ৪৫৩, ১৫৪৮, ১৫৪৯, ১৫৫০, ১৫৫৬, ১৫২৬, ১৫১০, ১৫১১ ও ১৫১২ এর ০.১০০০ একর ভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.১০০০
২৮.	দেঃ৬৪/১২	বিজ্ঞ ১ম সিনিঃ সহকারী জজ (সদর), নবাবগঞ্জ।	দাউদ আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌজা-হুজরাপুর, দাগনং- ১৫৫০ এর ০.১৫০০ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.১৫০০
২৯.	ল্যান্ড-২/১২	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, খুলনা।	মজিবর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা জেলার দৌলতপুর থানাধীন মৌজা- মহেশ্বরপাশা, দাগ নং-১২৫৭১ এর ০.৫৬৩৮ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৫৬৩৮
৩০.	ল্যান্ডসার্ভে= ২৮/১৪	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, খুলনা।	সচিব, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা বোর্ড	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা জেলার মৌজা-বানিয়া খামার ৫৪নং হোল্ডিংভুক্ত জমিজমাসহ ০.২৮৫৯ একর ৩৪নং খতিয়ানে ৪৩৫৬ দাগের ০.৪৪৪৮ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৪৪৪৮
৩১.	ল্যান্ডসার্ভে- ৭২৮/১৫	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, খুলনা।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা জেলার মৌজা-বানিয়াখামার, জে, এল নং-৩, সি, এস খতিয়ান নং- ৩৪৫২, সি,এস দাগ নং-২৬৯৫, এস, এ দাগ নং-৩৩৪০, আর,এস দাগ নং-৭৩২৩ এর ০.৫৪৮০ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৫৪৮০
৩২.	ল্যান্ডসার্ভে= ১৫৭/১৬	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, খুলনা।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা বাস মালিক সমিতি ও খু: উ: কর্তৃপক্ষ	খুলনা জেলার মৌজা- বানিয়াখামার, জে,এল নং-৩, সি,এস, খতিয়ান নং- ৩৪৫২, সি,এস, দাগ নং-২৬৯৫ ও এস,এ দাগ নং-৩৩৪০, আর,এস ৭৩২৩ দাগের ১.০৩ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.০৩
৩৩.	দেওয়ানী ৫৫/৯৯	বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, রাজবাড়ী	আঃ রশিদ মন্ডল	রবিদাশ সরকার ও মানবেন্দ্র সরকার	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- পাংশার অন্তর্গত মৌজাঃ- নারায়ণপুরের আর, এস ১৩৪ দাগের ০.৫০ একরের মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.৫০
৩৪.	দেওয়ানী আপীল ১৮/০১ (মূল ১৬/৯৮)	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, রাজবাড়ী।	মোঃ ওমর আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- বানিয়াকান্দি, মৌজাঃ- ফরিদপুরের ১.৪২ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.৪২
৩৫.	দেওয়ানী ২২/০২ (মিস=১৫/০২)	সাব জজ আদালত, রাজবাড়ী।	আঃ ছাত্তার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- পাংশা, মৌজাঃ- নারায়ণপুরে ১৩৭ দাগের ০.৪৭ একর ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.৪৭
৩৬.	দেওয়ানী ১২৩৭/০৮	গোয়ালন্দ সহকারী জজ আদালত, রাজবাড়ী।	মৈজুদ্দিন মৃধা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- গোয়ালন্দ, মৌজাঃ- উজানচরের আর, এস ১৪৮১ দাগের ২৩.৭৮ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২৩.৭৮

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
৩৭.	দেওয়ানী ২২/০৮	গোয়ালন্দ সহকারী জজ আদালত, রাজবাড়ী।	আঃ ছালাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- গোয়ালন্দ, মৌজাঃ- উজান চরের ৬.৮৭ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	৬.৮৭
৩৮.	দেওয়ানী ২৬/১১	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, রাজবাড়ী।	হোসেন আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, মৌজাঃ- উত্তর দৌলতদিয়ার বিভিন্ন দাগের ১.৬২ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.৬২
৩৯.	দেওয়ানী ৭০/০৮	গোয়ালন্দ বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, রাজবাড়ী।	আঃ মান্নান মৃধা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- রাজবাড়ী, থানাঃ- গোয়ালন্দ, মৌজাঃ- বিষ্ণুপুর ০.৪৮ একর ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.৪৮
৪০.	দেওয়ানী ৩১৫/১১	১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, ফরিদপুর।	মুন্সী শহীদুল্লাহ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- ফরিদপুর, মৌজাঃ- গোপালপুর আর.এস খতিয়ান নং-৪৭০ এর দাগ নং-২৪৫, ২৪৬, ২৪৭ ও ২৪৮ এর ২.৯৬ একরের রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	২.৯৬
৪১.	দেওয়ানী ৭৬/৩৭	রামপাল সহকারী জজ আদালত, বাগেরহাট।	মতিয়ার রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- বাগেরহাট, থানাঃ- রামপাল, মৌজাঃ- গাড়াখোলা এর ১৯.৭৩ একর ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১৯.৭৩
৪২.	দেওয়ানী ২৬৪/০৯	বাগেরহাট সহকারী জজকোর্ট, বাগেরহাট।	গণেশ রবি দাশ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাগেরহাট জেলার সরুই মৌজায় ১৫৫৩ দাগের ৬ শতক ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.০৬
৪৩.	অন্য=১৭/১২	১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সি: গঞ্জ।	সাবরিয়া বেওয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙা বাড়ী মৌজার ২.১২ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	২.১২
৪৪.	এল.এস.টি ২১৩/১৬	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সি: গঞ্জ।	দিলরুবা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙা বাড়ী মৌজার ১.০৩ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.০৩
৪৫.	অন্য=২৩/১০	১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সি: গঞ্জ।	কোরবান উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- রায়পুর, জে.এল নং-১১০ ও সি.এস দাগ নং- ১১৫০ এর ১.৬৫ একরের মালিকানাষত্ব সংক্রান্ত মামলা।	১.৬৫
৪৬.	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল মামলা নং-২১৬/১৩	ভূমি জরিপ ট্রাইবুনাল আদালত, সিরাজগঞ্জ।	মোছাঃ- দিলরুবা বেগম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- রানীগ্রাম, জে.এল.নং-১১৪, সি.এস দাগ নং- ১১৯ এর ১.০৯ একরের মধ্যে ০.১৮১৭ একরের মালিকানাষত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.১৮১৭
৪৭.	অন্য-৫৯/১০	বিজ্ঞ জেলা জজ-১ আদালত, সিরাজগঞ্জ।	আলাউদ্দিন আজাদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- ভূতির দিয়ার, জে.এল নং-৮৬, সি.এস দাগ নং-৩১৮৬ এর ০.৭৯৭৫ একরের মালিকানাষত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৭৯৭৫
৪৮.	এল.এস.টি ৭২/১৩	বিজ্ঞ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, সিরাজগঞ্জ।	শহিদুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, উপজেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- রানীগ্রাম, এস.এ খতিয়ান নং-৯২৫, এস.এ দাগ নং-১৭০০ এর ৮.১৬ একরের মধ্যে ০.২৩ একরের মালিকানাষত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.২৩
৪৯.	অন্য=১৭/১২	বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সিরাজগঞ্জ।	মোছাঃ- ছাবিরন বেওয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, থানাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- রায়পুর, সি.এস খতিয়ান নং-৮৮৬, সি.এস দাগ নং-৯৪৪, এস.এ খতিয়ান নং-৪, এস.এ দাগ নং- ৩২২৩ এর ১০.৭৮ একরের মধ্যে ২.৪৫ একরের মালিকানাষত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২.৪৫

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
৫০.	দেওয়ানী=৫/০৮	বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ-১ আদালত, সিরাজগঞ্জ।	কালীমাতা ঠাকুরানী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- ভুতেরদিয়াড়, সি.এস খতিয়ান নং-২৮৩, সি.এস দাগ নং-৩০৭৬, এস.এ খতিয়ান নং-২০৬ এস.এ দাগ নং-১১৫০, আর.এস খতিয়ান নং-৯৮৮ ও আর.এস দাগ নং-১৩১১, ১৩১২ ও ১৩১৩ এর ০.৮৩২৫ একরের মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	০.৮৩২৫
৫১.	দেওয়ানী = ২০৪/০৬	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ (সদর) সিরাজগঞ্জ।	ছেকেন্দার আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- ভাংগাতী, সি.এস খতিয়ান নং-৫১৬, ৬২ ও ১২ এস.এ খতিয়ান নং-২২০, সি.এস দাগ নং-৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৫৮ ও ৭৫৯ এর ১.৩৪ একরের রেলভূমির মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	১.৩৪
৫২.	এল.এ টি=৭৩/১৩	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, সিরাজগঞ্জ।	মোঃ শহিদুল ইসলাম (বাচ্চু)।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- সিরাজগঞ্জ, মৌজাঃ- রানীগ্রাম, এস.এ খতিয়ান নং-৮২০, আর এস খতিয়ান নং-৪, এস.এ দাগ নং-১৭০১, আর.এস দাগ নং-১৭৩৭ এর ০.২৬ একরের মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	০.২৬
৫৩.	দেওয়ানী ১২/৯৯	সহকারী জজ আদালত, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	ডি.সি/কুষ্টিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, মৌজাঃ-ফয়জুল্লাপুরে বিভিন্ন দাগের ৪০.৯৪ একর রেলভূমির মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	৪০.৯৪
৫৪.	দেওয়ানী ১২/০৪	সহকারী জজ আদালত, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	পোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- মিরপুর, মৌজাঃ- বাটদহের বিভিন্ন দাগের ০.১৮ একরের মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	০.১৮
৫৫.	দেওয়ানী ১০১/১২	ভেড়ামারা বিজ্ঞ সহঃ জজ আদালত, কুষ্টিয়া।	মোছাঃ নুরুল নাহার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- ভেড়ামারা, মৌজাঃ- নওদাপাড়ার ১.০৪৮ একর রেলভূমির মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	১.০৪৮
৫৬.	দেওয়ানী ১১১/৯৪	মিরপুর বিজ্ঞ সহঃ জজ আদালত, কুষ্টিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আইয়ুব আলী	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- মিরপুর, মৌজাঃ- কাটাদহ দাগ নং-১৬৫ এর ০.৫৫ একরের মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	০.৫৫
৫৭.	দেওয়ানী ৪০/১২	বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, কুষ্টিয়া।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া।	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, মৌজাঃ- চৌড়হাস এলাকার মৌজাঃ- চৌড়হাসের ১৩.৬৫৭৫ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১৩.৬৫৭৫
৫৮.	দেওয়ানী ৩/০০	মিরপুর বিজ্ঞ সহঃ জজ আদালত, কুষ্টিয়া।	নাছিমা খাতুন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- মিরপুর, মৌজাঃ- কাটদহ দাগ নং-২৮৮/অংশের ৩৫.৫২ একরের মধ্যে ১.০০ একরের মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.০০
৫৯.	দেওয়ানী ৩৯৯/৪০	কুষ্টিয়া বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, কুষ্টিয়া।	মোছাঃ রানী খাতুন (ডেইজি)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, মৌজাঃ- চৌড়হাস আর.এস দাগ নং-১২৮৪ ও ১২৮৫ এর ০.৬৬৫৪ একরের মধ্যে ০.৫৩৯ একরের মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.৫৩৯
৬০.	দেওয়ানী ৮৫/ ১১ দেওয়ানী আপিল ২৫/১৪	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, কুষ্টিয়া।	মেহতা মৌ চৌধুরী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- মিরপুর, মৌজাঃ- নওয়াপাড়া কুড়ান দাগ নং-১৪ ও ১১৪ এবং সুলতানপুর মৌজাঃ- দাগ নং-১২৭ ও ১২৮ এর ৬.২৬ একরের মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	৬.২৬
৬১.	দেওয়ানী ৭২/০৪	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী (সদর) আদালত/কুষ্টিয়া।	আমজাদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, মৌজাঃ- চৌড়হাসের বিভিন্ন দাগের ০.৭৬৮১ একর রেলভূমির মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	০.৭৬৮১
৬২.	দেওয়ানী ১২৩/৯৪	সাব জজ-২ আদালত, কুষ্টিয়া।	মোঃ নাজমুল হক	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- মিরপুর, মৌজাঃ- কাটদহের তিনটি দাগের ২.০১ একর মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	২.০১
৬৩.	মিস ২৭/৯৫ মূল ৫২/৯৪	সহঃ জজ আদালত, কুমারখালী।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাংলাদেশ সর: আতিয়ার রহমান দিৎ	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- কুমারখালী, মৌজাঃ-শেরকান্দির ১.৩১ একর রেলভূমির মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা।	১.৩১

ক্রমিক নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু (সারসংক্ষেপ)	ভূমির পরিমাণ
৬৪.	দেওয়ানী ১১৭/৯৫	সহঃ জজ আদালত, ভেড়ামারা।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আমিরুল হক মোল্লা	জেলাঃ- কুষ্টিয়া, থানাঃ- ভেড়ামারার বিভিন্ন দাগের ১.৩৫ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	১.৩৫
৬৫.	আপীল ২১২/০১ (মূল-৪৫/৯৯)	"	মহির উদ্দিন গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা জেলার বাগমারা মৌজার বিভিন্ন দাগের ০.২৯ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.২৯
৬৬.	সিপিএল নং- ১১০৪/০২	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন	আব্বাছ আলী দিং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা জেলা মৌজা বাগমারা এর এল. এ কেস নং-১০/৬৬৫৭ মূলে অধিগ্রহণকৃত ৯১.৬৭৩ একর রেলভূমি ফেরৎ চেয়ে মামলা।	৯১.৬৭৩
৬৭.	রিট পিটিশন নং- ১১০৩/০২	"	আইয়ুব আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খুলনা জেলার বাগমারা মৌজার ১.৯৪ একর রেলভূমি এল.এ কেস নং- ১০/১৯৬৬-৬৭ মূলে অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত ভূমি ফেরৎ চেয়ে মামলা।	১.৯৪
৬৮.	রিট পিটিশন নং- ৯৪৫৬	"	কাহ মোঃ তাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- খুলনা, থানাঃ-রূপসা, মৌজাঃ- অচিনতলা দাগ নং-৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এর ২.৫০ একরের মালিকানা দাবী করে মামলা।	২.৫০
৬৯.	রিট পিটিশন মামলা নং-১১৯১৪/১২	"	আজম খাঁন ও আকরাম আলী খাঁন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- পাবনা, থানাঃ- ঈশ্বরদী, মৌজাঃ- দিয়াড় বাঘাইল এর এস.এ দাগ নং-২৬৭, ২৬৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫ ও ৩২৬ এর ২.২৩ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	২.২৩
৭০.	রিট পিটিশন নং- ৮৬০/০৫	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন	বজলুর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সিরাজগঞ্জ জেলার আর.এস.দাগ নং-৬০২৬ এর ৮০ শতক রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।	০.৮০
৭১.	রিট পিটিশন নং- ১০৯৫৫/১৫	"	আখতার উদ্দিন প্রাং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলাঃ- খুলনা, থানাঃ- রূপসা, মৌজাঃ- রামনগর ও বাগমারা এস.এ দাগ নং- ৫১২ এস.এ খতিয়ান নং-৩৮ দাগের ৭১ শতক ও এস.এ দাগ নং- ১৬৫ এস.এ খতিয়ান নং-১৩৩ এর ১.০৯ একর সহ বিভিন্ন মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	১.০৯
					সর্বমোট:	৪১৭.৪৮

মোট দখলকৃত ভূমির পরিমাণ = ৪১৭.৪৮ একর বা ৪১৭.৪৮ x ৪৩,৫৬০ বর্গফুট = ১,৮১,৮৫,৪২৮.৮ বর্গফুট [বি: দ্র: এক একর সমান ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

প্রতি বর্গফুট ন্যূনতম বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার ১২/- টাকা হিসেবে মোট টাকার পরিমাণ হবে ১,৮১,৮৫,৪২৮.৮ বর্গফুট x ১২ = ২১,৮২,২৫,১৪৬.০০ টাকা

লালমনিরহাট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় লাইসেন্স ফি বাবদ বাৎসরিক রাজস্ব ক্ষতির বিবরণ:

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার সারসংক্ষেপ	ভূমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	
১.	অন্য = ১০/৯৬	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহ. জজ আদালত, লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আ: হাকিম গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ২৪ ও দাগ নং ৩০৬৮ এর ১.২৪ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	১.২৪
২.	অন্য = ৭/৯৯	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহ. জজ আদালত, লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সুফিয়া	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ২৪ ও দাগ নং ৩০৬৮ এর ০.৩০ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	০.৩০
৩.	অন্য = ১১/৯৯	বিজ্ঞ সাব জজ ২য় আদালত/লালমনিরহাট	লাল মিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ২৪, সিএস খং নং : ২৪৮, এস.এ খং নং : ২৫১ ও দাগ নং ৩০৬৭/অংশের এর ০.৯৭৩ একর মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৯৭৩
৪.	দেওয়ানী = ১৬৩/০৮	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মজিবর	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: তেলীপাড়া, খতিয়ান নং : ১৬৩/১৩৬, দাগ নং ৪১ এর ০.৭৫, দাগ নং .৩৫ এর ০.৮৭ একর ও দাগ নং : ১০০৬ এর ০.৫৬ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	০.৫৬
৫.	দেওয়ানী = ২৩৮/০৮	বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	পলশান্ত	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৮৩ ও দাগ নং ৫৩৫০ এর ০.১২ ও ০.৫০ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	০.১২ ০.৫০
৬.	অন্য = ১৭/০৯	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত/লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: তেলীপাড়া, এর বিভিন্ন দাগের ১৮১.৮০ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	১৮১.৮০
৭.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মোহাম্মদ আলী	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ১৮ এর বিভিন্ন দাগ ২.২৫ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	২.২৫
৮.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ১৮ এর বিভিন্ন দাগ ১.৯০ একর মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	১.৯০
৯.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হাবিবুর রহমান	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, সি.এস খতিয়ান নং ৩৯৯, দাগ নং ৫৯৮ এর ০.৩২ একর রেলভূমি মালিকানাধীন সংক্রান্ত মামলা	০.৩২

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার সারসংক্ষেপ	ভূমির পরিমাণ (একর)
১০.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সুজন গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা:খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭ ও দাগ নং : ৫২৮ এর ৩.৩৭ একর এ ০.৪২ একর মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	৩.৩৭ ০.৪২
১১.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	নজরুল হক পাটোয়ারী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জেএল নং ১৬ এর ০.২৩ ও দাগ নং ২৩৫৮ এর ১.৫৩ একর এর মধ্যে ০.৪৮ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	১.৫৩ ০.৪৮
১২.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৮, দাগ নং ২৫৯৩, ২৫৯৯ ও ২৬০৭ এর ৪.৬২৯ একর রেলভূমির উপর জেলা পরিষদ/লালমনিরহাট কর্তৃক শিশু পার্ক নির্মাণের বিরুদ্ধে মামলা	৪.৬২৯
১৩.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	এমদাদুল হক গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, সি.এস খতিয়ান নং ৯২০৮ এর ০.৪৭ একর দাগ নং ৪৭ এর ১.৩১ একর এর মধ্যে ০.১২ একর দাগ নং ৪৭১৭ এর ০.১৬ একরের রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৪৭ ০.১২ ০.১৬
১৪.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মোস্তফা গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, দাগ নং ৪৭৫ এর ১.৩১ একর এর মধ্যে ০.৪২ একর মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৪২
১৫.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মিজানুর রহমান গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭ ও ১.৩১ একরের মধ্যে ০.৩০ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৩০
১৬.		১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনি	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বারেক গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, সি.এস খতিয়ান নং ৩৯৯, দাগ নং ৫১৬ এর মধ্যে ০.২৮ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.২৮
১৭.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নবকান্ত গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, সি.এস খতিয়ান নং ৩৯৯, দাগ নং ৫১৬ এর মধ্যে ০.২০ একর এর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.২০
১৮.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আজাদ গং	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জেএল নং ১৭, সি.এস খতিয়ান নং ৫২৪ এর মধ্যে ৫২৮ এর ০.৩৭ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৩৭
১৯.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা খোর্দসাপটানা, জে.এল নং ১৮ ও দাগ নং ৩১০৪ এর ০.৪০ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.৪০

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার সারসংক্ষেপ	ভূমির পরিমাণ (একর)
২০.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	সহিদুল ইসলাম (বাবু)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জে.এল নং ২৪, সি.এস খতিয়ান ২৩৫৬, এস এ খতিয়ান নং : ২৪২৪, দাগ নং ২৮৮৫ এর ০.০৫ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.০৫
২১.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মাদকদ্রব্য	জেলা: লালমনিরহাট, মৌজা: সাপটানা, জে.এল নং : ১৮ ও দাগ নং : ৩১০ এর ০.৪০ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব মামলা	০.৪০
২২.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	গোলাম মোস্তফা	লালমনিরহাট জেলার মৌজা : খোর্দসাপটানা, সি.এস দাগ নং ৩০৮ ও এস.এ দাগ নং ৪৭৬ এর ১.৩১ একর ভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	১.৩১
২৩.		১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	বাংলাদেশ রেলওয়ে	কোরবান আলী	জেলা ও উপজেলা: লালমনিরহাট, মৌজা : খোর্দসাপটানা, জে.এল নং ১৭, সি.এস.খতিয়ান নং ৩৯৯ ও এস.এ দাগ নং ৪৯৬ এর ৩.৩৭ একরের মধ্যে ০.২০ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.২০
২৪.		১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর), লালমনিরহাট	খয়ের	বাংলাদেশ রেলওয়ে	লালমনিরহাট জেলার সাপটানা মৌজার দাগ নং ৩০৬৭ এর ২ শতক মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০.০২
২৫.		১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (সদর) , লালমনিরহাট	খয়ের কন্টেকটার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	লালমনিরহাট জেলার সাপটানা মৌজার দাগ নং ৩০৬৭ এর ৩৮ শতক মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	০. ৩৮
২৬.		যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, কুড়িগ্রাম	আঃ মান্নান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ইহা একটি বাটোয়ারা মামলা। বাদীপক্ষ রেলওয়ে বিভাগের ২.৩২ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	২.৩২
২৭.		কুড়িগ্রাম সহকারী জজ আদালত, কুড়িগ্রাম	আ: রহিম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ইহা একটি বাটোয়ারা মামলা। নালিশী তফশিল ভুক্ত ০.৩২ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা।	০.৩২
২৮.		বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, (সদর) , রংপুর	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মহির	জেলা : রংপুর, থানা : রংপুর সদর, মৌজা : আলমনগরের বিভিন্ন দাগের ৩.২৯ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	৩.২৯
২৯.		বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত, রংপুর	মো: নুরুল আমিন গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা : রংপুর, থানা : রংপুর সদর, মৌজা : আলমনগরের বিভিন্ন দাগের ৬.৬৯ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	৬.৬৯
৩০.		বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, দিনাজপুর	বেনজাপিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর মৌজার এস.এ খতিয়ান নং ১৩০০, দাগ নং ৫৬৬৭ এর ০.৮১ একর রেলভূমি মালিকানা সংক্রান্ত মামলা	০.৮১

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার সারসংক্ষেপ	ভূমির পরিমাণ (একর)
৩১.		বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, পার্বতীপুর	তাজির উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা : দিনাজপুর, মৌজা: খামার জগতনাথপুরের বিভিন্ন দাগের ৪.৯৯ একরের মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	৪.৯৯
৩২.		বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	শাহজাহান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা : দিনাজপুর, থানা: বোচাগঞ্জ, মৌজা: মুরশিদহাট, দাগ নং ৩৬৬ এর ৩১৩০ ও ৩৭৩ এর ২ শতকের মালিকানা করে মামলা	০.০২
৩৩.		বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	সাজ্জাদ করিম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা : দিনাজপুর, থানা: বোচাগঞ্জ, মৌজা: মুরশিদহাট, দাগ নং ৩৭৩ এর ১.৪৫ একরের মধ্যে ১.০৩ একরের মালিকা করে মামলা	১.০৩
৩৪.		বিজ্ঞ ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মেয়র, ঠাকুরগাঁও, পৌরসভা	জেলা : ঠাকুরগাঁও, মৌজা: ছিটচিলাং এর ০.৬৪ একর রেলভূমি মালিকানা স্বত্ব মালিকানা করে মামলা	০.৬৪
৩৫.		বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, পঞ্চগড়	নুবুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: পঞ্চগড়, মৌজা: ঢেমশিমারী, জেএল নং ১৩ এর বিভিন্ন দাগের ০.৯৭ একরের মালিকানা স্বত্ব করে মামলা	০.৯৭
৩৬.		বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, পঞ্চগড়	মহেশ চন্দ্র রায়	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা: পঞ্চগড়, মৌজা: উত্তর মাগুড়া ১২৬৫ হাল ২৯১ নং খতিয়ানে ১৬.২৬ একরের মধ্যে ৪.৭৭ একরের মালিকানা স্বত্ব করে মামলা	৪.৭৭
৩৭.		বিজ্ঞ সাব জজ ১ আদালত/বগুড়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	বগুড়া জেলার মৌজা নিশিন্দরা, সুত্রাপুর ও চকবন্দাবন মৌজার ৬.২৫১ একর রেলভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলা	৬.২৫১
৩৮.		বিজ্ঞ ১ম সিনি. সহ. জজ, (সদর) বগুড়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	বগুড়া জেলার মৌজা চিলুপাড়া, জে.এল নং ৮৩ ও দাগ নং ১৪১ অংশের ২.২৩ একর রেলভূমি রিজিউম সংক্রান্ত মামলা	২.২৩
৩৯.		বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, বগুড়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	কিসমত আরা গং	বগুড়া জেলার, মৌজা সুত্রাপুর জে.এল নং ৮২, দাগ নং ১৭২২ এর ১১.৬৭ একর রেলভূমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	১১.৬৭
					সর্বমোট=	২৫১.০৯

মোট দখলকৃত ভূমির পরিমাণ = ২৫১.০৯ x ৪৩৫৬০ বর্গফুট = ১,০৯,৩৭,৪৮০.৮ বর্গফুট [বি: দ্র: এক একর সমান ৪৩,৫৬০ বর্গফুট হিসেবে]

প্রতি বর্গফুট ন্যূনতম বাণিজ্যিক লাইসেন্স ফি এর হার ১২ টাকা হিসেবে মোট টাকার পরিমাণ হবে, ১,০৯,৩৭,৪৮০.৮ বর্গফুট x ১২ = ১৩,১২,৪৯,৭৬৮.৮ টাকা

- উক্ত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : দায়িত্বপ্রাপ্ত সিই/পশ্চিম ডিএন -১২ পাকশী/লালমনিরহাট।

প্রকৃত ভাড়ার হার অপেক্ষা অধিকহারে স্কেভেটর এর ভাড়া পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নং
১	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/ পাহাড়তলী	৯,০০,০০০.০০	১৪/০১
২	বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/ ঢাকা	১০,৭৫,০০০.০০	১৪/০২
৩	একই চালান বার বার ব্যবহার জনিত ব্যয়	২৮,০০০.০০	১৪/০৩
	সর্বমোট=	২০,০৩,০০০.০০	

চট্টগ্রাম কার্যালয়ের প্রকৃত ভাড়ার হার অপেক্ষা অধিকহারে স্কেভেটর এর ভাড়া পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্রঃ নং	বিল নং ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ	উচ্ছেদ এর তারিখ	স্কেভেটর ভাড়ার পরিশোধিত হার (প্রতিদিন)	স্কেভেটর ভাড়ার বাজার দরের সর্বোচ্চ হার (প্রতিদিন)	অতিরিক্ত ভাড়ার হার (প্রতিদিন)	স্কেভেটর এর সংখ্যা	উচ্ছেদ এর দিন সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত পরিশোধিত ভাড়ার হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯	১০
১.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৪/পার্ট-৬ তাং-০২/৬/২০২০	এস এ এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম স্কেভেটর ভাড়া	২২/১/২০২০ ও ২৩/১/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২	২	১,২০,০০০.০০
২.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৪/পার্ট-৬ তাং-০৩/৬/২০২০		১/৩/২০২০ ও ২/৩/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২	২	১,২০,০০০.০০
৩.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৪/পার্ট-৬ তাং-২১/৬/২০২০		১১/৩/২০২০ ও ১২/৩/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২	২	১,২০,০০০.০০
৪.	ডিইও/৪১/উচ্ছেদ কর্মসূচী/চট্টগ্রাম/৯৯/পার্ট-২ তাং-২/১২/২০১৯		২০/১১/২০১৯ ২১/১১/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	২	৬০,০০০.০০
৫.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৭/পার্ট-২ তাং-২৪/১২/২০১৯		২৮/১০/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	১	৩০,০০০.০০
৬.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৭/পার্ট-৪ তাং-৭/৬/২০২০		৯/৩/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	১	৩০,০০০.০০
৭.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৭/ফেরত/ক্যাশ/ ২০২০/৪২৫ তাং-৪/৬/২০২০		২৭/১/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	১	৩০,০০০.০০
৮.	ডিইও/চট্টগ্রাম/০৭/পার্ট-৫ তাং-১৯/১১/২০১৯		৩/১০/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	১	৩০,০০০.০০
৯.	ডিইও/উচ্ছেদ কর্মসূচী/চট্টগ্রাম/৯৯/পার্ট-২ তাং-২৭/১১/২০১৯		৬/১১/২০১৯, ০৭/১১/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	২	৬০,০০০.০০

ক্রঃ নং	বিল নং ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ	উচ্ছেদ এর তারিখ	স্কেভেটর ভাড়ার পরিশোধিত হার (প্রতিদিন)	স্কেভেটর ভাড়ার বাজার দরের সর্বোচ্চ হার (প্রতিদিন)	অতিরিক্ত ভাড়ার হার (প্রতিদিন)	স্কেভেটর এর সংখ্যা	উচ্ছেদ এর দিন সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত পরিশোধিত ভাড়ার হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯	১০
১০.	ডিইও/উচ্ছেদ কর্মসূচী/চট্টগ্রাম/৬/পার্ট-৪ তাং-২৬/১১/২০১৯		৯/১০/২০১৯ ৪/১১/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	২	৬০,০০০.০০
১১.	ডিইও/উচ্ছেদ কর্মসূচী/চট্টগ্রাম/৬/পার্ট-৪ তাং-২৫/১১/২০১৯		১৬/১০/২০১৯ ১৭/১০/২০১৯	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১	২	৬০,০০০.০০
১২.	ডিইও/উচ্ছেদ/০৭/ফেরত/ক্যাশ/২ ০২০/৪২২ তাং-০১/৬/২০২০		১৬/১/২০২০	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২	১	৬০,০০০.০০
১৩.	ডিইও/চট্টগ্রাম/উচ্ছেদ/০৭/পার্ট-১ তাং-৩১/৫/২০১৯			৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২	২	১,২০,০০০.০০
সর্বমোট =									৯,০০,০০০/-

ডিইও/ঢাকা স্কেভেটর, পে-লোডার ও বুলডোজার এর অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধের বিবরণী:

ক্রঃ নং	বিল নং ও তারিখ	মালামালের বিবরণ	পরিশোধিত ভাড়ার হার (প্রতিদিনের জন্য)	প্রকৃত ভাড়ার হার (প্রতিদিনের জন্য)	অতি: পরিশোধিত ভাড়ার হার (প্রতিদিনের)	দিন সংখ্যা	সংখ্যা	মোট পরিশোধিত ভাড়ার হার
১.	২৮/২/২০২০	স্কেভেটর ভাড়া	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	২	৫০,০০০
২.	০৭/১/২০২০	পে-লোডার ভাড়া	৩০,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১	১	১৫,০০০
৩.	১৮/১১/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
৪.	১৮/১১/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৪০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	১	৩	৬০,০০০
৫.	২৪/১০/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
৬.	২৪/১০/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৬৫,০০০	২০,০০০	৪৫,০০০	১	১	৪৫,০০০
৭.	২৪/১০/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৬৫,০০০	২০,০০০	৪৫,০০০	১	১	৪৫,০০০
৮.	২৬/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৬৫,০০০	২০,০০০	৪০,০০০	১	১	৪৫,০০০
৯.	২৬/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৬০,০০০	২০,০০০	৪০,০০০	১	১	৪০,০০০
১০.	২৬/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার ভাড়া	৬০,০০০	২০,০০০	৪০,০০০	১	১	৪০,০০০
১১.	১০/৩/২০২০	স্কেভেটর ভাড়া	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	১	৩০,০০০
১২.	১০/৩/২০২০	পে-লোডার ভাড়া	৩৫,০০০	১৫,০০০	২০,০০০	১	১	২০,০০০
১৩.	১০/৩/২০২০	স্কেভেটর ভাড়া	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	২	৬০,০০০
১৪.	১০/৩/২০২০	পে-লোডার ভাড়া	৩০,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১	২	৩০,০০০
১৫.	১৯/২/২০২০	স্কেভেটর ভাড়া	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
১৬.	১৯/২/২০২০	স্কেভেটর ভাড়া	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
১৭.	২৭/১০/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
১৮.	২৭/১০/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	১	২৫,০০০
১৯.	২৪/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	১	৩০,০০০
২০.	২৪/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	১	৩০,০০০
২১.	২৪/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	১	৩০,০০০
২২.	২৪/৯/২০১৯	বুলডোজার/পে লোডার	৫০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১	১	৩০,০০০
২৩.	২৬/১/২০২০	বুলডোজার/পে লোডার	৪৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	১	৩	৭৫,০০০
সর্বমোট=			১১১০,০০০	৪,৪৫,০০০	৬৬০,০০০	২৩	৪০	১০,৭৫,০০০

অনুচ্ছেদ নং-১৬

পরিশিষ্ট নং-১৪/৩

একই প্রতিষ্ঠানের একই চালান নম্বর দিয়ে একাধিক বিল পরিশোধের বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ	চালান নং ও তারিখ	বিল নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ
১	মেসার্স মোবীন এন্টারপ্রাইজ	ট্রাক ভাড়া	৩০৬, ৯/৯/২০১৯	ডিইও/চট্টগ্রাম/উচ্ছেদ কর্মসূচী/০৬ তাং-১৮/১১/২০১৯	৪,০০০/-
২			৩০৬, ২১/১১/২০১৯	ডিইও/৪১/চট্টগ্রাম/উচ্ছেদ কর্মসূচী/৯৯ পাট-২ তাং-২/১২/২০১৯	৮,০০০/-
৩			৩০৬, তাং নাই	ডিইও/উচ্ছেদ/০৭/ পাট-২ তাং-২৪/১২/২০১৯	৮,০০০/-
৪			৩০৬, তাং নাই	ডিইও/উচ্ছেদ/০৪/ পাট-৬ তাং-২/৬/২০২০	৮,০০০/-
	সর্বমোট=				২৮,০০০/-

কনকর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে লিজ প্রিমিয়াম ও গ্রস সেইল পরিশোধের বিবরণী:

ক্রঃ নং	সন	লিজ প্রিমিয়াম বাবদ প্রদেয় মোট টাকা	পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদত্ত টাকা	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রদত্ত টাকা	কনকর্ড কর্তৃক মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (মোট বিক্রয়)	পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদত্ত টাকা	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রদত্ত টাকা	মন্তব্য
১	২০০৫	লিজ প্রিমিয়াম বাবদ প্রদেয় মোট টাকা	০	৪,৩২,৭৮৫	কনকর্ড কর্তৃক মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (মোট বিক্রয়)	০	৪৯১,৯০২	
২	২০০৬		৮,৩৩,৩৩৩	১৬,৬৬,৬৬৭		১,৮৫,৮৪০	০	
৩	২০০৭		৮,৩৩,৩৩৩	১৬,৬৬,৬৬৭		৬,০২,৫৪৮	১৪,৭২,৩৫২	
৪	২০০৮		৮,৩৩,৩৩৩	১৬,৬৬,৬৬৭		৬,৮২,৭৮২	১৩,৬৫,৫৬৪	
৫	২০০৯		০	১৬,৬৬,৬৬৭		১০,৫৩,৭৯৩	২১,০৭,৫৮৫	১০/৩/২০০৯ হতে ৯/৩/২০১০
৬	২০১০		০	১২,৯৩,৬৩৩		০	২২,২৫,৬৯৪	১০/৩/২০১০ হতে ৯/৩/২০১১
৭	২০১১		৭,৯১,৬৬৬	১৫,৮৩,৩৩৪		১১,৮১,৫২৮	২৪,২৩,৬৪৭	১০/৩/২০১০ হতে ৯/৩/২০১১
৮	২০১২		০	১৬,০৮,৩৩৪		১০,৫২,২৫৬	২১,৫৮,৪৭৩	১০/৩/২০১০ হতে ৯/৩/২০১১
৯	২০১৩		৮,১২,৫০০	১৬,০৮,৩৩৪		৭,৯৪,৯২২	১৬,৩০,৬১০	১০/৩/২০১০ হতে ৯/৩/২০১১
১০	২০১৪		৮,১২,৫০০	১৬,০৮,৩৩৪		৯,৫৬,৮০৯	১৯,৬২,৬৮৭	১০/৩/২০১০ হতে ৯/৩/২০১১
১১	২০১৫		৭,৯১,৬৬০	১৫,৮৩,৩৩৪		১০,৪৯,১২০	২১,২৫,০৪০	১০/৩/২০১৫ হতে ৯/৩/২০১৬
১২	২০১৬		৭,৯১,৬৬০	১৫,৮৩,৩৩৪		১০,৮৩,০২৫	২১,১০,২৫৬	১০/৩/২০১৬ হতে ৯/৩/২০১৭
১৩	২০১৭		৭,৯১,৬৬০	১৫,৮৩,৩৩৪		১২,৪৮,৬৬০	২৫,৪৮,২৮৪	১০/৩/২০১৭ হতে ৯/৩/২০১৮
			৭২,৯১,৬৪৫	১,৯৫,৫১,৪২৪		৯৮,৯১,২৮৩	২,২৬,২২,০৯৪	
পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদেয় মোট টাকা (৭২,৯১,৬৪৫+৯৮,৯১,২৮৩) = ১৭১,৮২,৯২৮/-								

রেলওয়ের ভূমি সংক্রান্ত মামলাসমূহ এর বিবরণী:

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সি আর নং-১৬০৬/৯১,	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুল আজিজ খন্দকার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নরসিংদী স্টেশন সংলগ্ন ব্রাহ্মন্দী মৌজার সি এস দাগ নং ৩৫৭, ৩৫৯ এবং ৩৬০ এর ১.২৫ একর সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা দায়ের করেন।	১.২৫
২	সি আর নং-৪৪৪/৯৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুল কাদের	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নোয়াখালী রেল স্টেশনের দক্ষিণ রেলওয়ে গোড়াউন সংলগ্ন .১৫ শতক	০.১৫
৩	সি আর নং-১১৭১/৯৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব সুজার উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জিলা-ঢাকা, শহর খিলগাঁও রাজারবাগ ও ব্রাহ্মণ চিরন মৌজার সর্বমোট ৭১.৬১৪৭ একর ভূমি	৭১.৬১৪৭
৪	সি আর নং-৪৬৫৪/৯৯	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোছলে উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জিলা-ময়মনসিংহ, মৌজা কৃষ্ণাপুর এর মধ্যে ৫ নং ওয়ার্ডেও ১৫২ নং কালীবাড়ী .৫১৩ সহস্রাংশ ভূমি	.৫১৩
৫	সি আর নং-৪৬৬৩/৯৯	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোঃ সুফিয়া খাতুন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খিলগাঁও মৌজার ৫২৯ নং সি এস খতিয়ান ভুক্ত সোয়া আট শতক ভূমি	.০৮
৬	সি আর নং-২২২৭/০১	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব সফি উল্যা সিকদার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা থানা-ডেমরা, মৌজা -জুরাইন সি এস পট নং-১৮৬ সি এস খতিয়ান নং-৭০৬ এর আন্দর ৩৯, ৬০০ বর্গফুট	০.৯১
৭	সি আর নং-৩৯৮/০১	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুর রশিদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	খিলগাঁও মৌজায় .৫৩৮ নং খতিয়ানের .৬২ শতক ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।	.৬২
৮	সি আর নং-২০৩৮/০১	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আতর আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর মৌজার ৪ নং খতিয়ানের ৯১৩৯ দাগের .১৮ শতক ভূমি	.১৮
৯	সি আর নং-৬৮২২/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব হাজী মোঃ টান মিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ডেমরা থানার-ব্রাহ্মণ চিরন মৌজার সি এস খতিয়ান নং-১০০ এবং ১২৪ সি এস পট নং-৬০৯ এবং ৬১০ এর আন্দ ও ০.৫৩ একর ভূমি	০.৫৩
১০	সি আর নং-১২৪/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	নাছির উদ্দিন মিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা মৌজা-শহর খিলগাঁও প্লট নং-১৩৬৭ জমির পরিমাণ ৬ শতক	.০৬

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
১১	সি আর নং-১৭৯৪/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	মেকলাইন কিল বরন কোং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-সিলেট, ছাতক উত্তরে দাগ নং- ৩০১ এবং দক্ষিণে দাগ নং ৫১৭ এর উপর ভোল্ডার সংগ্রহে স্থান .১৪ একর এবং .৩২৪৬ ভূমি	.১৪
১২	সি আর নং-২১৫৪/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মঈন উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সিলেট সদর থানার অন্তর্গত গোয়ালগাঁও মৌজার ১ নং খতিয়ানভুক্ত ৯৬১ দাগের .১৮ শতক	.০১৮
১৩	সি আর নং- ৫৫১৯/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	আবদুল মান্নান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা হালা নরসিংদী থানা-নরসিংদী হালা পলাশ উপজেলা- ঘোড়াশাল মৌজা - অন্তর্গত সেং মেং খতিয়ান নং-৭৪৮ এস এ খতিয়ান নং-১০৮৬ এর দাগ নং-৪০৪ এর .১৯ শতাংশ	.০১৯
১৪	সি আর নং- ৫৪১৬/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুল মান্নান গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল মৌজার জে এল নং-৪১৭ সি এস খতিয়ান নং ৭৪৮ এস এ খতিয়ান নং-১০৮৬ জমির পরিমাণ .১৯ একর ও ৪০৪ নং খতিয়ানের .০৪ একর	.১৯
১৫	সি আর নং- ৩৫০০/০৩	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	সার্টিফিকেট অফিসার / সরিষাবাড়ী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-জামালপুর, থানা-সরিষাবাড়ী, মৌজা-শিমলা গোপিনাথ বিভিন্ন খতিয়ানের ১.৯০ একর ভূমি	১.৯০
১৬	সি আর নং- ৩৮৪০/০৩	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জেলা প্রশাসক নোয়াখালী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নোয়াখালীস্থ ২৮৫ নং সোনাইমুড়ি মৌজার জেলা জরিপ ২৫৩ নং খতিয়ানের ১২.৮৯ একর সম্পত্তি	১২.৮৯
১৭	সি আর নং-২৮৫৩/০৪	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবুল খায়ের	বাংলাদেশ রেলওয়ে	রেলওয়ে কর্তৃক এল এ পানের সেটেলমেন্ট ১৭৬ দাগে ১.১০ একর রেলওয়ে পুকুরের স্বত্ব দাবী করিয়া মামলা	১.১০
১৮	সি আর নং-২৩২০/০৪	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাবা আয়মনা খাতুন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মৌজা-ফতেহপুর জে এল নং-৬ এর ১১১১ দাগের মোং ১.৩০ শতক ভূমি	.১৩
১৯	সি আর নং-৩০৮৭/০৪	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুর রশীদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-হবিগঞ্জ, থানা-মাধবপুর, মৌজা-আফছ পুর, জে এল নং- ১২৪, খতিয়ান নং-১৮৯ দাগ নং-৩৮১, ৩৮২ ইত্যাদির মোট.৪৩ শতক	.৪৩
২০	সি আর নং- ৫৩৬১/০৪,	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	বাংলাদেশ ইন্ডিং এন্ড পেট্রোলিয়াম সার্ভিসেস	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ডেমরা থানার-ব্রাহ্মণচিরন মৌজার সি এস খতিয়ান নং-১০০ এবং ১২৪ সি এস পট নং-৬০৯ এবং ৬১০ এর আন্দর ০.৫৩ একর ভূমি	০.৫৩
২১	সি আর নং- ৪৫৬৩/০৫	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মাহবুব জামান জাহাঙ্গীর	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আর এস রেকটের ০.১৯ একর ভূমির স্বত্বের দাবীতে খতিয়ান নং- ৫০৯ মৌজা ঘোড়াশাল জেলা -নরসিংদীর জনৈক মাহবুবজামাল জাহাঙ্গীর কর্তৃক পলাশ সিং সহঃ জজ আদালতে রেল প্রশাসনের বিবুদ্ধে মামলা দায়ের করে	০.১৯

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
২২	সি আর নং-২৪১০/০৫,	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সবুজগাঁও মৌজা-শহর খিলগাঁও সি এস দাগ নং-৪২৫ এবং ৪২৮ এস এ দাগ নং ৩১৯৮ এবং ৩১৮৯ এর ৯৫ শতক রেল ভূমি মালিকানা ও স্বত্ব সাব্যস্ত হবে কি না	০.৯৫
২৩	সি আর নং-২৩০৮/০৫	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোস্তফা কামাল	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা, থানা ডেমরা, মৌজা-যাত্রাবাড়ী, সি এস ৪৬ নং দাগের ১.১৬ একর এর কাতে .৪৫ একর এর আন্দরে .০৬৬০ একর	১.৭০
২৪	সি আর নং-১৫৭/০৫	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব নাজমা বেগম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন মৌজা-ব্রাহ্মণচিরন আর এস ৫৬৫ দাগের ৫ শতাংশ	০.০৫
২৫	সি আর নং- ১৫০৬/০৬	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব সফিকুল হোসেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হবিগঞ্জস্থ মনতলা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ও $\frac{৩৪০}{১৩৬৯}$ দাগের ৪০ শতক রেলভূমি মালিকানা দাবী করিয়া	০.৪০
২৬	সি আর নং-১৫৫৭/০৬	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব খায়রুল আলম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত বৈচামুড়ি মৌজার ২৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ২.১৯ একর রেল ভূমির স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে কিনা	২.১৯
২৭	সি আর নং- ২৪৩৭/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব জসিম উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল লাইন স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ৭০(ঙ) নং সি এস খতিয়ানের ২১ দাগের .২৯ শতক রেল ভূমির মালিকানা দাবী করিয়া	০.২৯
২৮	সি আর নং- ২৩৬৪/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব ইমাম উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকাস্থ দক্ষিণ খান মৌজার প ট নং $\frac{২২১}{৫২৩}$ এর ২.৩২ একর সম্পত্তি বিমান বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা	২.৩২
২৯	সি আর নং- ৩০৩৭/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোঃ ইয়াছিন খান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আখাউড়া থানার অন্তর্গত রাধানগর মৌজার ১৮১ দাগের ৪ শতক, ১৮২ দাগের ৫ শতক এবং ১৮৫ দাগের ৮ শতক সহ সর্বমোট ১৭ শতক রেল ভূমির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা	০.১৭
৩০	সি আর নং- ৫৯৫৭/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব নিজাম উদ্দিন গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হবিগঞ্জস্থ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ১১১২ দাগের ১০ শতক ১১২৩ দাগের ১৬ শতক এবং ১১২৫ দাগের ২৩ শতক সর্বমোট ৪৯ শতক রেল ভূমির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা	০.৪৯
৩১	সি আর নং- ২৭৭০/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	মোঃ আবু শহিদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নেত্রকোনাস্থ সাতপাই মৌজার ১৩৫ নং সি এস খতিয়ানের ৮৮৭ দাগের ০.৩২ রেল ভূমির মালিকানা দাবী করিয়া	০.৩২
৩২	সি আর নং- ১১৮৯/০৯	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব আবদুল মোতালেব	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সদর থানা অন্তর্গত দাড়ীয়াপুর মৌজার ৪৫২ দাগের .৪৬ শতক রেল ভূমির মালিকানা দাবী করিয়া	.৪৬

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
৩৩	সি আর নং- ২৬৪৭/০৯	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মিসেস বানু বিবি	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নরসিংদি জেলার ২৯৩ নং স্যাটিল পাড়া মৌজার সি এস দাগ নং- ২০২ ও ২০৩ এর .৯৫ শতক রেলভূমি মালিকানা দাবী করিয়া মামলা দায়ের	.৯৫
৩৪	সি আর নং-২৩৪২/১০	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	শামসুন নাহার গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নেত্রকোনা জেলার ৬.২২একর রেলভূমির স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে অত্র মামলা দায়ের করেন।	৬.২২
৩৫	সি আর নং-৪৭৬১/১১	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	সৈয়দা সুফিয়া খাতুন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মিরশরাই থানার সোনাপাহাড় মৌজা ১০৪ শতক রেলভূমির মধ্যে ৬০ শতক জমির স্বত্ব দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।	১.৬০
৩৬	সিভিল অর্ডার নং- ৬৩৯০/০২	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোঃ সালাম মিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বিঃ বাড়ীয়া জেলার মৌড়াইল মৌজার সি এস ২৪০ এস এ দাগ ২৯৭ এর ২৪,৪০০ বর্গফুট ভূমি।	.৫৬
৩৭	এফ এ নং-৫১১/৯৯	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা, মৌজা-বেগুনবাড়ী, সি এস দাগ ১০০ ভূমি-১.৩২ একর	১.৩২
৩৮	সিএম পি নং- ৭৪১/০	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাবা মনোয়ারা বেগম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু হকার্স মার্কেটের ২.৮১৭২ একর রেল ভূমির পজিশন বুঝিয়া পাইবার জন্য	২.৮১৭২
৩৯	দেঃ মোঃ নং- ১২৮৩/০৮	৫ম যুগ্ম জেলা জজ/ ঢাকা	মোচ্ছাম্মদ হামিদা বেগম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা থানা-মতিঝিল মৌজাসহ খিলগাঁওস্থিত সি এস দাগ নং-১১৭১ মোট জমি ১.৭৯ একর এর কাতে ১৪শতাংশ ভূমির স্বত্ব দাবী করিয়া।	১.৭৯
৪০	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল মাঃ নং- ১৩০৭/০৯	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল মহানগর/ ঢাকা	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা - ঢাকা, থানা- ক্যান্টনমেন্ট মৌজা- জোয়ার সাহারাস্থিত রেলওয়ে ডাইভারসন রোড নির্মাণের জন্য এল এ কেইস নং- ২৩/৬৬-৬৭ মূলে ৬৯.২৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত ভূমি বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ তাহাদের দাবী করিয়া মামলা দায়ের করেন।	৬৯.২৪
৪১	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল মোঃ নং- ৩৪৫/১০	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল/ঢাকা	আবদুল আলীম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা থানা-মতিঝিল মৌজা ব্রাহ্মণচিরস্থিত ৪৪৪ খতিয়ান ভুক্ত ১২টি দাগের ৫.৬৭ একর ভূমি রেলওয়ের নামে রেকর্ড হওয়ায়।	৫.৬৭
৪২	ল্যাঃ সার্ভে ১৭৮৯/১০	ল্যাঃ সার্ভে ট্রাঃ /ঢাকা	মেজর অবসর প্রাপ্ত মোঃ জাহাঙ্গীর	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা থানা-তেজগাঁও মৌজা তেজগাঁও শিল্প এলাকার সি এস ১০০ ও এস এ ৯৩,৯৪ ও ৩০৫ নং দাগের জমির পরিমাণ ১৯৬ শতাংশ কাতে ২৮.৬০ শতাংশ ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে রেকর্ড হওয়ায়	.০২৮৬০

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
৪৩	দেঃ মোঃ ১০০/১০,	২য় যুগ্ম জেলা জজ/ঢাকা	অনিল বেগরাইয়া গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা থানা-তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল মৌজা-বেগুনবাড়ী স্থিত নামজারী খতিয়ান নং ১০৬৭ সি এস দাগ নং ১০৫ এবং আর এস ৪৯৫১ ভূমির পরিমাণ ১.১৪ একর উহার কাতে ০.৪০৯৫ একর রেলভূমি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কে দেওয়া হইলে।	২
৪৪	দেঃ আঃ নং-২৯৪/০৩	৫ম যুগ্ম জেলা জজ/ঢাকা	মনোয়ারা বেগম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ঢাকা, থানা-কতোয়ালী, মৌজা-শহর ঢাকা সি এস খতিয়ান নং ৬৬১৫ এর আন্দর ২*৮১৭২ একর রেল ভূমির স্বত্ত্ব দাবী করিয়া।	২.৮১৭২
৪৫	দেঃ আঃ নং-১০৩/০৯ ১২৯/০৬ হইতে ২৬৬/০১ উৎপত্তি।	জেলা জজ / ঢাকা	ফজলে রাব্বী গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা বিমান বন্দর থানার ২৯২০০ বর্গফুট রেলভূমি হইতে যাহাতে বেদখল করিতে না পারে তৎমর্মে মামলা দায়ে করেন।	.৬৭
৪৬	দেঃ মাঃ নং-২৭৫/১৩	৫ম জেলা জজ/ঢাকা	আলহাজ্ব হাবুনুর রশিদ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা জেলার ফুলবাড়ীয়া আনন্দ বাজার মৌজার ৪.১৭ একর ভূমি হইতে যাহাতে বাদীকে উচ্ছেদ করিতে না পারে তৎমর্মে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা জানাইয়া বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।	৪.১৭
৪৭	দেঃ মাঃ নং-৫৮৭/১৩	১ম যুগ্ম জেলা জজ/ঢাকা	মোঃ রজ্জব আলী গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা জেলার সাবেক কেরানীগঞ্জ থানার তেজগাঁও হালে ডেমরা অধীন ২১.২০ শতক সম্পত্তি ভুলবশত রেকর্ড হওয়ায় বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।	০.২১
৪৯	দেঃ মাঃ নং-৪৮৪/১৩	৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ/ঢাকা	মোঃ আযনুল হক আলো গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকা জেলার ডেমরা মৌজা স্থিত ৪.৮৭৫০ শতাংশ নালিশী ভূমির স্বত্ত্ব দাবী করিয়া বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।	০.৪৮৭৫০
৫০	দেঃ মোঃ নং- ২২/০৭	সিনিয়র সহকারী জজ / নারায়ণগঞ্জ	মঞ্জুর কাদের	বাংলাদেশ রেলওয়ে	নারায়ণগঞ্জ থানার সাবরেজিস্ট্রারী ১৮৮ নং ম খন্ডস্থিত মৌজা সি এস দাগ নং-১৬৭, এস এ দাগ নং-১৩০২ এর ৪৫.৩২ শতাংশ ভূমি, পুকুর ও ভিটা।	.০৪৫৩২
৫১	দেঃ মোঃ নং- ৬/০৭ ১২৬/০৬	১ম যুগ্ম জেলা জজ/ নারায়ণগঞ্জ	নুর হোসেন গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	এলএ ডিক্লারেশন নং ৩৪০১/১৯২০ মূলে সি এস ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২, ১৭৯৭, ১৮৮২ সহ মোট ৫০.৪৮০ একর জমিসহ অপরাপর দাগ ও মৌজা হইতে মোট ৫০.০২৮ একর জমি হুকুম দখল করায়।	৫০.০২৮
৫২	দেঃ মোঃ নং- ২৪/০৭	২য় সহকারী জজ / নাগরিক	মোঃ মতিউর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	তৎকালীন সরকারী গেজেটে নালিশা দাগ ও মৌজাসহ অপরাপর মৌজা হইতে মোট ৫০.০২৩ একর জমি হুকুম দখল করিয়া উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করায়।	৫০.০২৩

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
৫৩	দেঃ আপীল নং- ৪৮/০৫	জেলা জজ / বিঃ বাড়িয়া	সরওয়াদী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আশুগঞ্জ রেল স্টেশন এলাকায় কিঃ মিঃ ২২৯/৬ হইতে ২২৯/১০ পর্যন্ত ৪.৪৮ একর কৃষি ভূমির লাইসেন্স এর পরিবর্তে মৎস্য লাইসেন্স অনুমোদন ও নবায়ন না করার বিরুদ্ধে মামলা।	৪.৪৮
৫৪	দেঃ মোঃ নং-১০৯/১০ ২য়	যুগ্ম জেলা জজ/বি- বাড়িয়া	শ্রী ক্ষীর মোহন ঋষি	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-বাক্ষনবাড়িয়া, উপজেলা-আখাউড়া ও সাব-রেজিস্টার অফিস সাবেক কসবা হালে আখাঃ মৌজা-করুয়াতলী মধ্যে ৭৬নং আর এস ও ৭৬/১ নং খারিজী খতিয়ানের অন্তর্গত সেঃমেঃ সাবেক ৯৮ দাগের আন্দরে ৬০ শতক নাল হালে ভিটি জাতীয় ভূমির স্বত্ব দাবী করিয়া।	০.৬০
৫৫	দেঃ মোঃ নং-৬৯/১১	২য় যুগ্ম জেলা জজ/ বি-বাড়িয়া		বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-ত্রিপুরা,হালে-বি-বাড়িয়া সি,আর-১ নং খতিয়ান ভূক্ত,এস,এ ২৪ নং খতিয়ানের সেঃ মেঃ ২৫ দাগের ৬.৭০ শতক আন্দরে ১.১৩ একর ভূমি।	১.১৩
৫৬	দেঃ আপীল নং- ৪৮/০৫	জেলা জজ / বিঃ বাড়িয়া	সরওয়াদী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আশুগঞ্জ রেল স্টেশন এলাকায় কিঃ মিঃ ২২৯/৬ হইতে ২২৯/১০ পর্যন্ত ৪.৪৮ একর কৃষি ভূমির লাইসেন্স এর পরিবর্তে মৎস্য লাইসেন্স অনুমোদন ও নবায়ন না করার বিরুদ্ধে মামলা।	৪.৪৮
৫৭	দেঃ আপীল নং- ১৬/০৯ স্বত্ব মাঃ নং-২৫৪/০৫,	জেলা জজ/সিলেট	আবদুর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	মোঘলা বাজার স্টেশন সংলগ্ন টি পি নং-২২৩/১৫ - ২২৪/৩ এর মধ্যে ৬.৫০ একর ভূমি।	৬.৫০
৫৮	স্বত্ব মামলা নং- ১৬/০৯ যুগ্ম	জেলা জজ ২য় আদালত/মৌলভীবাজার	রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	শ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত সাতগাওঁটি এস্টেট মৌজার বিভিন্ন দাগের ৩৯০.৫৪ একর রেলভূমির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা।	৩৯০.৫৪
৫৯	স্বত্ব মোঃ নং-৯/১০	২য় যুগ্ম জেলা জজ/হবিগঞ্জ	ভাড়াউড়া টি কোঃ লিমিটেড	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাহুবল ও চুনাকুচাট থানার ফয়দাবাদ হিলস মৌজার মোট ১০১, ৭২৪৮ একর রেলভূমি রেলওয়ের নামে রেকর্ড না হওয়া।	১০১. ৭২৪৮
৬০	স্বত্ব মামলা নং-৯৫/৯৪	সদর সহঃজজ/হবিগঞ্জ	ইছব উল্যা	বাংলাদেশ রেলওয়ে	আনন্দপুর মৌজার ৪ নং খতিয়ানের লাইসেন্স সংক্রান্ত নালিশী সম্পত্তি ১.৬০ একর।	১.৬০
৬১	স্বত্ব মামলা নং- ৬/০৩	৯ম যুগ্ম জেলা জজ/ হবিগঞ্জ	ফরিদ উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	সুলতান মুহাম্মদপুর মৌজার বিভিন্ন দাগে ৭.৭৭ একর নালিশী ভূমির অংশ।	৭.৭৭
৬২	স্বত্ব মাঃ নং- ৩/০২	যুগ্ম জেলা জজ/হবিগঞ্জ	সৈয়দ অলিউর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে	শায়স্তাগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন ৪৯৭, ৪৯৮,৪৯৯,৫০০,৫০১,৫০২ এবং ৫০৩ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগে ৮.২ একর ভূমি বনাম বাংলাদেশ রেলওয়ে।	৮.২

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
৬৩	স্বত্ব মামলা নং- ২২৫/০৮	সিঃসহঃজজ/হবিগঞ্জ	আমিরুল ইসলাম গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হবিগঞ্জ উপজেলার চতুল মৌজার ৩৩৯ দাগের ১.১০ একর রেলভূমি যাহাতে বাদী ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট বন্দবস্ত দিতে না পারে তৎমর্মে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিয়া মামলা।	১.১০
৬৪	স্বত্ব মাঃ নং ১৬০/১২,	সিনিঃ সহঃ জজ / হবিগঞ্জ	সুবোধ চন্দ্র বনিক	বাংলাদেশ রেলওয়ে	হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানা মৌজা- নাই জে এল নং- নাই এস এ দাগ নং- ৩০৩ এর ১.৪২ একর রেলভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে না পারে তৎমর্মে অত্র মামলা দায়ের করেন।	১.৪২
৬৫	মিস-১৮/০২ (অপর ১৬৪/৯৬)	২য় যুগ্ম জেলা জজ / চট্টগ্রাম।	আবদুল লতিফ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-চট্টগ্রাম, থানা-ডবলমুরিং, মৌজা-উত্তর পাহাড়তলী আর এস খতিয়ান নং-৬৮৫/১৩ ২ আর এস দাগ নং-১৪০৩ ও ৭৮২ এর আন্দর ০৪৮ শতক ভূমিস্বত্ব দাবী করিয়া।	০.৪৮
৬৬	অপর আপীল নং- ৫৩৩/০৪	জেলা জজ /চট্টগ্রাম।	মোঃ আলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা-চট্টগ্রাম, থানা-ডবলমুরিং, মৌজা-উত্তর হালিশহর পি এস ৪৪৮০নং খতিয়ানের ৯১৫৩ এর আন্দর ৩২০০ শতক ভূমি।	৩.২
৬৭	মিস আপীল $\frac{১৮০/০৪}{১২৬/৯৮}$	জেলা জজ /চট্টগ্রাম।	আবু নাসের	বাংলাদেশ রেলওয়ে	পাহাড়তলী মৌজার লট নং-৯ এর ১.৭২ একর জমির স্বত্ব দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করা হয়।	১.৭২
৬৮	অপর মামলা নং ২১৫/০৬	সীতাকুন্ড সহকারী জজ/ চট্টগ্রাম	নুরুল আফহার	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চট্টগ্রাম, থানা- সীতাকুন্ড মৌজা- মহাদেবপুর আর এস খতিয়ান নং- ১২১ বি এস খতিয়ান নং- ৩০২, আর এস দাগ নং- ৬০২৮ মোট ১৫. — শতক রেলভূমি স্বত্ব দাবী করিয়া। ২	.১৫
৬৯	অপর মাঃ নং-৪৩/০৭	৩য় যুগ্ম জেলা জজ/ চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	রেলওয়ে মালিকানাধীন মধ্যম হালিশহর মৌজার ১১৫.৬৬৪৫ একর ভূমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নামে ভুল বি এস রেকর্ড হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া মামলা।	১১৫.৬৬৪৫
৭০	অপর মাঃ নং- ১০৮/০৮	১ম যুগ্ম জেলা জজ/ চট্টগ্রাম	আফতাব আজাদ চৌঃ	বাংলাদেশ রেলওয়ে	জেলা- চট্টগ্রাম, থানা- সীতাকুন্ড, মৌজা- মধ্যম সুনাইছড়ি আর এস খতিয়ান নং- ৭৪ ও ৭৯ আর এস দাগ নং- ১১৬৯ এর ১.০৫ একর রেল ভূমির স্বত্ব দাবী করিয়া।	১.০৫
৭১	অপর মোঃ নং- ১১৬/১১	৩য় সদর সহঃ জজ/ চট্টগ্রাম।	মোশারফ হোসেন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	চট্টগ্রামস্থ সিজিপি ওয়াই ছোবহান স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন ২.৫৮ একর জলভূমির লাইসেন্স আহবান করিলে বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।	২.৫৮
৭২	দেঃ মোঃ নং-১২৮/০৪	চন্দনাইশ সহকারী জজ/পটিয়া।	নুর নবী চৌধুরী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	এল এ কেইস নং ৮৭৯২ মূলে মোট ৭ টি মৌজায় ২০৩.৩৯৩ একর ভূমি তৎকালীন আসাম বেংগল রেলওয়ের অনুকূলে কলিকাতা গেজেট নং ১২৭৬ পুট-১ জুন-২৭ ১৯২৯ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়। বি এস ১৩০.২৯ দাগে ২.৯৫ একর ভূমি রেলওয়ের মালিকানাধীন স্বত্ব ভূমি হওয়ায় রেলওয়ে বাদীকে উচ্ছেদ করায়।	২.৫৮

ক্রঃ নং	মামলা নং	আদালতের নাম	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	মামলার বিষয়বস্তু/সারসংক্ষেপ	জমির পরিমাণ (একর)
৭৩	অন্য মাঃ নং-৮১/০৬	সহঃ জজ/বাজিতপুর	দানা মিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে	স্বত্বের সাব্যস্ত বিষয়ে বিচার্য। জমি -১.৬১ একর। জেলা- কিশোরগঞ্জ, থানা-বাজিতপুর সচরাচর রেলওয়ে স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত ভূমি।	১.৬১
৭৪	বন্টন মামলা নং-৪/০৪,	সহঃ জজ/ভৈরব/বাজিতপুর	জহিরুল হক	বাংলাদেশ রেলওয়ে	স্বত্বের সাব্যস্ত বিষয়ে বিচার্য। জমি জেলা -২১২, জেলা- কিশোরগঞ্জ, থানা ও মৌজা- ভৈরব।	২১২
৭৫	ডিক্রী জারী নং-১/০৩,	সহঃ জজ/বাজিতপুর	মোঃ ইছহাক গং	বাংলাদেশ রেলওয়ে	স্বত্বের সাব্যস্ত বিষয়ে বিচার্য। জমি -১.২৩ একর। জেলা- কিশোরগঞ্জ, থানা ও মৌজা-ভৈরব।	১.২৩
৭৬	দেঃ আপীল নং- ২০/৯৯	২য় অতিঃ জেলা জজ/ নোয়াখালী	জেলা প্রশাসক/ নোয়াখালী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	গনিপুর মৌজার ১৯.৬৩ একর রেলভূমি।	১৯.৬৩
৭৭	সি আর নং-১৫৫৭/০৬,	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব খায়রুল আলম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত বৈচামুড়ি মৌজার ২৭৭ নং খতিয়ানভুক্ত ২.১৯ একর রেলভূমি স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে কিনা	২.১৯
৭৮	সি আর নং- ২৩৬৪/০৮	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব ইমাম উদ্দিন	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকাস্থ দক্ষিণ খান মৌজার প-ট নং $\frac{২২১}{৫২৩}$ এর ২.৩২ একর সম্পত্তি বিমান বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া মামলা	২.৩২
৭৯	সি আর নং-১৫৫৭/০৬,	হাইকোর্ট বিভাগ/ঢাকা	জনাব খায়রুল আলম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত বৈচামুড়ি মৌজার ২৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ২.১৯ একর রেল ভূমির স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে কিনা	২.১৯
৮০	রিট নং-৩৪৭৭/১১	হাইকোর্ট বিভাগ/ ঢাকা	জনাব মোঃ হাবুন-উর- রশিদ এবং অন্যান্য	বাংলাদেশ রেলওয়ে	ঢাকাস্থ ফুলবাড়ীয়া মৌজার ৪.১৭ একর রেল ভূমিতে শান্তিপূর্ণ দখল বজায় রাখা হইতে বিরত থাকার জন্য স্থগিতাদেশ চেয়ে অত্র মামলা দায়ের করে।	৪.১৭
মোট =						১১০৩.৫৩৬০২ একর

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি, মার্কেট, দোকান অবৈধভাবে দখলের বিবরণী:

ক্রঃ নং	মার্কেটের নাম	মৌজার নাম	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
১.	গুলিস্তান ও বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট (১.৪০একর)	কাকরাইল	সিটি দাগ-	১.৪০	জমির মূল্য সাব-রেজিস্টার ধানমন্ডি অফিস কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অনুযায়ী হিসাব করা হয়েছে। মোট জমির পরিমাণ ৩.৬৬ একর x ১০০ = ৩৬৬ শতক x প্রতি অযুতাংশ জমির মূল্য ২০,৪১,৩৬০ টাকা হিসাবে প্রতি শতক জমির মূল্য দাঁড়ায় = ২,০৪,১১,৩৬০/- টাকা এবং সেই হিসাবে ৩৬৬ শতক জমির মূল্য দাঁড়ায় = ৩৬৬ x ২,০৪,১১,৩৬০ = ৭৪৭,০৫,৫৭,৭৬০/- কোটি টাকা ৪৩৫.৬ বর্গফুট = ০১(এক) শতক।
২.	আদর্শ মহানগর হকার্স মার্কেট (০.৪৫ একর)		১০২৮৪,	০.৪৫	
৩.	কাপ্তান বাজার এলাকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মালেক শাহ ও শেরে বাংলা হকার্স মার্কেট (১.৮১ একর)		১৩৬০৬, ১৩৬০৭, ১৩৬০৮, ১৩৬০৯	১.৮১	
মোট জমি =				৩.৬৬	

অডিট প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত জবাব:

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের অধিগ্রহণকৃত সকল ভূমির গেজেটের মূলকপি সংগ্রহ করে বাঁধাই করে না রাখায় অধিগ্রহণকৃত জমি CS, SA, RS, BS জরিপ এর সময় বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে বেদখল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া :

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী : বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরের আওতাধীন রেলওয়ের জমির ব্যবস্থাপনা এল এ প্ল্যান মূলে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এল এ প্ল্যান এবং খতিয়ান সদর, ষোলশহর, ফেনী, কুমিল্লা ও লাকসাম কাচারি অফিসে রক্ষিত আছে। অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ডের মূল কপি বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা এর জবাব: রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২(১) এর বিধান মতে অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত রেলওয়ে ভূমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এল এ প্ল্যান সিইও/পূর্ব এর সদর দপ্তরে রক্ষিত আছে। প্রয়োজনে সিইও/পূর্ব/চট্টগ্রাম দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মৌজা ম্যাপ, খতিয়ান ইত্যাদি রেকর্ডপত্র আংশিক সংগ্রহ পূর্বক অত্র দপ্তরে রক্ষিত আছে। অবশিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল রেকর্ডপত্র সংগৃহীত হওয়ার পর তা বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পাকশীর: পাকশী বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে মালিকানাধীন ভূমি ব্রিটিশ আমলে অধিগ্রহণকৃত যা পরবর্তীতে সিএস/এসএ রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে কিছু পরিমাণ ভূমি এসএ রেকর্ডমূলে অধিগ্রহণ করা হয়। এ ভূমির কিছু সংখ্যক মৌজার রেকর্ড পরবর্তীতে আরএস রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক মৌজার আরএস রেকর্ডে অদ্যবধি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। এ কার্যালয়ের সকল মৌজার জমির পরিমাণের তথ্য দশ কলাম বহিতে লিপিবদ্ধ আছে। চলমান অডিট কার্যক্রমে ভূমির হিসাবসহ দশ কলাম বহি যথাযথভাবে অডিট টিম এর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অত্র বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে ভূমির তথ্য এবং রেকর্ড (সিএস এবং এসএ) সমূহ Digital Format এ আওতায় আনার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ভূসম্পত্তি বিভাগ সৃষ্টিকাল ১৯৭৬ ইং, তৎপূর্বে Civil Engineering বিভাগ হতে রেলভূমি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রিত হত। ব্রিটিশ আমল এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করার কাজ Civil Engineering বিভাগের দায়িত্বে ছিল। বর্তমানে লাইসেন্স এর তথ্য Digital পদ্ধতি সংরক্ষণের ন্যয় এল এ প্ল্যান, মৌজা নকশা, গেজেট, রেকর্ড এবং দশ কলাম বহি সংরক্ষণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/লালমনিরহাট এর জবাব: বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট বিভাগের প্রায় সমুদয় ভূমি ব্রিটিশ আমলে অধিগ্রহণকৃত যা পরবর্তীতে সিএস/এসএ রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে কিছু পরিমাণ ভূমি এসএ রেকর্ডমূলে অধিগ্রহণ করা হয়। এ ভূমির কিছু সংখ্যক মৌজার রেকর্ড পরবর্তীতে আরএস রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক মৌজার আরএস রেকর্ডে অদ্যবধি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। এ কার্যালয়ে সকল মৌজার জমির পরিমাণের তথ্য দশ কলাম বহিতে সংরক্ষিত আছে এবং অডিটকালে তার হিসাবসহ দশ কলাম বহি উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, সিএস এবং এসএ রেকর্ডের কপি স্ক্যান করে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে যা অডিটকালে প্রদর্শন করা হয়েছে। এস্টেট বিভাগ মূলত ১৯৭৬ সালে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পূর্বে প্রকৌশল বিভাগ হতে রেলভূমির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হত। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির এলএ প্ল্যান সংরক্ষণ করা প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে বর্তমানে ব্রিটিশ আমলে এ বিভাগের অধিগ্রহণকৃত ভূমির সকল গেজেট এর স্ক্যানকৃত ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং তালিকা করে এল এ প্ল্যান এবং মৌজা নকশাও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সকল তথ্যাদি, গেজেট, এল এ প্ল্যান, মৌজা নকশা, রেকর্ড এবং দশ কলাম বহি অডিটকালে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ অনুযায়ী মৌজা ওয়ারী জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন না করার বিপরীতে জবাব:

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর জবাব: এল এ প্ল্যান, আরএস, বিএস খতিয়ান, সদর, ষোলশহর, ফেনী, কুমিল্লা এবং লাকসাম কাচারি অফিসে রক্ষিত আছে। মৌজাওয়ারী জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রকৌশল বিভাগে রক্ষিত আছে। উল্লেখ্য বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তরসমূহ উহাদের আওতাধীন সকল উপজেলায় অবস্থিত রেলওয়ের জমির মৌজাওয়ারী জরিপ করে পকেট সেকশন বইয়ের ন্যায় নকশা প্রণয়ন করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা এর জবাব: এ দপ্তরে কাজে যোগদানের পর অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত মৌজাওয়ারী রেলওয়ে ভূমি জরিপপূর্বক এ জাতীয় কোন পকেট সেকশন বই পাওয়া যায়নি। তবে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল মৌজার পকেট সেকশন বই তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তা বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাকশী: ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে রেকর্ড এবং মৌজা নক্সা এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং জমির স্বত্ব ও দখল মূলত এর উপর নির্ভরশীল। এ কার্যালয় হতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, লাইসেন্স প্রদান, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, ভূমি নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সকল কাজেই রেকর্ড এবং নক্সার ভিত্তিতে রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের কাজ রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। প্রকৌশল বিভাগে রেলভূমির পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরে আংশিক পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরের অধীনস্থ ১২ টি কাচারিতে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল কম। এ বিভাগের সমুদয় রেলভূমির সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা পিলার স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল এবং কাঁটা তারের বেড়া (Fencing) স্থাপনের জন্য প্রকৌশল বিভাগ কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ ধরনের কাজের জন্য অত্র দপ্তরের অনুকূলে কোনো প্রকার আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয়নি। উপরন্তু এটি একটি চলমান কাজ, যা বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, লালমনিরহাট: ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে রেকর্ড এবং মৌজা নকশা এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং জমির স্বত্ব ও দখল মূলত এর উপর নির্ভরশীল। এ কার্যালয় হতে উচ্ছেদ পরিচালনা, লাইসেন্স প্রদান, মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সকল কাজেই রেকর্ড এবং নকশার ভিত্তিতে রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের কাজ রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। প্রকৌশল বিভাগে রেলভূমির পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরে আংশিক পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরের অধীনস্থ ০৬টি কাচারিতে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল নেই। এ বিভাগের সমুদয় রেলভূমির সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা পিলার, দেয়াল এবং বেড়া স্থাপনের জন্য প্রকৌশল বিভাগের ভূমিকাই বেশি এবং এর জন্য এ দপ্তরে কোনো ধরনের আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয়নি। উপরন্তু এটি একটি চলমান কাজ এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সময় প্রয়োজন। ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে রেকর্ড এবং মৌজা নকশা এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং জমির স্বত্ব ও দখল মূলত এর উপর নির্ভরশীল। এ কার্যালয় হতে উচ্ছেদ পরিচালনা, লাইসেন্স প্রদান, মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সকল কাজেই রেকর্ড এবং নকশার ভিত্তিতে রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের কাজ রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। প্রকৌশল বিভাগে রেলভূমির পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরে আংশিক পকেট সেকশন বহি রয়েছে। এ দপ্তরের অধীনস্থ ০৬টি কাচারিতে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল নেই। এ বিভাগের সমুদয় রেলভূমির সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা পিলার, দেয়াল এবং বেড়া স্থাপনের জন্য প্রকৌশল বিভাগের ভূমিকাই বেশি এবং এর জন্য এ দপ্তরে কোনো ধরনের আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয়নি। উপরন্তু এটি একটি চলমান কাজ এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সময় প্রয়োজন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(৩) এর নির্দেশনা অনুযায়ী রেলওয়ে কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত সমুদয় ভূমির স্বত্ব রেকর্ড সংরক্ষণ না করার বিপরীতে জবাব:

ডিইও/পাহাড়তলী : তৎকালীন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অধীন রেলভূমি প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তার সমন্বয়ে পরিচালনার জন্য রেলওয়ে ভূসম্পত্তি বিভাগ জন্ম লাভ করে। ১৯৮২ সালের পূর্ব পর্যন্ত এককভাবে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হতো। এল এ প্ল্যান এবং আরএস, বিএস হিসেবে রেলওয়ের নামে রেকর্ডভুক্ত করা আছে। রেলওয়ের নামে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান আছে। যে সমস্ত রেলভূমি রেলওয়ের নামে রেকর্ড সংশোধনের জন্য এখনো মামলা করা হয়নি সে বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডিইও/ঢাকা : বৃটিশ আমলে তৎকালীন আসাম বেঙ্গল এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে রেলওয়ে মালিকানাধীন ভূমির যাবতীয় রেকর্ডপত্র রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণসহ সমুদয় রেল ভূমির ব্যবস্থাপনা করা হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী রেলওয়ে এস্টেট বিভাগ সৃষ্টির পর সময়ে সময়ে রেলওয়ের ভূমির আংশিক রেকর্ডপত্র প্রকৌশল বিভাগ হতে এস্টেট বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হতে থাকে। রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২(৩) এর নির্দেশনা মোতাবেক অত্র দপ্তরের আওতাধীন অধিগ্রহণকৃত অধিকাংশ রেলওয়ে ভূমি রেলওয়ের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। আরএস, বিএস জরিপে যে সকল ভূমি রেলওয়ের নামে রেকর্ডভুক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত ভুল রেকর্ড সংশোধনের জন্যে আপত্তি দায়েরসহ বিজ্ঞ আদালতে মামলাও চলমান আছে।

প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম :

১। সমগ্র বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোড়ালোভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে এবং অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক রেলপথ (সেকশন) চালু হয়েছে এবং নতুন নতুন রেলপথ তৈরী হয়েছে। নতুন নতুন এলাকায় নগরায়নের ফলে রেলভূমির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল ভূসম্পত্তি বিভাগের বর্তমানে ৩৭৪০৭ একর (প্রায়) ভূসম্পত্তি রয়েছে। এ ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সর্বসাকুল্যে মাত্র ৯৭টি পদ মঞ্জুরি আছে। উক্ত মঞ্জুরীকৃত পদের বিপরীতে ৫২ জন কর্মরত আছে এবং ৪৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এ ৫২ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর ভূসম্পত্তি বিভাগের বিশাল ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সেটেলমেন্ট জরিপে তদারকী, মামলা-মোকদ্দমা, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, রাজস্ব আদায়ের মত বিশাল কাজ সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। যা কাজের তুলনায় জনবল অতি নগণ্য। মোট ২৮টি জেলায় পাকশী বিভাগে ১২টি কাচারি ও লালমনিরহাট বিভাগে ০৬টি কাচারি বিদ্যমান। কাচারির কিছু নিজস্ব অবকাঠামো ও কিছু অন্য অফিসের অংশ বিশেষে রেলভূমির ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন হয়ে থাকে। অবকাঠামোগুলো অধিকাংশ বসবাসের অনুপযোগী। ইহাতে ভূসম্পত্তি বিভাগের মূল্যমান সম্পদ রেকর্ড পত্রসহ অন্যান্য গুরুত্ব তথ্যাদি সংগ্রহ ও রাখা সম্ভবপর হয় না। এত বিশাল এলাকা ০৯ (নয়) জন ফিল্ড কানুনগো ১৮ জন আমিন দ্বারা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ অন্যান্য জরুরি কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না। ইহা ছাড়া প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আদালতে উল্লিখিত কর্মচারীদের মামলার স্বাক্ষী প্রদানসহ হাজিরা প্রদান করতে হয়। ইতোমধ্যে ভূসম্পত্তি বিভাগের নতুন জনবল বৃদ্ধির (Organogram) লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। জোন বিভাগের পর সিআরবি, চট্টগ্রাম হতে যে সব এল এ প্ল্যান, মৌজা নক্সা, খতিয়ান, গেজেট নোটিফিকেশন পাওয়া গেছে তা এ দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া মৌজা, থানা ও জেলাভিত্তিক আরএস রেকর্ড অনুযায়ী জমির হিসাব ১০ কলাম বহিআকারে এ দপ্তরসহ বিভাগীয় অফিসে ও কাচারি অফিসে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভায় জিএম (পশ্চিম) মহোদয়ের নির্দেশের আলোকে রেলওয়ে ভূমির হিসাব, রক্ষণাবেক্ষণ, মামলা ও লাইসেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ডাটা বেজের কাজ প্রায় ডিইও/পাকশী ও ডিইও/লালমনিরহাট কর্তৃক ৯৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ান সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ডাটা বেজের সফটওয়্যারটি সম্পন্ন হলে সহজেই সর্বপ্রকার তথ্যাদি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

রেলভূমিতে ব্লক সেকশনে জমির সীমানা পিলার বিআর নামে বসানো আছে। রেলভূমির সীমানা নির্ধারণ প্রকৌশল বিভাগ করে থাকে। তবে প্রকৌশল বিভাগকে উল্লিখিত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি দপ্তর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহপূর্বক সহায়তা প্রদান করে।

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের রেকর্ডপত্রাদি নিরূপণের জন্য শেলটেক নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ল্যাড সার্ভে ও ল্যাড ইউজ প্ল্যান প্রস্তুতের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যশেষে ফাইনাল রিপোর্টসহ রেলভূমির এল এ প্ল্যান ৯২%, মৌজা নক্সা ৬৫%, খতিয়ান ৫৪%, ও গেজেট নোটিফিকেশন ৫৪.৩% হার্ডকপি ও সফট কপি প্রদান করেন (কপি সংযুক্ত) অধিকন্তু রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জারি হয়েছে। নীতিমালার আলোকে রেলভূমির রেকর্ডপত্র প্রস্তুত/সংগ্রহ চলমান রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন করে রেকর্ডপত্র প্রস্তুত/সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিইও এবং কানুনগোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২.২ অনুযায়ী রেলভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, উদ্ধারকার্য সম্পাদনের সাথে সাথে প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ না করার বিপরীতে জবাব:

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও রেলওয়ের বিভিন্ন ইউনিটসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উচ্ছেদ বাস্তবায়নের পর তারকাটা বেড়া/ওয়াল নির্মাণ/বৃক্ষরোপণ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব প্রকৌশল বিভাগের। উচ্ছেদ বাস্তবায়নের পর উচ্ছেদকৃত স্থান জরুরি ভিত্তিতে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। উচ্ছেদকৃত স্থানে বহিরাগত লোক কর্তৃক পুনঃ দখল করতে না পারে সেজন্য দৃশ্যমান স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাইনবোর্ড লাগানো এবং বিদ্যমান নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.১.২৫ অনুযায়ী উচ্ছেদকৃত স্থান যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য তারকাটা বেড়া/ওয়াল নির্মাণ/বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে নিয়মিতপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকা : রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০০৬ এর ২(২) ধারার বিধানের আলোকে, রেল ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণের সাথে সাথে অনেক এলাকায় সীমানা প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। বিষয়টিতে রেলওয়ের দুইটি বিভাগ সম্পৃক্ত বিধায় পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমটি সম্পাদন সময় সাপেক্ষ। সাথে সাথে রেলওয়ে ভূমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, রাজস্ব আদায়, জরিপ, রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। উচ্ছেদ অভিযান বাস্তবায়নের পর

অবৈধ দখলমুক্ত রেলওয়ে ভূমি তারকাটার বেড়া, দেয়াল নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব মূলত প্রকৌশল বিভাগের। সে মর্মে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগকে তাৎক্ষণিক অনুরোধ করা হয়ে থাকে।

প্রধান প্রকৌশলী/পূর্ব : ভূসম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক রেলভূমির সীমানা চিহ্নিত ও উচ্ছেদের পর প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক উচ্ছেদকৃত ভূমি যথারীতি সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ/বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত ভূমি দখলমুক্ত করা হয়।

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম : নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান, বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, পাকশী এর অফিস প্রধান জনাব বীরবল মন্ডল ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-২, পাকশী এর অফিস প্রধান জনাব মো: আব্দুর রহিম এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, লালমনিরহাট এর অফিস প্রধান জনাব মো: আনোয়ার হোসেন জবাব প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং ২(৪) এর নির্দেশনা অনুযায়ী রেলওয়ের আওতাধীন জমির হালনাগাদ রেকর্ড কৃষি/মৎস্য/বাণিজ্যিক প্রভৃতি শ্রেণি বিন্যাস ছক অনুযায়ী তৈরি করতঃ বাঁধাই না করার বিপরীতে জবাব:

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাহাড়তলী: বাণিজ্যিক, কৃষি, মৎস্য লাইসেন্সধারীগণের তালিকা আলাদা ভাবে বালাম বইতে এন্ট্রি করা হয়ে থাকে/আছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে ছক পাওয়া গেলে জমির হালনাগাদ রেকর্ডপত্র ছক অনুযায়ী তৈয়ারি করতঃ বাঁধাই করে এক কপি প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তরে, এক কপি মহাপরিচালকের দপ্তরে এবং এক কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকার জবাব: রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং- ২(৪) এর বিধান মতে হালনাগাদ রেকর্ড সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। ছক অনুযায়ী কার্যক্রম শেষ হওয়া মাত্রই রেকর্ড বাঁধাই করে উহার এক কপি সিইও/পূর্ব/ চট্টগ্রাম মহোদয়ের দপ্তরে, এক কপি মহাপরিচালকের দপ্তরে এবং এক কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২(৪) এ নির্দেশনা অনুযায়ী বৈধ, অবৈধভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দখলকৃত জমির হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করার বিপরীতে জবাব:

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পাহাড়তলী : বৈধ লাইসেন্সধারীগণের তালিকা বালাম বইতে এন্ট্রি করা হয়। অবৈধ দখলদারের আলাদা তালিকা রয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা সিইও/পূর্ব/সিআরবি দপ্তরে রক্ষিত আছে। ব্যক্তি দখলীয় অবৈধ দখলদারের তালিকা রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/ঢাকা : রেলওয়ে ভূমির বৈধ লাইসেন্সধারীগণের তালিকা যথানিয়মে বালাম বইতে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। অবৈধ দখলদারের আলাদা তালিকা তৈরীপূর্বক সময়ে সময়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাছাড়া রেলওয়ের ভূমিতে ভাসমান অবৈধ দখলদারও দেখা যায়। রেলওয়ে ভূমিতে সরকারি ও বেসরকারি দখলদার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সিইও/পূর্ব/চট্টগ্রাম এর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং তাদের তালিকা তথ্য রক্ষিত আছে। নীতিমালার বিধান মতে রেলওয়ে ভূমির দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হয়।

বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/পাকশী ও লালমনিরহাট: বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশী ও লালমনিরহাট বিভাগের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির এবং দখলকারীর তথ্য সংক্রান্ত তালিকা নথিতে সংরক্ষিত আছে। এ সকল তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ করার কাজ চলমান আছে।

তারিখঃ _____ বঙ্গাব্দ _____
খ্রিষ্টাব্দ _____


মহাপরিচালক
পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা
মোঃ শহীদুল ইসলাম এককীয়
মহাপরিচালক
পরিবহন অধিদপ্তর
শেখমিয়া, ঢাকা।